লাহে পদার্পণে। দাবা নলে রক্ষা কৈলা তব গোপ গোপী গণে ॥ ১৩ ॥ রক্ষ রক্ষ দীন নাথ লজ্জা অনল দাহনে। মম প্রাণ তব হয় তবু গৌণ কর কেনে ॥ ১৪ ॥ যদ্যপি কৌতুকী কৃষ্ণ ছলে বলে নিশি দিনে। তত্রাপি দয়াল গুণ স্বাভাবিক সর্ব্ব ক্ষণে ॥ ১৫ ॥ কদম্ব তরুর শাখে বসি গোপীকে বাখানে। বসন করিল চুরি আসি এক নিরঞ্জনে ॥ ১৬ ॥ তটেতে আসিয়া ভানু যোড় করে একমনে। উর্দ্ধমুখে স্তুতি কর বস্ত্র পাবে সেই খানে ॥ ১৭ ॥ চতুর চাতুরী কথা গোপী বুঝিলে কেমনে। উপায় নাদেখি আর লজ্জা ত্যজে সেই ক্ষণে ॥ ১৮ ॥ যার লজ্জা তার কাছে কিবা করে অভিমানে। বস্ত্র দিয়া বন মালী লজ্জা ঢাকিল তখনে ॥ ১৯ ॥ চীর ঘাট সেই স্থান নাম রাখে গোপী গণে। সাঁজি মধ্যে চিত্র করি লীলা কৈল বরষাণে ॥ ২০ ॥ বৃন্দাবন সাঁজি লীলা সুখ সুবীজ রোপণে। পরম আনন্দ তরু ব্যক্ত হৈল ত্রিভুবনে ॥ ২১ ॥ লীলা বৃত কৃপা যশ তাহে সুফল ঘটনে। সেই ফল ভোগ করে ভক্ত দাস সর্ব্বজনে ॥ ২২ ॥ ত্যজিয়া বিষয় বিষ সুখ ভোগ অন্বেষণে। যেখানে প্রেমের রস মন মজ সেই খানে ॥ ২৩ ॥ ত্রয়োদশী সাঁজি পূজি দুই মোহিনী মোহনে। হইল একই তনু প্রেম রসের কারণে ॥ ২৪ ॥ গীত রাগিণী সুখ রাই। তাল মধ্যমান। রাখিব আমার ঘরে তোরে আর ছাড়্যা দিবনা। বনে বনে ধেনু আর চরাতে পারেনা ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ সাঁজি ফুরাইলে হবে শরদচাঁদের রচনা। কুমুদ কমলে কুঞ্জ করিব মনোরম শোভনা ॥ ১ ॥ শ্যাম চাঁদ হৃদে রাখি এবে পূরাব কামনা। ঘুচাইব দুঃখ যত বিরহের যাতনা ॥ ২ ॥ ত্রয়োদশীর সাঁজি লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ ১৪ ॥ রাগিণী মালকোষ। তাল তেতালা। শিশার মহলে বিরাজিত ব্রজ সুন্দরী সুন্দর সহিত। চৌদিগে লতার শোভা সৌগন্ধি কুসুম আভা ললিত ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কন্দর্পের দর্প ছানি কেরাখিল ব্রজে আনি মনোনিত। সাঁজি ছলে খেলে যত ত্রিভুবনে অবিরত নহে উপমিত ॥ ১ ॥ যত লীলা বৃন্দাবনে সাঁজি মধ্যে সখীগণে সেই মত। রত্ন বস্ত্র নানা রঙ্গে লিখিল পরম রঙ্গে বিহিত বিহিত ॥ ২ ॥ শিশা মহলেতে দেখিল যেমতে সখী লিখিল তেমত। যুগল কিশোর হাসে অনুরাগ গুণ ভাষে গোপীর চরিত ॥ ৩ ॥ দিবা নিশি চতুর্দ্দশী সাঁজি পূজি সবে বসি হই

ন মোহিত। নব বৃন্দাবনে চল সাঁজি হেরি হরিবল সকলে ত্বরিত ॥ ৪ ॥ প্রদক্ষিণ সবে মীলি রাধা কৃষ্ণ বলি বলি কররে সুনীত। শ্রীচরণে পড়ি রও সবে গড়াগড়ি যাও হও কলি জিত ॥ ৫ ॥ ◉ ॥ প্রভাতী রাগিণী তাল চলতা একতালা ॥ সাঁজি বেড়ি দাণ্ডা খেলে কমল লোচনী। মধ্যেতে বাজায় বাঁশী কৃষ্ণ গুণমণি ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ প্রতি সখী রাইসঙ্গে খেলে তালে তালে। পশতো গতে কৃষ্ণ নাচে অ তি কুতূহলে ॥ ১ ॥ সাঁজিতে দাণ্ডার খেলা শোভা সুখভাল। চাঁদ ঘেরি তারা যেন করিল উজ্বল ॥ ২ ॥ অপর পক্ষের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সাঁজ সাঙ্গ ॥ ১৫ ॥ রাগিণী রামকেলি। তালধিমা তেতালা। প্রাণনাথ আজি আমার সাঁজি উজ্জা পন। লিখিব তোমার লীলা সহ বৃন্দাবন ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ চৌরাশী বনের মাঝে লীলার সৃজন। কিছু জানি নাহি জানি করাও পূরণ ॥ ১ ॥ হৃদয়ে রাখির লীলা করিয়া যতন। সাঁজি ব্রত ইহালাগি করিল রচন ॥ ২ ॥ বলরামে পূজি ব্রত হব সমাপন। তুমি আমি নিকুঞ্জে করিব জাগরণ ॥ ৩ ॥ গোলোক বিভূতি শোভা র চিল তখন। রত্ন বেদী কল্প লতা মন্দিরে বেষ্টন ॥ ৪ ॥ বিরজা চৌদিগে ঘেরা নিজ অভরণ। সুধাজলে ভক্ত মীন করিতেছে পান ॥ ৫ ॥ ইচ্ছা পরাআদি শক্তি করিছে ব্যজন। তুরীয়াদি আশাপূর্ণা সেবিছে চরণ ॥ ৬ ॥ সুমতি সুরতি সিদ্ধা তাম্বূল যো গান। মনোহরা আদি সখী করিছে নাচন ॥ ৭ ॥ ছত্রিশ রাগিণী যন্ত্র করিয়া লীল ন। তুষিছে যুগল মন আনন্দ কারণ ॥ ৮ ॥ নিত্য পশু পক্ষী বাস করে সেইস্থানে। হিংসাআদি নাহি জানে শান্ত ভক্তজনে ॥ ৯ ॥ পূর্ণ সাঁজি দেখিবারে ব্রজ বাসী গণ। ঘেরিল সকলে আসি তারার সমান ॥ ১০ ॥ গোপী মুখ পূর্ণ চন্দ্র তাহাতে বেষ্টন। নব মেঘ জিত শোভা কৃষ্ণের কিরণ ॥ ১১ ॥ রাহু ভয়ে পদতলে আসিয়া অরুণ। হেরিয়া সাঁজির লীলা আনন্দিত মন ॥ ১২ ॥ সাঁজিতে যতেক লীলা করি ল রচন। সেইমত সাজ সাঁজি সব সখীগণ ॥ ১৩ ॥ প্রতিপদ হৈতে লীলা নূতন নূতন। তুষিতে কৃষ্ণের মন করিল সঘন ॥ ১৪ ॥ অমাবস্যা শুভ দিনে ব্রত সমা পন। কাশী বাসী আহ্লাদিত করি দরশন ॥ ১৫ ॥ নব বৃন্দাবন ধাম ভক্তের কা রণ। দয়াকরি প্রকাশিলা করুণা নিধান ॥ ১৬ ॥ রচিল সুন্দর সখী ব্রজের ভাষণ।

সাঁজি লীলা সেভাষায় ললিত কীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥ গাইল বাঙ্গালি ভাষা সহ ভক্তগণ। বহু ভাঁতি রাসধারী লীলায় মগন ॥ ১৮ ॥ বাঙ্গালি রচিত লীলা মধুর শ্রবণ। মনোরম স্বরে গায় গৌরমোহন ॥ ১৯ ॥ ব্রজবাসী গোপী দাসী ভকত সুজন। নানা যন্ত্র তাল মানে করিল গায়ন ॥ ২০ ॥ ভক্ত বৃন্দ পদ ধূলি অমূল্য রতন। মস্তকে ধারণ কর জয়নারায়ণ ॥ ২১ ॥ শাক্ত শৈব গাণ পত্য সৌর ভক্ত গণ। বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে হইয়া মীলন ॥ ২২ ॥ সাঁজি লীলা সুখোদয় আনন্দ অপার। সমাপন কৈল রাধা নাই পরিবার ॥ ২৩ ॥ প্রথম নাগর দাস সাঁজি প্রকাশক। তদবধি সর্ব্ব স্থানে আনন্দ দায়ক ॥ ২৪ ॥ ভাগবত পুরাণাদি লীলা সূত্র রচে। অপার শ্রীকৃষ্ণ লীলা ব্যক্ত ভক্ত কাছে ॥ ২৫ ॥ রচিল সকল লীলা শ্রীরাধা সুন্দরী। জয়নারায়ণ হেরিয়ায় বলিহারি ॥ ২৬ ॥ ইতি সাঁজি লীলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ নৌকার শাড়িগান ॥ আজি আনন্দের সীমা নাই সাঁজি দরশনে। বিরজায় তরণি বায় মোহিনী মোহনে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রাধিকার গুণ গান করিছে সঘনে। মুরলী বাজায় কৃষ্ণ সুচাঁদ বদনে ॥ ১ ॥ প্রেম ধারা বহিতেছে ভকত লোচনে। তাল মানে ভক্ত নাচে মুগ্ধ গুণ গানে ॥ ২ ॥ সারদা সকল সখী বীণার বাজনে। গাইছে যুগল গুণ সুধা আলাপনে ॥ ৩ ॥ জয় জয় রাধা জয় কৃষ্ণ বৃন্দাবনে। সখা সখী ভাবেমত্ত নাম মধুপানে ॥ ৪ ॥ অপর পক্ষের অমাবস্যা সাঁজি লীলা সাঙ্গ পঞ্চদশ দিনে ॥ পূর্ব্ব আরতি প্রভাতি রাগিণী ॥ তাল তেতালা ॥ সাঁজির রচনা পূরণ হইল। ধূপ দীপ জালি আরতি করিল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সব সখী মাঝে কৃষ্ণ দাঁড়াইল। সাঁজির চরিত গাইতে লাগিল ॥ ১ ॥ গলা ধরি শ্যামা সাঁজি দেখাইল। আরতি করিয়া লীলা প্রকাশিল ॥ ২ ॥ নব বৃন্দাবনে আনন্দ মচিল। কৃষ্ণ নাম সুধা ক্ষুধা মিটাইল। সাঁজির প্রথম আরতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শ্রীরাধাজীর জন্ম যাত্রা ॥ রাগ হামির। তাল আড়াতেতালা। সুমঙ্গল চাপ লৈয়া চলে সারি সারি। গোপ গোপী নাচে পায় বাজে মনোহারি ॥ ধুয়া ॥ বিচিত্র নিসান আগে উড়িছে বিজলি। হয় হাতি পরে ডঙ্কাবাজে ভেরী তুরি ॥ ১ ॥ কনক থালেতে ভূষা রত্নময় পুরি। কত শত লৈয়া চলে মাথার উপরি ॥ ২ ॥ নানাবিধ জরিযুক্ত বস্ত্র পীতাম্বরি। কত শত খাঞ্চা

পুরি লয় নরনারী ॥ ৩ ॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন মণ্ডা লইল বিস্তারী । ফল মূল ভারে ভারে লয় বহু ভারি ॥ ৪ ॥ দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা স্বর্ণ্ণ মাঠে ভরি । ঘৃত ননী কত শত গ ণিতে নাপারি ॥ ৫ ॥ দশদিক ভরি চলে নাগর নাগরী । গোলোকের মত শোভা বৃষভানু পুরী ॥ ৬ ॥ রত্ন সিংহাসন মাঝে শ্রীরাধা সুন্দরী । চামর ব্যজন করে কত সহচরী ॥ ৭ ॥ উজ্বল হাটক জিনি রূপের মাধুরী । কর পদ ওষ্ঠাধর বিশ্ব ম নোহারি ॥ ৮ ॥ অরুণ বাটিয়া যেন শোভন বিচারি । ইন্দীবর জিত আখি খ ঞ্জন বিহারী ॥ ৯ ॥ কোটি কাম জড়াচাপ ভুরু শোভা কারি । ঈষত কটাক্ষ তা হে বাল সহকারী ॥ ১০ ॥ সুবিমল কেশ জাল নব মেঘ ঘেরি । ফণী জিনি বেণীদি য়া শোভিছে কবরী ॥ ১১ ॥ প্রতি নখে পূর্ণ্ণ চাঁদ অমিয়া বিতারি । কত কোটি রতি কাম হানি বেলকারি ॥ ১২ ॥ রাখিল রাধিকা অঙ্গে সীমা দিতে নারি । চপলা লুকায় লাজে রূপ হেরি হেরি ॥ ১৩ ॥ রতন ভূষণ আর শাড়ী নীলাম্বরী । পরশিয়া রাই অঙ্গ হইল দীপ্তকারী ॥ ১৪ ॥ লাবন্যতা সুধা মাখা আনন্দ লহ রী । কিদিয়া তূলনাদিব ছটাতিমিরারি ॥ ১৫ ॥ দেব দেবী ব্রহ্মা আদি সহ ত্রিপু রারি । কৌতুকে যৌতুক দিয়াযায় বলিহারি ॥ ১৬ ॥ পরম প্রকৃতি এই লীলা সহ কারী । ব্রজভূমে অবতীর্ণ্ণ তুষিতে মুরারি ॥ ১৭ ॥ ভক্তজনে স্তুতিকরে কর যোড়করি । কৃপাকর তুমি যারে সেই পাবে হরি ॥ ১৮ ॥ কৃষ্ণের প্রেমের গুরু জগত ঈশ্বরী । শরণ লওরে মন ছাড়িয়া চাতুরী ॥ ১৯ ॥ সখী পদে অনু গত দিবা বিভা বরী । হওরে আমার মন এই ভিক্ষা করি ॥ ২০ ॥ গোপাল বিলাস করে চাপ লীলা করি । রাধা কৃষ্ণ বল সবে শ্রীমুখ নেহারি ॥ ২১ ॥ প্রথম আরতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ রাধাষ্টমীর বাধাই । রাগ ভৈরব । তাল চলতা । আজু শুভদিন বর যাগে আনন্দ বাধাই বাজিল । জয় জয় রাধা জয় জয় জয় রাধা জয় ঘোষণা উঠিল । ধুয়া ॥ ❁ ॥ হরিল মনের তাপঃ লইল মঙ্গল চাপঃ গোপ গোপী উপ নিত ত্বরিত ভবনে ॥ ১ ॥ গোপাল যাহার লাগিঃ নিশি দিসি অনুরাগিঃ অতূল মোহিনী রূপ হেররে যতনে ॥ ২ ॥ ❁ ॥ রাগিণী ভীমপলাশ । তাল তেওট । বৃষভানু দুলালীর বরষ গাঁঠ বংশাবলি পড়ত ভাট । ধুয়া ॥ ❁ ॥ নাচত গাওত করত বহুত ঠাট । সঙ্গিনী

রুক্মিনী চলে নাহি মীলে বাট ॥ ১ ॥ ক্ষীর দধি লই চলে ভরি মাঠ মাঠ । শোভিল আঙ্গিনা যেন উডুপের হাট ॥ ২ ॥ রূপজিনি রূপ খানি রূপের বিরাট । রাধা অঙ্গে করে কেলি সুধারতবাট ॥ ৩ ॥ রতন ভূষণ পরে শাড়ী নীল পাট । গোপাল হেরিয়া খোলে মনের কপাট ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ মহা রাসের উদ্যোগ লীলা । রাগ সোরঠ । তাল সম । সকল কুমারী মীলি মনেতে করিল । কার্ত্তিকেতে হবে রাস শ্রীকৃষ্ণ কহিল ॥ ১ ॥ নিকটে কার্ত্তিকমাস আসি উপস্থিত । মীলন কারণ গোপী করিল বিহিত ॥ ২ ॥ সয়ম্বরা হব সবে পাব কৃষ্ণ পতি । ভূষণ বসন সজ্জা করিল সুমতি ॥ ৩ ॥ সবে মীলি এক মন কৃষ্ণ রূপ লাগি । সাজাইতে কৃষ্ণচন্দ্র হইল অনুরাগী ॥ ৪ ॥ নবনব অলঙ্কার নূতন বসন । ভিন্নভিন্ন মনোমত কৈল গোপীগণ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণকে তুষিতে বহু কৌতুক শিখিল । বিচিত্র কটাক্ষ আদি অভ্যাস করিল ॥ ৬ ॥ অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি সকলি সাজিল । নিত্য গান তাল বাদ্য নবীন রচিল ॥ ৭ ॥ মোহন নিকটে গিয়া মনে করিদিল । প্রতিজ্ঞা করহ পূর্ব্ব কার্ত্তিক আইল ॥ ৮ ॥ হাসিয়া জগত নাথ শুভ আজ্ঞা দিল । প্রথম কার্ত্তিকাবধি সময় রচিল ॥ ৯ ॥ উল্লাসিনী হৈয়া গোপী আনন্দে চলিল । শ্রীরাধা সুন্দরী তাহে মালিকা হইল ॥ ১০ ॥ কার্ত্তিকের প্রতিপদ শ্রীরাস মণ্ডলে । মহা রাস আরম্ভিল মহা কুতূহলে ॥ ১১ ॥ ছয়মাস এই রাস চৈত্রমাসে সাঙ্গ । ব্রজে বোধ এক নিশি একি নব রঙ্গ ॥ ১২ ॥ রাস মধ্যে যত লীলা কেলিখিতে পারে । প্রভু ভক্ত জনে জানে এতিন সংসারে ॥ ১৩ ॥ জগতে কৈবল্য সুখ দিতে অব তার । অসুখ করিল নষ্ট হরি ভূমি ভার ॥ ১৪ ॥ ইহার পরশরদ রাস ॥ শরদ রাস লীলার অন্তর লীলা । রাগ হামির । তাল ছোটচৌতাল । পূরাইব আশঃ করিয়া উল্লাসঃ রতন বেদীতে করি মহা রাস । কলঙ্কিত শশীঃ ব্রজেতে প্রকাশিঃ অকলঙ্ক শশী হবে ছয় মাস ॥ ১ ॥ হেমন্তে বসন্তঃ বিরহের শান্তঃ করিবেন কান্ত নবীন বিলাস । পূর্ব্ব মাসাবধিঃ শ্যাম গুণ নিধিঃ ঘুচাইব সব কুল ভয় ত্রাস ॥ ২ ॥ শরদ চান্দনীঃ যুবতি গোপিনীঃ লৈয়া হরি কেলি করিবেন পাশ । গোপী জন সবঃ তুষিতে বল্লভঃ বসন ভূষণ রচিল প্রকাশ ॥ ৩ ॥ বৈকুণ্ঠ গোলোকঃ জিনিয়া ত্রিলোকঃ রাস বেদী রচে

জিতিয়া কৈলাস । ছানিয়া মদনঃ ভুরুর কামানঃ রতিরস দিয়া করিল বিন্যাস ॥ ৪ ॥ সাধিল কামনাঃ ব্রজ গোপাঙ্গনাঃ সাজাইল হরি বাটিয়া উল্লাস । নটবরে কতঃ শ্বেত নীল পীতঃ বসনে ভূষণে করিল প্রকাশ ॥ ৫ ॥ মকর কুণ্ডলঃ শশী ঢল মলঃ বহু চাঁদ আভা করিয়া নৈরাশ । শিখীপিচ্ছ যুতঃ মুকুট রাজিতঃ মস্তকে রাখিয়া পূরাইল আশ ॥ ৬ ॥ নাচনের বেশঃ প্রকৃতি পুরুষঃ সাজিল যুগল রূপের নির্যাস । রাস রসে মজিঃ পরস্পর ভজিঃ নৃত্য গান করে হাস পরীহাস ॥ ৭ ॥ কার্ত্তিক প্রথমঃ রাস আরম্ভণঃ নববৃন্দাবনে পারশ প্রকাশ । রাসের মহিমাঃ অতুল গরিমাঃ কল্পতরু তলে দেখি কাটে ফাঁশ ॥ ৮ ॥ স্পর্শ করি বেদীঃ দূর করু ব্যাধিঃ সোনাহও মন কঠিন আয়স । ব্রজাঙ্গনা সঙ্গেঃ কৃষ্ণ নানা রঙ্গেঃ শ্রীরাস মণ্ডলে হইল বিত্রাস ॥ ৯ ॥ ❀ ॥ গীত । রাগিণী রামকেলি । তাল আড়াতেতালা ॥ শ্রী মুখ মুকুরে গোপী নয়নাবলি অনিমিখে স্থকিত রহিল ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ অমিয়া সাগরে যেন কমল ফুটিল ॥ পরজাতা ॥ কাম রস ভাণ্ডারঃ ব্যয়ে ত্রুটি নাহি যারঃ বিলাইছে লোচন যুগল ॥ ১ ॥ রূপ ছায়া পরস্পরঃ প্রতি বিম্ব অলঙ্কারঃ রূপ ভূপে রূপ ভূষাইল ॥ ২ ॥ নয়ন অনুরাগ লীলা । রাগিণী কাফি । তাল তেতালা । হরি অনুরাগে ব্রজ যুবতি মোহিত । লোক লাজ কুল ভয় ত্যজিল ত্বরিত ॥ ১ ॥ শাশুড়ী ননদী গালি দেয় অবিরত । ধনী বাণী নাহি মানে লাচারে স্থকিত ॥ ২ ॥ কুল রীতি ব্যবহার সকলি ছাড়িল । কৃষ্ণ প্রেম সুধা রসে কামিনী মজিল ॥ ৩ ॥ বেদবিধি কর্ম্ম ত্যাগ সকলি করিল । তৃণ যেন নীচ গামী জলেতে চলিল ॥ ৪ ॥ সকল ভুবন নদী সাগরেতে ধায় । যুবতি গোপীর মন কৃষ্ণেতে মীলায় ॥ ৫ ॥ শূর যেন সমরেতে মরণে নির্ভয় । সতী যেন পতি সঙ্গে স্বদেহ জ্বালায় ॥ ৬ ॥ ততো ধিক গোপীগণ কৃষ্ণের লাগিয়া । কৃষ্ণ রসে সদা মত্ত এক চিত্ত হৈয়া ॥ ৭ ॥ সে লোচনে প্রেম সুধা যত্নে ভরি রাখি । বিনা মূলে সেই আখি নৈল করি ফাঁকি ॥ ৮ ॥ কর্দ্দমে পড়িলে হাতী নাপারে উঠিতে । সেই মত কৃষ্ণ বদ্ধ গোপিনী প্রেমেতে ॥ ৯ ॥ সখীর সহিত প্যারী বস্যাছিল যথা । অকস্মাৎ রাধানাথ আইলেন তথা ॥ ১০ ॥ দেখি বহু সহচরী সঙ্কুচিত হরি । রাধার নিকটে নাহি গেলেন শ্রীহ

রি ॥ ১১॥ পার্শ্ব দিয়া দেখাইয়া নটবর রূপ। চলিল চতুর রায় রসেতে অনুপ ॥ ১২ ॥ শিরেতে মুকুট আর কর্ণেতে কুণ্ডল। উরোতে বিচিত্র হার করিল উজ্বল ॥ ১৩ ॥ কটীতে কছনি আর পীতাম্বরগরি। তনুদ্যুতি তমালেতে শ্যামাঙ্গ উজারি ॥ ১৪ ॥ লটক চটকে চলে বঙ্কিম চাহনি। মৃদু হাসি সুধা রাশি বিতরে সোহনি ॥ ১৫ ॥ রসিক নবীন লাল হেরি ব্রজ নারী। স্থকিত হইল বালা আপনা পাসরি ॥ ১৬ ॥ [illegible] যায় কামদেব জিনি। কোটি কোটি কামদেব রূপের নি ছনি ॥ ১৭ ॥ এক দুই পায় পায় পুন হেরে শ্যাম। করেতে ঘুরায় পদ্ম অতি অভি রাম ॥ ১৮ ॥ মৃগমদ কুমকুমে তিলক অলক। বনগেরু অঙ্গেমাখা অরুণ ঝলক ॥ ১৯ ॥ মুচকাই গুরু ভুরু নয়নে ইসারা। গোপীকে মোহিত করে বর্ষি প্রেমধারা ॥ ২০ ॥ তিমির অম্বরে যবে বিজলি খেলায়। গোপী মন আল করি চলিল হেলায় ॥ ২১ ॥ গোপী কহে পরস্পর রূপের কাহিনি। ছলে দেখ মন নিল সহিত মোহি নী ॥ ২২ ॥ ক্ষণে ক্ষণে নব রূপ দেখায় মোহন। খরিদ করিল মন দিয়া রূপ পণ ॥ ২৩ ॥ নেত্রেদেখি নেত্রেবাঁধি লইল কানাই। সবাকার রূপগর্ব্ব রৈল তারঠাঁই ॥ ২৪ ॥ অবলা নয়নে এত করিল জঞ্জাল। ধড়মাত্র রহেহেতা দহিত বিশাল ॥ ২৫ ॥ নয়নেন কৃষ্ণসঙ্গে [illegible] য পরাণে। নেত্র মন শ্যাম দাসহৈল সেচরণে ॥ ২৬ ॥ আর সখী কহে [illegible] কামিনী লোচন। কৃষ্ণ অঙ্গ রস মধুপানে বিচক্ষণ ॥ ২৭ ॥ চিড়িমার হস্তে পাখী যদ্যপি পলায়। পুনরপি নল দেখি তথা নাযনায় ॥ ২৮ ॥ সেইমত আখি ভাগি রহিল তথায়। আখিবিনা পথচিনি চলা বড় দায় ॥ ২৯ ॥ সেরূপ করিতে চুরি নেত্র বদ্ধ হৈল। আর সখী কহে শুণ লোচন ছলিল ॥ ৩০ ॥ ত্যজিয়া আমার দেহ সেরসে ভুলিল। হেনবৈরী যত্নকরি বৃথারে পালিল ॥ ৩১ ॥ অন্য রামা কহে নেত্র সাধে নিজকায। ভয়নাই অবলার কুলে দিতে লাজ ॥ ৩২ ॥ নয়নের সঙ্গে মন রহে কৃষ্ণ অঙ্গে। আর কিছু লাভ নাই তাহার প্রসঙ্গে ॥ ৩৩ ॥ যদি কভু মন চক্ষু হয় অনুকূল। দেহ প্রাণ কৃষ্ণ পাবে আনন্দ অতুল ॥ ৩৪ ॥ আর সখী কহে ধন্য আখি মন দুই। কৃষ্ণ সেবা করি সদা ভবে হবে জয়ী ॥ ৩৫ ॥ নয়নের গুণা গুণ করিতে বিচার। শ্যাম রূপ হৃদি মধ্যে হইল প্রচার ॥ ৩৬ ॥

শুদ্ধ প্রেম গোপী সঙ্গে বৃদ্ধি নিতি নিতি। এইজন্য ক্ষণে ক্ষণে বিরহের রীতি ॥ ৩৭ ॥ সখী অনুগত আমি হইব যখন। এতনু সকল মোর হইবে তখন ॥ ৩৮ ॥ ❀ ॥ গীত। রাগ ধনাশ্রী। তাল আড়াতেতালা ॥ রাধা মোর জীবনের প্রাণ ॥ দেখা দিয়া রাখ মোর নয়নের মান ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ সুধাধিক সুখ রূপ প্রিয়সী ব য়ান ॥ বিনাতব দরশন গোলোক শ্মশান ॥ ১ ॥ তব নেত্র মন সহকরি বদলান। দিয়া মন নেত্র আগে করি গুণ গান ॥ ২ ॥ ইতি নয়ন অনুরাগ সাঙ্গ ॥ পরস্পর অভিলাষ। রাগ ইমন কল্যাণ। তাল তেওট। যখন বিচ্ছেদ হনঃ পরস্পর দুই জনঃ রূপ গুণ বাখানে সঘন। সখী সঙ্গে রঙ্গে রাধাঃ পূর্ণ করে মন সাধাঃ কৃষ্ণ রূপ করিছে বর্ণন ॥ ১॥ ত্রিভঙ্গে যখন হরিঃ মুরলী করেতে ধরিঃ মোরপানে কমল লোচনে। চাহিতে ভ্রমরী হইঃ তাহে পশি মধু লইঃ পান করি মত্ত সর্ব স্থানে ॥ ২ ॥ নয়ন পুতলী তারঃ মম প্রাণ জানসারঃ সুধা নদী সেতারা ঘেরিয়া। হেরিতে অমর করেঃ মন দিয়া মন হরেঃ লাল ডোরা রাখিল বাঁধিয়া ॥ ৩॥ অলক লালি মাখানিঃ তনু কৈল গৌরাঙ্গিনীঃ দেখ সখীঅঙ্গে বিদ্যমান। ভুরু গুরুমত কান্তিঃ ঘুচাইল মনভ্রান্তিঃ ঐভুরু এভুরু সাজান ॥ ৪ ॥ পাপিনী চিকুর জালেঃ নাসিল নিমিক কালেঃ অনিমিকে হেরি সদাকাল। শ্যাম নেত্র ছায়া আসিঃ রহিল নয়নে বসিঃ খেলা করে যেন শিশুবাল ॥ ৫ ॥ নাসার তিলক হাসিঃ দিল ভালে সুধা রাশিঃ হই শশী রহিল কপালে। অকলঙ্ক শ্যাম শশীঃ বধুর মুখেতে বসিঃ কল ঙ্কের ভাগ মোরে দিলে ॥ ৬॥ ওষ্ঠাধর সুধা লালেঃ তরুণ অরুণ ভালেঃ বসাইল দেখহ আমার। কৃষ্ণের শ্রবণ মূলেঃ পদ্মরাগ ঝল মলেঃ মম কাণ কৈল লালা কা র ॥ ৭ ॥ মাথার কবরী কেশঃ কাল মেঘে রাঙ্গি দেশঃ আসি রহে আমার মাথায় । লম্বিত চিকুর জুড়াঃ উলটিয়া গিরি চূড়াঃ হেনকেশে কবরী বাঁধায় ॥ ৮ ॥ সেমুখ অলকাবলিঃ প্রতিবিম্বকরে কেলিঃ মোর মুখে বিহরে দুপাশে। তাররূপে রূপদেয়ঃ সেইরূপ মোরগায়ঃ হেনরূপ নাহি কোনদেশে ॥ ৯ ॥ কাল তিলফুল জিনিঃ অতুল সেনাসা খানিঃ মম নাক শুক চঞ্চু মত। করিয়াছে দেখসইঃ মর্ম্মকথা তোরে কইঃ শ্যাম রূপ কল্পতরু জিত ॥ ১০॥ ভূষণ বিহনে তনঃ হরিল আমার মনঃ একি রূপ

[illegible]ধাতাগ্রচিল। কর পদ বক্ষস্থলঃ সর্ব্বঅঙ্গ ঢলঢলঃ লাল নীল রঙ্গেতে করিল ॥ ১১
॥ কহিতে সেরূপ ধ্যানঃ হৃদয়ে পাসরি ধ্যানঃ আর আমি বলিতে নাপারি। কিঞ্চি
[illegible] কহিল যাহাঃ নেত্র মুদি দেখ তাহাঃ সুবাধিক হবে মনো হারী ॥ ১২ ॥ রতি
[illegible]তি দিলে তায়ঃ প্রেম রত্নে ভূষি দেয়ঃ অন্য রূপ নাহেরেইক্ষণ। অত এব প্রাণ
[illegible]নঃ তারে [illegible] পদ্মে করহ পূজন ॥ ১৩ ॥ সখী শুণি রূপ কথাঃ
[illegible]চিল [illegible] পিরীতি তরঙ্গ। রাধাকে লইয়া চলেঃ প্রেম রথে
[illegible]তূহলেঃ [illegible] নিজ অঙ্গ ॥ ১৪ ॥ ❀ ॥ গীত রেক্তা। তাল পশতো।
[illegible]াগিণী অহং। রূপ সাগরে রূপের নদী করিছে পয়ান। কূল মূল ভাঙ্গি চলে
[illegible]াহিক বিশ্রাম ॥ ১ ॥ অনু রাগে ব্রজ গোপী সদা শ্যাম শ্যাম। অন্তর বাহিরে
[illegible]দেখে নাহিক বিরাম ॥ ২ ॥ দুর্গম অবলা প্রেমসার শুদ্ধকাম। চারি ফল তুচ্ছকরি
প্রেমযুক্ত বাম ॥ ৩ ॥ কলঙ্ক মরণ ভয় ত্যজে যশোমান। পিরীতি লাগিয়া বালা
দেয় মন প্রাণ ॥ ৪ ॥ অবলার প্রেমে বশ পুরুষ প্রধান। আগে রাধা পাছে শ্যাম
লোকে করে গান ॥ ৫ ॥ সেই ভক্ত অনুরক্ত যেই করেধ্যান। অষ্টাঙ্গে সদাই করি
সপদে প্রণাম ॥ ৬ ॥ ইতি শ্রীরাধা জীর অভি লাষ সাঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের অভি লাষ
[illegible] : তাল আড়াতেতালা। অনুপমা গুণধামা রাধা মনো
[illegible]রে কিছুই নাজানি ॥ ১ ॥ নয়ন খঞ্জনে আখি করিল
[illegible] আধ স্তম্ভিততখনি ॥ ২ ॥ সেনেত্র ভ্রমরা হলে মারে
সুলোচনী। কমল নয়নে বিদ্ধি হৈল উল্লাসিনী ॥ ৩ ॥ আখি নয় কামের বান নেত্র
মোর হানি। রূপ ভুলে রাখে পুন চলিল তরণি ॥ ৪ ॥ নয়ন পবন তার বাদাম
এআখি। নালাগিলে তরি তনু জড় মত থাকি ॥ ৫ ॥ রাধার ঈক্ষণ দুই হৃদয়েতে
[illegible]াখি। প্রাণ মন বাঁচে তাহে সখা তার সাক্ষী ॥ ৬ ॥ সেলোচনে প্রেম সুধা যত্নে
[illegible]রি রাখি। বিনা মূলে মোর আখি লৈল করি ফাঁকি ॥ ৭ ॥ বিরলে কিবলি
[illegible]খা নহে মন সুখী। সেনেত্র দরশা ভাবে সদা আমি দুখী ॥ ৮ ॥ পদ তল
[illegible]ার লাল লাল কর তল। নয়ন পলক মধ্যে লাল ঢল মল ॥ ৯ ॥ শশী নেত্রে
[illegible]ারালাল তারা মোর অঙ্গ। ওষ্ঠাধরে সুধা লাল লালের তরঙ্গ ॥ ১০ ॥ ভালে

লাল ভানু জিনি লাল কণ্ঠমূলে। ভূষণ জহর লাললালিমা দুকূলে ॥ ১১ ॥ কালা অঙ্গে মোর লাল দেখ বিদ্যমান। রাধার লালিমা ভাঁতি লালেতে রাঙ্গান ॥ ১২ ॥ ভোজনের ছয় রস সেনয়নে স্থিতি। বিহারের নব রস নয়ন মূরতি ॥ ১৩ ॥ ছয় রিপু সেইনেত্রে সদা আজ্ঞাকারী। নিতান্ত করিল বশ কিরীতি কুমারী ॥ ১৪ ॥ সহস্র লোচনে ইন্দ্র হেরিছে জগত। মমনেত্র রাধানেত্রে দেখি কোটিশত ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণের সোহাগ বাণী শুনি সখী গণ। নিশ্চয় বুঝিল রাধা কৃষ্ণের জীবন ॥ ১৬ ॥ সখ্য ভাবে কৃষ্ণ মন তুষিতে সকলে। রাধাকে মীলাই দিব কোন কল ছলে ॥ ১৭ ॥ নারীর সহিত নারী মীলনে সুযোগ। অতএব নারী বেশ করিল উদ্যোগ ॥ ১৮ ॥ অপ্সরী কিন্নরী বেশ ন্যক্কার করিয়া। সাজিল সুন্দর শিশু সুন্দরী হইয়া ॥ ১৯ ॥ রাধাকে আনিতে গেল কৃষ্ণে স্থির করি। লম্পট লম্পটী লীলা নিগূঢ় চাতুরী ॥ ২০ ॥ যার সঙ্গে যার লাগ সেই জানে মর্ম্ম। পরস্পর অভিলাষ এই কর্ম্মে ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥ কনকে রতন জড়া রাধা কৃষ্ণ প্রেম। টুটিলে নূতন হয় কুন্দনের হেম ॥ ২২ ॥ গীত। রাগ ইমন। তাল আড়াতেতালা ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল মুখ রিত মুরলী সুতান। শুনি পশু পক্ষী কুল পুলকিত কালিন্দী বহই উজান ॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। কামিনী মনহি মুর তিম মনসিজ জগজন নয়ন আনন্দ। তনু অনু লেপন ঘন সার চন্দন মৃগমদ কুমকুম পঙ্ক ॥ অলিকুল চুম্বিত হার বিলম্বিত লম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক। অতি সুকুমার চরণ তল শীতল জিতল শরদর বিন্দ। রায় সন্তোষ মধুপ অনু সঙ্গিত নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ● ॥ বংশী বাদন লীলা। রাগিণী খামাজ কিম্বা ঝিঝাট। তাল মধ্যমান ॥ ● ॥ শুন ধনী গুণমণি মুরলী বাজায়। সঙ্কেত নিকুঞ্জে বসি সময় জানায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ কৃষ্ণ বিনা সারা দিন ছিল মৃত প্রায়। রাধা নাম সুধাপানে জীবন জিয়ায় ॥ ১ ॥ আলবেলি সখী মীলি দ্রুতগতি যায়। নীলকান্ত পাই শান্ত বিরহ জ্বালায় ॥ ২ ॥ বাম ভাগে বসি রাই তাম্বূল যোগায়। দেখিতে মুরলী গুণ মনে অভিপ্রায় ॥ ৩ ॥ অন্তর্যামী মনোরথ তখনি পূরায়। একস্বরে বাজাইয়া কুসুম ফুটায় ॥ ৪ ॥ দুই স্বর বাজাইতে গগণ শোভায়। কত কোটি পূর্ণ চাঁদ আকাশে খেলায় ॥ ৫ ॥ তিন স্বর বাজে যবে

ীর স্থির পায়। চারিস্বরে ঋতুরাজ নিযুক্ত সেবায় ॥ ৬ ॥ বসন্ত সামন্ত দীপ্ত হইল তথায়। পঞ্চম সুরেতে তরু সমৃদ্ধি বিলায় ॥ ৭ ॥ ষষ্ঠস্বরে নিত্যরূপা গোপীকে াজায়। সপ্তস্বরে বিহারের উল্লাস বাড়ায় ॥ ৮ ॥ বংশী গুণ দেখি গোপী বলি ারিযায়। পুন সপ্তস্বরে হরি সকলে নাচায় ॥ ৯ ॥ তিনগ্রাম ভাঁজি রাগ পাষাণ লায়। চন্দ্রকান্ত রসপানে গোপিনী জুড়ায় ॥ ১০ ॥ একুশ মূর্চ্ছনা যুক্ত মুরলীর ায়। ত্রিলোক মোহিত ক্ষণে কৈল যদুরায় ॥ ১১ ॥ উণকোটি তান বাঁশী নানা াগে গায়। তরল বাঁশের ভাগ্য বলা নাহি যায় ॥ ১২ ॥ সুধাধিক মুখে বসি মো হিনী ভুলায়। রাধা কহে প্রাণনাথ শিখিলে কোথায় ॥ ১৩ ॥ কৃপা করি যদি কহ শিখিব তথায়। তব গুণ গাব আর ভুলাব তোমায় ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণ কহে বাজাইতে াপারে মায়ায়। শিখিতে অনেক কাল লাগিবে ইহায় ॥ ১৫ ॥ চন্দ্রাবলী কহে াশ যুবতি ফাঁশায়। নাজানি শিখিলে কত মরিব জ্বালায় ॥ ১৬ ॥ বাজাইয়া বাঁ শী বুঝিকাল হৈলকায়। এজাদু শিখিয়া কায নাহি অবলায় ॥ ১৭ ॥ রাধা কহে রে বসি বাঁশী গুণে পায়। বাঁশী বিনা বল কিসে ডাকিব কালায় ॥ ১৮ ॥ াতি কুল লোক লজ্জা সকলি ছাড়ায়। ঘাটে মাঠে বন কুঞ্জে লইয়া বেড়ায় ॥ ৯ ॥ নারীমান নাশী বাঁশী করুণা উরায়। অবশ্য শিখিব বাঁশী করিয়া উপায় ২০ ॥ গীত রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল মধ্যমান ॥ ॥ বাঁশরী কেনেরে বাজালি। াশের বাঁশরী তোরঃ করিয়া জাদুর জোরঃ কুল শীল সকলি নাশিলি। প্রাণ মন াসী করিঃ লইলি জনম ভরিঃ আর কিছু বাকি নারাখিলি। রাজায়্যা বাজায়্যা ন হরিয়া লইলি ॥ স্বল্পরাস লীলা ॥ ॥ গীত। পরজ রাগিণী। তাল আড়া তেতালা ॥ আজু নাচত নন্দকুমার। সুন্দরী সুন্দরী রমণী ঘেরি ঘেরি করতহি রাস বিহার। তাতা থেই থেই থেই ধিক কিটি নাক ধুম কিটি নাক নাক ধাধা বাজত ামার ॥ ১ ॥ নীল পীত বসন সাজে দামিনী ঝলকত অম্বর মাঝে বিরাজিত পূরণ চাঁদকী হার ॥ ২ ॥ চরণ কমল দলে রাস মণ্ডলে খেলত বহ ভানু হৃদয় সাগরে মনোহার ॥ ৩ ॥ ॥ কাফী রাগিণী। তাল আড়াতেতালা ॥ মোহনিয়া গতে াচত মোহিনী মোহন। শরদ পূরণ শশী হেরিয়া লোচন ॥ রহিল হইয়া স্থির

চকোরী যেমন ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ৬ ॥ কোটি কন্দর্প জিনিঃ রূপের লাবন্য খানিঃ শ্রীঅঙ্গেতে হইল শোভন ॥ ২ ॥ নাচিতে ঘামেরবিন্দুঃ মেঘহৈতে যেনইন্দুঃ মহী তলে হৈতেছে পতন ॥ ৩ ॥ করে কর মীলাইয়াঃ রাস রসে ভোরা হইয়াঃ তুষিলে ন যুবতি রমন ॥ ৪ ॥ যতেক ভকত ঘেরিঃ পদ অর বিন্দ হেরিঃ মকরন্দ স্ববে করে পান ॥ ৫ ॥ রাগিণী মজমুয়া। তাল দোলন একতালা ॥ কত [illegible] গণেঃ বি লাইল গোপীগণেঃ চকোরিণী সুধা পানে যেন প্রমো[illegible] বেদীর পরেঃ পূর্ণব্রহ্ম রাস করেঃ ব্রজ বালা সুধা পানে হইল মোহিত [illegible] তরুবরঃ বিহঙ্গম মনোহরঃ কোকিল সহিত গান করে অবিরত। মন্দ মন্দ সমীরণেঃ ব্য জন করে পবনেঃ শ্রম বিন্দু নিবারয়ে করে উল্লাসিত ॥ ২ ॥ কুসুম সুগন্ধি তায়ঃ অনঙ্গ মাখিয়া গায়ঃ সঘনে সঘনে দিছে করি হরষিত। কিকব রূপের ছটাঃ রূ পেতে অমৃত বাটাঃ যুগল কিশোর অঙ্গ হৈল বিরাজিত ॥ ৩ ॥ কল্পতরু চারি ফ লঃ বিতরিছে অবিকলঃ ভক্তজনে প্রাপ্তি সদাকলহ রহিত। নব বৃন্দাবন ধামঃ তা হে হেরি রাধা শ্যামঃ ঘুচিল মনের কাম হৈয়া আনন্দিত ॥ ৪ ॥ গীত। রাগিণী ঝিঝট। তাল আড়াতেতালা। তরল বাঁশের বাঁশী তরল করিল হিয়া। তরুণীর কুলহরি দিল ভাসাইয়া ॥ শ্লোক ॥ অন্বেষণং কুরুপ্রিয়ে কুত্র বিরাজতে নাথঃ। নদষ্টা সরোজাস্যং নজীবামি পলমেব ॥ রাধাজীর গন্ধর্ব বিবাহ। রাগিণী মঙ্গল। তাল ছোটমধ্যমান ॥ কৃষ্ণ অবতার মর্ম্মজানা অতিভার। পুরাণ বিভেদে ভিন্ন লোকে সমাচার ॥ ১ ॥ ত্রিগুণ অমর আদি নহে বিচক্ষণ। এক ব্যাস করে কত লীলা নি রূপণ ॥ ২ ॥ পরম প্রকৃতি রাধা সার এই কথা। কহে কেহ পরকীয়া শুণি লাগে ব্যথা ॥ ৩ ॥ সংস্কৃত শুদ্ধ অর্থ হয় নানা মত। বাঞ্ছাকল্পতরু বাণী লইছে পণ্ডি ত ॥ ৪ ॥ মম বুদ্ধিমত লিখি দেখিয়া পুরাণ। কৌতুক জনক লীলা সতত রচন ॥ ৫ ॥ বৃন্দাবনে রাধারাণী জনম লইল। শুভ কালে কৃষ্ণ সঙ্গে বিবাহ রচিল ॥ ৬ ॥ খেলার ছলেতে বিবা কৈল একবার। গন্ধর্ব্ব সোহাগ বিবাকরে পুনর্ব্বার ॥ ৭ ॥ শরদ নিশির মধ্যে ষোড়শ হাজার। কুমারী যুবতি সঙ্গে নূতন বিহার ॥ ৮ ॥ প্রথম রাধিকা সহ মালা বদলাই। পরেতে গোপিকা দোঁহে বরিল সবাই ॥ ৯ ॥

যদ্যপি গন্ধর্ব্ব বিবা তত্রাপি রচনা। অদ্ভুত করিল গোপী পলেতে মন্ত্রণা ॥ ১০ ॥
ইচ্ছা আদি পরাশক্তি করিয়া হাযির। রতনে উজ্জ্বল কৈল গহন গম্ভীর ॥ ১১ ॥
ব্রুহ্মাণী শিবানী আদি কুলাচার করি। প্রেম মন্ত্রে সঁপি দিল কৃষ্ণকে কুমারী ॥ ১২
॥ আনন্দ বিভোগযত বিহারেতে চাই। যতনে যৌতুক দিল সীমাদিতে নাই ॥ ১৩
॥ বসন ভূষণ শয্যা সিংহাসন আদি। জড়িত তড়িত জিনি গোলোকের নিধি ॥
১৪ ॥ ছয় ঋতু জিনি ঋতু ঋতু মনোহর। ফল ফুল গন্ধ বার্ত্ত দুর্ল্লভ বিস্তর ॥ ১৫ ॥
ভোজনীয় কমনীয় বিবিধ প্রুকার। যোগাইছে দেবকন্যা সংখ্যা নাহিযার ॥ ১৬ ॥
অখিলেরপতি নরলোকেতে আসিয়া। পরম প্রুকৃতি গোপী সঙ্গেতে করিয়া ॥ ১৭॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি কৈল সুখরাস। ব্রুহ্মাণী শিবানী আদি দেখিয়া উল্লাস ॥ ১৮
॥ শরদের শুভ রাস যুগল বিহার। লখি লখি ভক্ত জন যায় বলিহার ॥ ১৯ ॥
নিত্য রাস বৃন্দাবনে নিতি নব কুঞ্জে। যুগল কিশোর লীলা জগ মনোরঞ্জে ॥ ২০
॥ একবার শিশুকালে খেলার বিবাহ।। পুন এই গন্ধর্ব্বের বিবাহের নেহ ॥ ২১ ॥
ভক্ত জন যাহা গায় লীলা সেইমত। হইতে ভক্তের দাস সদাই বাঞ্ছিত ॥ ২২ ॥
গীত। রাগিণী পরজ। তাল সম। ক্ষণেকে বিরহ ক্ষণেকরে নেহ। রঙ্গিনী সঙ্গিনী
মীলি খেলে যদু রায়। ধুয়া ॥ ॥ তারে দিম তারেদিম দিম দিম দিম। রময়তি
পদ বর রিম রিম রিম। বাহুমূল দিয়া কান্ধে রমণী নাচায় ॥ ১ ॥ পর জাতা।
দুতি য়ানা দুত্রি য়ানা দ্রাং দ্রাং দ্রাং। কমর হেলায় হরি ত্রাং ত্রাং ত্রাং। কর
কিশলয়ে ধরি মুরলী বাজায় ॥ ১ ॥ তুরি য়ানা তুরি য়ানা কুম কুম কুম। হরষি
ত গোপী তনু ঝম ঝম ঝম। বিনোদ বিহার গানে বনিতা হাসায় ॥ ২ ॥ পয়োধরে
পয়োধরে পাণি নিযোজিত। পায় পায় পায় ঘন গুঙ্গুরু বাজিত। নাচা য়ত ধনী
মণি সুতান বিলায় ॥ ৩ ॥ গীত রাগিণী পরজ। তাল সম ॥ নাচত নন্দ কুমার
॥ সুন্দরী সুন্দরী রমণী ঘেরি ঘেরি করতহি রাস বিহার। তাতা থই থই থই ধি
ক কিটি নাক ধুম কিটি নাক ধাধা বাজত ধামার ॥ ১ ॥ নীল পীত বসন সাজে
দামিনী ঝলকত অম্বর মাঝে বিরাজিত পূরণ চাঁদকি হার ॥ ২ ॥ চরণ কমল
যুগে রাস মণ্ডলে খেলত বহু ভানু হৃদয় সাগরে মনোহার ॥ ৩ ॥ রাধা জীর গ

স্বর্ব্ব বিবাহ সাঙ্গ। সেবা লীলা রাগিণী দেব গিরি। তাল আড়া তেতালা। ভজ
নের সার বস্তু কৃষ্ণকে জানিয়া। নিয়ম করিল গোপী শাস্ত্র বিচারিয়া॥ ১॥ যখন
আসিবে কৃষ্ণ আমাসবা ঘরে। বিবিধ প্রকারে পূজাকরিব তাঁহারে॥ ২॥ আসিলে
আসনদিব অতি কমনীয়। স্বাগত মঙ্গল বাণী কহিব বিনয়॥ ৩॥ অষ্টগন্ধের না
ম॥ শ্বেত চন্দনের জল ১ কর্পূরের জল ২ তুলসী কাষ্ঠের জল ৩ বেনামূলের জল ৪
বেল কাষ্ঠের জল ৫ অগুরু কাষ্ঠের জল ৬ পদ্ম কাষ্ঠের জল ৭ গন্ধবাল্লার জল ৮॥
অষ্ট গন্ধ বারি দিয়া চরণ ধোয়াব। পদ বারি দিয়া দেহ পবিত্র করিব॥ ৪॥
শঙ্খ মধ্যে জল পূরি পুষ্প দূর্ব্বা তায়। তুলসী চন্দন সহ যব আদি সায়॥ ৫॥
মস্তকেতে অর্ঘ্য দিব পরে আচমনী। ঘৃত দধি মধু ছানি মধুপর্ক আনি॥ ৬॥
শ্রান্তি দূরে গেল যদি মধু পর্ক গুণে। কল্লোল করাব পুন জল আচ মনে॥ ৭
যব গম জাফরাণ নাগর মুথায়। বাদাম কচুর মাস মীলাইয়া তায়॥ ৮॥
কুকিলা সুগন্ধি বালা উষীর চন্দনে। মাখাইব কৃষ্ণ অঙ্গে বিমল কারণে॥ ৯॥
ফুলেল সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ মর্দ্দন। হৃদয় কমল কুচে করিয়া লেপন॥ ১০॥
তৈল সেবাকরি শেষে করাইব স্নান। সংক্ষেপে স্নানের বিধি শুণ সখী গণ॥ ১১॥
ঘৃতদুগ্ধ তীর্থজল সুগন্ধি মীলিত। ইক্ষুরস নারিকেল জল সুবাসিত॥ ১২। পঞ্চ
গব্যরত্ন বারি সকল ঔষধি। ফুল মধু ফল জল পত্র জল বিধি॥ ১৩॥ যতেক সুচারু
দ্রব্য সুগন্ধে মীলিত। নির্ম্মল জলেতে রাখি অতি যেক রীত॥ ১৪॥ ধাও মূল
ফল পত্র ফুল নানা জাতি। ঋতুমত কৃষ্ণে স্নান করায় যুবতি॥ ১৫॥ একা দশী
পূর্ণমাসী বিশেষ সংক্রান্তি। অধিক স্নানের ফল যাতে হরে শ্রান্তি॥ ১৬॥ কাল
মেঘ হইতে ধারা জগত জুড়ায়। ততোধিক অঙ্গ জলে ব্রজে সুখ পায়॥ ১৭॥
নানা দেশী বস্ত্র আনি শ্রীঅঙ্গে পরায়। পীতাম্বর দীপ্ত হৈল বৃন্দাবনালয়॥ ১৮॥
চৌরাশী গোলোক রত্নে অভরণ করি। প্রতি অঙ্গে পরাইল অতি যত্ন করি॥ ১৯॥
নিশি দিসি প্রতি দিন নব অভরণে। ঋতু মত পরাইছে ব্রজ গোপীগণে॥ ২০॥
অগুরু চন্দন বেল কাষ্ঠ শ্রীতুলসী। মর মরিগন্ধ বেনা পদ্মকাষ্ঠ ঘষি॥ ২১॥ কুম
কুম গোরোচনা কস্তুরী কর্পূর। বহু গন্ধ কৃষ্ণ অঙ্গে মাখায় প্রচুর॥ ২২॥ হরি গো

গী চন্দনেতে অলকা তিলক। রচিল গোপিনী মীলি জিতি তিন লোক ॥ ২৩ ॥
ঋতুমত যুক্ত পুষ্পে মালা নানা ভাঁতি। থরে থরে কৃষ্ণ গলে পরায় সুমতি ॥ ২৪ ॥
পুষ্পের অঞ্জলি দিয়া যায় বলিহার। তুলসী শ্রীফল পত্র নবীন বিস্তার ॥ ২৫ ॥
মোহন বৈকক্ষি বন বৈজয়ন্তী মালা। সুগন্ধি পুষ্পের সহ গাথি ব্রজবালা ॥ ২৬ ॥
অঙ্গ রঙ্গ সিংহাসন সাজাইল তায়। কোটি কোটি কামদেব ভৃঙ্গ হৈল তায় ॥
২৭ ॥ ষোল আর দশ অঙ্গ চৌষষ্টি সৌগন্ধে। কৃষ্ণ আগে ধূপ দিল পরম আনন্দে
॥ ২৮ ॥ কুন্দ্র কুট গুগ্গু লেতে মন্দির বাহিরে। নানা বিধ ধূপ দিল রাখি অগ্নিপরে
॥ ২৯ ॥ সকল মঙ্গলজন্য দীপের দর্শন। কনকে রতনজড়া দীপ সমাপন ॥ ৩০ ॥
ঘৃত তৈল কর্পূরেতে আরতি করিল। হেরি হেরি কৃষ্ণ মুখ আঁখি জুড়াইল ॥ ৩১
॥ ভোজন নৈবেদ্য কৃষ্ণ অভিলাষ মত। যোগাইল সখী গণ সময় উচিত ॥ ৩২
ছয়রস স্থূল গুণ অনেক সোয়াদ। যতনে খাওয়ায় গোপী করিয়া আহ্লাদ ॥ ৩৩ ॥
পান আচমন পরে মুখ মোছাইল। মসালা সহিত পান মুখে তুলি দিল ॥ ৩৪ ॥
বার বার প্রদক্ষিণ প্রণাম অষ্টাঙ্গে। সবে মীলি গোপী করে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩৫
॥ বাজাইল সব বাদ্য যতেক সংসারে। লিখিতে তাহার নাম কেহ নাহি পারে ॥
৩৬ ॥ গাইল কৃষ্ণের গুণ নাচি তাল মানে। ব্যজনে নিযুক্তা কত শত গোপীগণে
॥ ৩৭ ॥ কনকের থাল মধ্যে লিখি নীরাজন। শঙ্খ চক্র শ্রীবৎস সকল পুরাতন ॥
৩৮ ॥ কমল লিখিল মধ্যে রঙ্গিয়া বর্ত্তক। নীরাজন সম কর্ম্ম ভুবনে নাহিক ॥ ৩৯
॥ নিতি নিতি নানা মত পূজে ব্রজ নারী। কত শত উপচার কৃষ্ণ মনোহারি ॥ ৪০
॥ আগম নিগম বেদ পুরাণ প্রভৃতি। নানা ভাঁতি রচিয়াছে পূজার পদ্ধতি ॥ ৪১
॥ আত্ম রুচিমত সেবা বিশেষ বিধান। গোপিনী তুষিল কৃষ্ণ দেখ বিদ্যমান ॥ ৪২
॥ ব্রজ মধ্যে যেই পূজা করিল গোপিনী। রাধা কৃষ্ণ প্রতি মাতে পূজিল ধরণী ॥
৪৩ ॥ অদ্যাবধি ঘরে ঘরে পূজে ভক্ত জন। কৌশলে সেবার রঙ্গ পায় দরশন ॥
৪৪ ॥ চরণ অমৃতো দক প্রসাদ সেবন। কোটি জন্ম কর্ম্ম ফলে হয়েন ঘটন ॥ ৪৫ ॥
বেদ বিধি নাহি জানি কুল ভয় করে। প্রসাদ ত্যজিয়া পড়ে দুখের সাগরে ॥ ৪৬
॥ প্রসাদ দৃষ্টান্ত হেতু প্রভু জগন্নাথ। জাতি ভেদ নাহি কৈল জগতে বিখ্যাত ॥

৪৭ ॥ প্রসাদ মহিমা যাহা শাস্ত্রের মন্থন। নিরখিয়া দেখ জীব থাকিতে নয়ন ॥ ৪৮ ॥ নীরাজন সাঙ্গ করি করে নির্মঞ্ছন। বরণ বরিয়া পরে স্তুতি আরম্ভণ ॥ ৪৯ ॥ জীবনের জীবন তুমি রূপ গুণসার। তোমাবিনা দাসীগণে কেহ নাহি আর ॥ ৫০ ॥ অবলা সরলা মোরা সদা পরবশ। সকলের পর তুমি যুক্ত সর্ব্ব রস ॥ ৫১ ॥ পরম পুরুষ তুমি দ্বিতীয় নাহিক। বিশেষ অবলা প্রাণ তাহার নায়ক ॥ ৫২ ॥ তোমা ছাড়া তিলআধ নাথাকি কখন। এই কৃপাকর নাথ নন্দের নন্দন ॥ ৫৩ ॥ কিআর করিব স্তুতি বেলা বাড়ি যায়। শয়ন করহ নাথ হইল সময় ॥ ৫৪ ॥ দুই প্রহর বেলার মধ্যে পূজা সমাপ্ত ॥ ● ॥ বার মাস সেবা ॥ রাগিনী বৈশাখী প্রভাতি। তাল আড়াতেতালা ॥ বৈশাখ মাসের সেবা শীতল দ্রব্যেতে। যতনে করিছে গোপী শ্রীকৃষ্ণ তুষিতে ॥ ১ ॥ ঊষাকালে স্নান করি শীতল জলেতে। কৃষ্ণেরে করায় স্নান সুগন্ধ সহিতে ॥ ২ ॥ সন্ধ্যাবধি জল মধ্যে রাখি সিংহাসনে। তিন কালে পূজা করেকমল লোচনে ॥ ৩ ॥ যবের মিষ্টান্ন পিঠা স্নিগ্ধ ফল আদি। কাল মত যোগাইছে সখী নিরবধি ॥ ৪ ॥ অক্ষয়া তৃতীয়া আর দুই একাদশী। সুচারু সপ্তমী আদি শুভ দ্বাদশী ॥ ৫ ॥ বিশেষ চন্দন যাত্রা শুভ পূর্ণমাসী। অধিক করিল পূজা হইয়া উল্লাসী ॥ ৬ ॥ যাত্রা দিনে গান বাদ্য নাচনের রঙ্গ। মধুর তাহার ধ্বনি শীতল তরঙ্গ ॥ ৭ ॥ আলস্য বারণ জন্য একাহারী সবে। নিশি দিসি পাদপদ্মে গোপী মধু লোভে ॥ ৮ ॥ পুষ্পের কানন মধ্যে বিপিন বিহারী। ঘুরি ফিরি মত্ত সদা গোপিকা ভ্রমরী ॥ ৯ ॥ বৈশাখী উৎসব সবে সদাই প্রকাশ। অতএব সংক্ষেপেতে কহে নিজদাস ॥ ১০ ॥ জৈ্যষ্ঠ মাসে পূর্ব্বমত করিল সমান ॥ ওপটন বিধিমত স্নান পরিমাণ ॥ ১১ ॥ নানা জাতি ব্যজনেতে করিছে বাতাস। তুলসী কানন মধ্যে প্রভুর নিবাস ॥ ১২ ॥ আম্র আদি পক্ক ফল কৈল নিবেদন। মুক্তার ভূষণ আর নির্ম্মল বসন ॥ ১৩ ॥ পরাইল কৃষ্ণ অঙ্গে করিয়া যতন। শত শত উপচারে করিল পূজন ॥ ১৪ ॥ বিশেষত পূর্ণিমায় করাইল স্নান। ফল মূল পত্র ফুল জলেতে সিঞ্চন ॥ ১৫ ॥ রত্ন ধাতু তীর্থ জলে সহস্র ঝারায়। স্নান করাইল সখী মঞ্চে যদুরায় ॥ ১৬ ॥ পুষ্পের মণ্ডপ বাঁধি রম্ভা তরুবরে। নবীন পল্লব দিয়া

শোভে বনয়ারে ॥ ১৭ ॥ সধবা মঙ্গল গায় দ্বিজে পড়ে বেদ। বিবিধ বাজনা বাজে স্বর্গ করি ভেদ ॥ ১৮ ॥ রতন কলসে জল পূরিয়া গোপিনী। করাইয়া মহা স্নান করি জয়ধ্বনি ॥ ১৯ ॥ প্রসাদ কলস গোপী দ্বিজে দিল বাঁটি। অদ্যাবধি নীলাচলে লীলা পরিপাটী ॥ ২০ ॥ নৃসিংহ প্রকাশ আদি আর যত যাত্রা। কৃষ্ণেরে সাজায় গোপী করি পূর্ণমাত্রা ॥ ২১ ॥ জহ্নু সপ্তমীতে ও পিপীতকী দ্বাদশী। যুগাদ্যা অক্ষয়া তিথি আনন্দেতে ভাসি ॥ ২২ ॥ কায়মন বচনেতে পূজিল গোপিনী। মনোরথ পূর্ণ কৈল ব্রজে নীলমণি ॥ ২৩ ॥ আষাঢ়ে দধির স্নান কদম্ব কাননে ॥ কেতকী কুসুমে পূজা করে গোপী গণে ॥ ২৪ ॥ পনস সর্পিষ সহ সর্করা নবনী। ছানা দুগ্ধ মিছিরিতে মেওয়া যুক্ত আনি ॥ ২৫ ॥ ভোজন করায় গোপী অশেষ কৌতুকে। প্রাণ মন দক্ষিণাতে দিলেক যৌতুকে ॥ ২৬ ॥ এই মাসে রথ যাত্রা একাদশী আদি। করিলেক গোপীগণ যথা বেদ বিধি ॥ ২৭ ॥ যশোদা অরুণ ষষ্ঠী পূজি কৃষ্ণে করে। রাঙ্গা ডুরি গলে দিল মঙ্গলের তরে ॥ ২৮ ॥ দশ হরা অম্বুবাচী আর যত ব্রত। কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য করিল ত্বরিত ॥ ২৯ ॥ শ্রাবণ মাসেতে স্নান নির্ম্মল জলেতে। মল্লিকা মালতী কুন্দ বান্দুলি ফুলেতে ॥ ৩০ ॥ সর্য্য মণি কর বীরে বিশেষ পূজন। ঘৃত ভাজা লাজা পিঠা মুগেতে রচন ॥ ৩১ ॥ ...ন্ধি স্থানেতে রাখি পূজার বিধান। করিল পদ্ধতিমত মীলি গোপীগণ ॥ ৩২ ॥ ...ন্বন্তরা শয়নাদি একাদশী ব্রত। মনসা পঞ্চমী আদি পূজি সাধ্য মত ॥ ৩৩ ॥ ...ত পূজা সর্ব্ব কর্ম্ম কৃষ্ণেতে রচন। তিল আধ কৃষ্ণ বিনা নাভজে কখন ॥ ৩৪ ॥ বিশেষ ঝুলন যাত্রা বেদের অপার। এই মাসে ব্রজ মধ্যে হইল সঞ্চার ॥ ৩৫ ॥ ভাদ্রেতে মন্দির নব রচি রত্নময়। নূতন চাঁদয়া আদি টাঙ্গাইল তায় ॥ ৩৬ ॥ বিশেষত নানা ধূপ নিশিতে প্রদান। কুমুদ আমোদ করে পত্র সহ স্থান ॥ ৩৭ ॥ পাকাতাল ফল রসে পিষ্টক প্রভৃতি। ঘৃতের সহিত দিল যতেক যুবতি ॥ ৩৮ ॥ এই মাসে কেতকীতে পূজিতে নাহয়। শাকের ব্যঞ্জন কৃষ্ণে কেহ নাহি দেয় ॥ ৩৯ ॥ বেদ বিধি মতে গোপী পূজে যদুনাথে। লইতে গোপীর পূজা ফিরে সাতে সাতে ॥ ৪০ ॥ জন্মাষ্টমী লোক যাত্রা সপ্তমী ললিতা। কত শত রঙ্গ ভঙ্গে পূজে গোপ

সুতা ॥ ৪১ ॥ আশ্বিণ আইল মাস আনন্দ বিলাস। মনো মত কৈল পূজা দুঃখের বিনাশ ॥ ৪২ ॥ সুপক্ক কাঁকুড় আদি উপজিত ফল। ক্রিয়া যোগ সার মত অর্পিল সকল ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণপক্ষে সাঁজি লীলা শুক্লে মহানন্দ। কৈলাস বাসিনী আসি দিলেন আনন্দ ॥ ৪৪ ॥ শরদ বিহার রাস সুখ নানা ভাঁতি। কৃষ্ণের করিয়া পূজা জুড়ায় যুবতি ॥ ৪৫ ॥ কোজাগর লক্ষ্মী পূজা যতেক প্রকার। কৃষ্ণকে সাজায়্যা কৈল পূজার প্রচার ॥ ৪৬ ॥ শীত গ্রীষ্ম দুই কাল কার্ত্তিকে রহিত। উত্তম হইল মাস সেবায় বিহিত ॥ ৪৭ ॥ প্রাতঃ স্নান পরা হৈয়া সব ব্রজ নারী। পরম পবিত্রা হই পূজিল শ্রীহরি ॥ ৪৮ ॥ দিবসে পূজার ধুম রাত্রে দীপ দান। তার মধ্যে মহা রাস আনন্দ বিধান ॥ ৪৯ ॥ অগম্য কাননস্থান জলেপদ্মবন। মিটাম সহস্র ভাঁতি শ্রীমুখে ভোজন ॥ ৫০ ॥ কার্ত্তিকে কঠিন ব্রতকরে যারলাগি। ব্রজভূমে সেই প্রভু গোপ গোপী লাগি ॥ ৫১ ॥ সাক্ষাতে লইল পূজা কত শত ভাবে। কবে হেন ভাগ্য হবে ব্রজে দেহ রবে ॥ ৫২ ॥ নিতি নিতি কাল মত শয়ন উত্থান। উত্থানের একাদশী তাহা বলবান ॥ ৫৩ ॥ বিশেষত জাগরণ নারী মনোহারি। জাগিয়া সকল নিশি পোহাইল হরি ॥ ৫৪ ॥ অগ্রহায়ণ নব মাস কৃষ্ণ প্রিয়তর। এই মাসে বহু লীলা রচিল বিস্তর ॥ ৫৫ ॥ নারাঙ্গী কমলা গোঁড়া বাতাবি জামীর। শরবতি পাতি টাবা কাগজি কলম্বির ॥ ৫৬ ॥ করুণা মাখানা নেবু বিবিধ সংতরা। সুপক্ক পূস্পিত তরু কাননেতে ঘেরা ॥ ৫৭ ॥ তারমধ্যে গোষ্ঠপূজা কৃষ্ণে সমাপন। সকল নূতন বস্তু করি আয়োজন ॥ ৫৮ ॥ বস্ত্র অলঙ্কার আদি সকলি নূতন। চৌদিগে রম্ভার তরু বিচিত্র শোভন ॥ ৫৯ ॥ দিবসে পূজার ঘটা ভোজন বিলাস। নিশিতে বাঁশীর গানে পূরাইল আশ ॥ ৬০ ॥ বর্ণ্ডিতে মাসিকা লীলা ব্যাস অপারগ। আমি ক্ষুদ্র জীব তাহে নাহই পারগ ॥ ৬১ ॥ পৌষ মাসে ইক্ষু রসে স্নান পান আদি। পিষ্টক নানান জাতি সহ দুগ্ধ দধি ॥ ৬২ ॥ রাঙ্কব কৌষেয় শাল রুমাল পামরি। চিন দেশী বিলায়তি আর কাশ মেরি ॥ ৬৩ ॥ গুজরাতি বানারসি পূরবি দক্ষিণি। নানা দেশী বস্ত্র দিয়া পূজিল গোপিনী ॥ ৬৪ ॥ শীত নিবারিতে নাথে হৃদয়ে রাখিল। গোপী জন বল্লভ নাম ভবেতে হইল ॥ ৬৫ ॥ মাঘেতে

ত্রিকাল পূজা কৈল সাবধানে। সন্ধ্যাকালে জল দান মাকরে যতনে ॥ ৬৬ ॥ বৈষ্ণবের রীতি মত গোপিনী পূজিল। তুলসীর মালা গলে তিলক করিল ॥ ৬৭ ॥ শিখা বদ্ধ করি গলে উত্তরী পরিল। সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দীপ্ত বাহুমূল ॥ ৬৮ ॥ ললাটে অভয় পদ চিহ্নের ধারণ। সুন্দর স্থানেতে কৃষ্ণ করিল পূজন ॥ ৬৯ ॥ অভক্ত পাষণ্ড রোগী সুখী দুখী জন। যাজক বাচাল আদি করিয়া বর্জ্জন ॥ ৭০ ॥ সদানন্দ বিশ্বাসের সঙ্গে করি বাস। অষ্ট যাম হরি পূজা সদা প্রেম ভাষ ॥ ৭১ ॥ বিশেষ বসন্ত ঋতু সারদা সহায়। অনুকূল কামদেব আনন্দ জাগায় ॥ ৭২ ॥ তিলের মিষ্টান্ন বহু ভোগ দিল হরে। সুন্দর সখীর লীলা অতুল সংসারে ॥ ৭৩ ॥ ফাল্গুনে হুলির লীলা জগতে বিদিত ॥ তিলআধ নহে হুলি অলসে হুকিত ॥ ৭৪ ॥ ছয় রসে সদা গোপী করায় ভোজন। সুতার নির্ম্মল বস্ত্র অঙ্গে পরিধান ॥ ৭৫ ॥ হুলির লীলার গানে শুনিবে সকল। এখানে সংক্ষেপে লীলা দাসে লিখে দিল ॥ ৭৬ ॥ মধুমাস কৈল রাস পলাশের বনে। বকুল মাধবী তিল ফুটে স্থানে স্থানে ॥ ৭৭ ॥ ধুস্তুর সাণ্ডিল্য অর্ক আমলকী জামে। নিকুঞ্জ বেষ্টিত শোভা অতি মনোরমে ॥ ৭৮ ॥ স্থল পদ্ম জল পদ্ম বেলা যূথী জাতি। সৌগন্ধে আমোদ কৈল মধ্যে বসুমতি ॥ ৭৯ ॥ গমের পক্কান্ন পিঠা চালুচিনি গুলা। নারিকেল আদি ফল আর পাকা কলা ॥ ৮০ ॥ সুচাক তাম্বূল সহ করায়ভোজন। এই রূপে মধুমাস করিল পূজন ॥ ৮১ ॥ মদন কিবৃত করি পূজিল যুগলে। আশা নাহি করে গোপী চতুর্ব্বর্গ ফলে ॥ ৮২ ॥ চৈত্র মাসের রাস গোপনে বিহার। কেবল ভকতে জানে ইহার বিস্তার ॥ ৮৩ ॥ বারমাসে তের পর্ব্ব লোকে সদাকয়। মাসে দুই একাদশী চব্বিশ তাহায় ॥ ৮৪ ॥ বারমাসে তের মাস ছাব্বিশ গণনা। ভিন্ন ভিন্ন একাদশী মহিমা রচনা ॥ ৮৫ ॥ বারমাসে বার যাত্রা ছিল পুরাতন। তিনশত পঞ্চ ষষ্টি হইল নূতন ॥ ৮৬ ॥ এক দিন মধ্যে স্থূল যামে যামে যাত্রা। অষ্টদিয়া পুরি দেখ কত হয় মাত্রা ॥ ৮৭ ॥ তিন হাজার আশী কম সংখ্যা যাহার। এক বৎসরের লীলা স্থূল এই সার ॥ ৮৮ ॥ পচিশ অধিক শত ধরণী বিলাস। জীবের উদ্ধার লাগি মনুষ্য প্রকাশ ॥ ৮৯ ॥ তিন লক্ষ পঞ্চষষ্টি হাজার প্রহর। করিলেন যদুরায় অবনি

ভিতর ॥ ৯০ ॥ যামে যামে নব লীলা যদি কর গান। এই পরিমাণে লীলা করহ রচন ॥ ৯১ ॥ দণ্ডে দণ্ডে বেশ ভূষা লীলার রচন। অমরে দুঃসাধ্য জীব কেকরে বর্ণন ॥ ৯২ ॥ ব্যাস সূত স্থূল গুণ গাইল কিঞ্চিত। ততোধিক আর কিছু গাইল ভকত ॥ ৯৩ ॥ বৃন্দাবন চম্পূ আর লীলা বতী আদি। সুর দাস আদি ভক্ত বহু গুণনিধি ॥ ৯৪ ॥ গাইল কৃষ্ণের লীলা মনেরউভবে। সম্প্রতি সুন্দর সখী গায়ভক্তি লোভে ॥ ৯৫ ॥ সনৎকুমার সংহিতায় আছে কৃষ্ণ লীলা। সহস্র কুঞ্জের শোভা বিস্তারি কহিলা ॥ ৯৬ ॥ কৃষ্ণ ভক্ত পায় মোর বহু নমস্কার। যাবত দেহেতে প্রাণ থাকয়ে আমার ॥ ৯৭ ॥ যথাশক্তি কৃষ্ণ গুণ গাই নিরন্তর। কৃষ্ণ ভক্তে এই কৃপা দয়া করি কর ॥ ৯৮ ॥ ব্রজবিলাস লীলার সংক্ষেপ নিরূপণ। বারমাস সেবা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ ❁ ॥ শ্রীবলদেব জীর জন্ম যাত্রা ॥ রাগিণী বেলাওর। তাল আড়া তেতালা ॥ শ্রাবণ শুক্ল চতুর্দ্দশী বুধবারেতে। কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেব রোহিণী গর্ভেতে ॥ ১ ॥ মথুরায় জন্মপরে বাস গোকুলেতে। বসুদেব বন্ধু নন্দ পালিল স্নেহেতে ॥ ২ ॥ জন্ম তিথি পূজা কর্ম্ম প্রতি বৎসরেতে। অধিক উৎসব করে নবমী হইতে ॥ ৩ ॥ রত্ন সিংহাসন মধ্যে জরির বিছানা। উপরেতে টাঙ্গাইল লালসামিয়ানা ॥ ৪ ॥ চৌদিগে কদলী তরু রোপণ করিল। স্থানে স্থানে হেমঘট সজলে রাখিল ॥ ৫ ॥ আম্রশাখে নারিকেলে কলস ঢাকিল। কিশলয় বনওয়ারে দ্বার সাজাইল ॥ ৬ ॥ মণি মুক্তা ঝালরেতে ভবন শোভিল। দর্পণে রতন স্তম্ভ বিচিত্র জড়িল ॥ ৭ ॥ বৃন্দে বৃন্দে নব শোভা করি নন্দরায়। দীন হীনে আশা পূরি রতন বিলায় ॥ ৮ ॥ মঙ্গল আচার করি লৈয়া সিংহাসনে। বলদেবে বসাইল মনের যতনে ॥ ৯ ॥ সুধার পুতলী কিম্বা বজ্র রসছানি। অথবা বরফ দিয়া রূপ অনুমানি ॥ ১০ ॥ মহাদেব আসি বুঝি নিজ রূপ দিল। মার্জ্জিত রজত জিনি বরণ শোভিল ॥ ১১ ॥ নীলাম্বর পরিপাটী পোসাক উত্তম। মণিময় অলঙ্কার অতি মনোরম ॥ ১২ ॥ শ্বেত অঙ্গে শ্যাম ভুরু কমল লোচন। মস্তকে চাঁচর কেশ জগত মোহন ॥ ১৩ ॥ কর পদ তল ওষ্ঠাধরের গরিমা। প্রসবিছে লাল মণি মহিমা অসীমা ॥ ১৪ ॥ অনন্ত রূপের শোভা অনন্ত লাবন্য। রূপ হেরি ব্রজবাসী করে ধন্য ধন্য ॥ ১৫ ॥ বলাই

কানাই লই বলিহারি যাই। বদনে বাজিছে শিঙ্গা বলিয়া কানাই ॥ ১৬॥ শ্রীকৃষ্ণ বালক সঙ্গে আনন্দে মগন। মঙ্গল আচারে মগ্ন ব্রজবাসী গণ ॥ ১৭॥ নৃত্য গান বাদ্য ভাণ্ড চৌদিগ ঘেরিয়া। নানা দেশী গুণী আসি সুখী ভেট পায়্যা ॥ ১৮ ॥ খাদ্য দ্রব্য নানা জাতি সদা বিতরণ। পাক পরিষ্কার গৃহ ইহার প্রমাণ ॥ ১৯ ॥ দধিতে রজনী যুক্ত সৌগন্ধি তৈলেতে। আতর গোলাব দিয়া রাখি ভাজনেতে ॥ ২০॥ নর নারী অঙ্গে রঙ্গে দিছে আনন্দেতে। সৌগন্ধি কর্দ্দমে কৈল মণ্ডিত ব্রজেতে ॥ ২১॥ জগত ধারণ জিনি করেন ইঙ্গিতে। সেই রূপ ব্রজ বাসী ধৃত নয়নেতে ॥ ২২॥ উৎসব করিয়া সাঙ্গ দ্বিজে দিয়া দান। বহু রঙ্গে কুটুম্বের করিল সম্মান ॥ ২৩॥ বৈকালে বিচিত্র বেদী করিয়া সাজন। রাম কৃষ্ণ দুই ভাই তাতে দীপ্তবান ॥ ২৪॥ নটবর বেশ ধারী যুবতি মোহন। সর্ব্ব জীবে এই রূপে দেন দরশন ॥ ২৫॥ আকাশেতে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ। নর নারী কর ভরি পুষ্প করে দান ॥ ২৬॥ শ্বেত নীল দুই রূপ অতুল সংসারে। দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত অন্তর বাহিরে ॥ ২৭॥ যশোদা রোহিণী ধন্য ধন্য নন্দরায়। আপনি জুড়ায় আর জগত জুড়ায় ॥ ২৮॥ বলদেব জন্ম পূজা অপূর্ব্ব ভারতী। প্রাণ মন দিয়া পদে করহ আরতি ॥ ২৯॥ নদনদী সরোবরে একপ দেখিতে। প্রফুল্ল কমল আঁখি ধরে অবনিতে ॥ ৩০॥ লোকে কহে জল পদ্ম মর্ম্ম নাহি জানি। রাম কৃষ্ণ দরশনে নেত্র শোভা মানি ॥ ৩১॥ দেখি রূপ বিতরণ স্বর্ণ রাশি রাশি। কমল পরাগ নহে এই হেম ভাসি ॥ ৩২॥ প্রফুল্ল কুসুম যত যুক্ত তরুবরে। সহস্র লোচনে যেন দোঁহারে নেহারে ॥ ৩৩॥ সকল বস্তুর আভা দীপ্ত দুই অঙ্গে। অধিক যুবতি মন মজি গেল রঙ্গে ॥ ৩৪॥ কৃষ্ণ বলদেব পায় কোটি নমস্কার। রূপের নিছনি লই যাই বলিহার ॥ ৩৫॥ হলধর জন্ম লীলা সুখে সাঙ্গ করি। তাল মানে ভক্ত বৃন্দ গায় হরি হরি ॥ ৩৬॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগিণী কানড়া দরবারী। তাল সম ॥ ওরে মন চল চল ধ্যায়া চল অনলে জ্বলি। যতবা করি উদ্যোগঃ নাহি হয় সুসংযোগঃ দিনে দিনে প্রবল হইল কলি ॥ ১॥ যখন বাসনা করিঃ মুখ ভরি বলি হরিঃ তখনি আসিয়া বাধা হয়রে বলি ॥ ২ ॥ চরণ কমল সুধাঃ পানে নিবারিব ক্ষুধাঃ আশাছিল মন

তুমি তাহে হবে অলি ॥ ৩ ॥ ফুটাতে প্রেমের ফুলঃ আকিঞ্চন দিল জলঃ কুসঙ্গ হইয়া কীট কাটিল কলি । যত বলি বল রামঃ তুমি তাহাতে বিরামঃ আমি দুরাচার তাহে তুমি হৈলে ছলি ॥ ৪ ॥ ইতি জন্ম যাত্রা সাঙ্গ বলদেবের ॥ ॥ নবম বৎসরের বর্ষ বৃদ্ধি বৈষ্ণব পূজা লীলা ॥ রাগিণী টোড়ি । তাল জ়াড়াতেতালা ॥ নবম বৎসর পূর্ণ শুভ ভাদ্র মাসে ॥ পূর্ব মত জন্ম পূজা পূজিল উল্লাসে ॥ ১ ॥ মাতা পিতার কাছে কৃষ্ণ করেণ বিনতি । বৈষ্ণব পূজিলে হয় গোবিন্দে ভকতি ॥ ২ ॥ বল বুদ্ধি ঋদ্ধি সিদ্ধি পূর্ণ হবে কাম । আহ্বান করিয়া আন ভক্ত অবিরাম ॥ ৩ ॥ নন্দ কহে সাধু পূজা নাজানি লক্ষণ ॥ কৃষ্ণ কহে শুণ পিতা বৈষ্ণব বিধান ॥ ৪ ॥ এক কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ চিত্তে করি সার । মানস পূজায় মগ্ন দাস্য ভাব যার ॥ ৫ ॥ হিংসা দ্বেষ অহং মদ লোভ মোহ আদি । চুরি মিথ্যা পরদার ত্যাগ নিরবধি ॥ ৬ ॥ কুসঙ্গ অধর্ম্মে ভীত যার মন প্রাণ । সত্যবাদী প্রভু গুণ সদা করে গান ॥ ৭ ॥ কায় শ্রমে সত্য ধর্ম্মে করে দিনপাত । ক্ষমা শান্তি ভক্তি লক্ষী সদা তার সাত ॥ ৮ ॥ অনাদি বৈষ্ণবাশ্রম সুদ্ধ কৃষ্ণ দাস ॥ সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে কৃষ্ণ সহ বাস ॥ ৯ ॥ দেব দ্বিজ কর্ম্মী জন হইতে অধিক । তুলসীর মালা গলে ভালেতে তিলক ॥ ১০ ॥ সংখ চক্র গদা পদ্ম স্নিগ্ধ বেশ ধারী । বৈষ্ণব লক্ষণ এই প্রেম অধিকারী ॥ ১১ ॥ শুণিয়া কৃষ্ণের বাণী সুখে নন্দরায় । বৈষ্ণব আহ্বান লাগী স্বজন পাঠায় ॥ ১২ ॥ সংযোগী বিযোগী ভক্ত গৃহেতে আনিয়া । কৃষ্ণের কৌশল মত সুখী আরাধিয়া ॥ ১৩ ॥ ষোড়শোপচারে পূজা পদ্ধতি প্রমাণ । করিলেন নন্দ রায় কৃষ্ণ জন্মদিন ॥ ১৪ ॥ কলিতে প্রভুর তুষ্টি বৈষ্ণব পূজন । যতনে করহ সবে এই আয়োজন ॥ ১৫ ॥ আহ্বান করিয়া আন প্রভু ভক্ত গণ । চরণ ধোয়াইয়া দেহ সুন্দর আসন ॥ ১৬ ॥ স্বাগত মঙ্গল বাণী করি নিবেদন । পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া দেও জল আচমন ॥ ১৭ ॥ মার্জ্জন মাত্রেতে মুখ করাইবে স্নান । বস্ত্র অলঙ্কারে কর ভক্তের তোষণ ॥ ১৮ ॥ চন্দন আতর গন্ধে করিবে লেপন । সুগন্ধি কুসুম মালা তুলসী শোভন ॥ ১৯ ॥ গলে পরাইবে তারি পারিশদ গণ । ঋতুমত ভোগ দ্রব্য করিয়া রন্ধন ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণে নিবেদিয়া পরে করাবে ভোজন । গন্ধ যুক্ত পান

ঝারি করিবে প্রদান ॥ ২১ ॥ আচমনী জল দিবে হৈয়া সাবধান। প্রসাদি তাম্বূল
দিবে তুলসী বেষ্টন ॥ ২২ ॥ আনন্দে ভকত জন করুক চর্ব্বণ। প্রদক্ষিণ স্তুতিকরি
বেদ পরিমাণ ॥ ২৩ ॥ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করিবে বন্দন। যথাশক্তি দক্ষিণাতে
করিবে পূরণ ॥ ২৪ ॥ বৈষ্ণব পূজার মন্ত্র বিষ্ণুমত জান। পরম শ্রদ্ধায় যেই করি
বে পূজন ॥ ২৫ ॥ অতুল দুর্ল্লভ কর্ম্ম বৈষ্ণব সেবন। দেব গুরু কৃষ্ণ ভক্ত তিনে
এক মান ॥ ২৬ ॥ দেবে রুষ্টে গুরু ত্রাতা বেদের বাখান। গুরৌ রুষ্টে ত্রাণকর্ত্তা
বৈষ্ণব সাধন ॥ ২৭ ॥ কৃপার সাগর ভক্ত সদা বর্ত্তমান। বৈষ্ণবে রুষ্টতা নাই এই
সুলক্ষণ ॥ ২৮ ॥ প্রাণপণে কায়মনে করি অন্বেষণ। বৈষ্ণব চরণ সদা কর দরশন
॥ ২৯ ॥ দরশনে দুষ্ট মতি ধ্বংস সেইক্ষণ। কিকব সেবার ফল ফল অগণন ॥ ৩০
॥ পূজা সাঙ্গ অবশেষে উচ্ছিষ্ট ভোজন। শ্রীমহা মহা প্রসাদ ইহার আখ্যান ॥
৩১ ॥ নিত্য সুধা এইবস্তু জগতে গোপন। সৌভাগ্য তাহার যেই জানে এই
জ্ঞান ॥ ৩২ ॥ জয় জয় মহাপ্রভু সত্য নারায়ণ। জয় জয় ভক্তবৃন্দ পারিশদ গণ
॥ ৩৩ ॥ দাস অনুদাস তার অনুদাস জান। জয়নারায়ণ ভবে হইবে তারণ ॥
৩৪ ॥ বৈষ্ণব মীলিবে কবে এই জান ধ্যান। বৈষ্ণব খুজিতে ক্লেশ এই তপমান ॥
৩৫ ॥ সংযোগ বৈষ্ণব পদ এই যোগ জ্ঞান। সৎকর্ম্ম মহাযাগ বৈষ্ণব ভোজন ॥
৩৬ ॥ বৈষ্ণবে বিশ্বাস মতি এই ভক্তি জান। বৈষ্ণব সহিত বাস জানহ নির্ব্বাণ
॥ ৩৭ ॥ সেজন জীবন মুক্তি নাকরে হেলন। বৈষ্ণব আজ্ঞাতে থাকি করে আচরণ
॥ ৩৮ ॥ শুদ্ধাচার সেবা কার্য্য জান পরিমাণ। বৈষ্ণব মহিমা গান পাঁচ ফলজান
॥ ৩৯ ॥ বৈষ্ণবের মুখে বাণী যেকরে শ্রবণ। সর্ব্ব শাস্ত্র কীর্ত্তনাদি হইল পূরণ ॥
৪০ ॥ জয় জয় কৃষ্ণ ভক্ত যেবলে সঘন। মন্ত্র সিদ্ধি কর্ম্ম এই পুরশ্চরণ ॥ ৪১ ॥ অ
ষ্টাদশ উপচারে বৈষ্ণব পূজন। করিলে সকল সিদ্ধি বেদের রচন ॥ ৪২ ॥ ভক্তের
নিকটে কৃষ্ণ বসতি করেণ। কৃষ্ণ পদে ভক্তজন কমল শোভন ॥ ৪৩ ॥ কত যুগমন্ব
ন্তর করিল গমন। কৃষ্ণ ভক্ত গুণ তবু নাহয় গণন ॥ ৪৪ ॥ ভক্ত জন পদে মোর
থাকে মন প্রাণ। কৃপা কর দীন বন্ধু এই নিবেদন ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণ ভক্ত বিনা দ্বিজ না
হন ব্রাহ্মণ। অতএব দ্বিজ গণ বৈষ্ণব সমান ॥ ৪৬ ॥ ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে ভেদ অবৈ

ষ্ণব জান। বিষ্ণুর স্মরণ বিনা পাপের ভাজন ॥ ৪৭ ॥ শ্লোক। চাণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণঃ। বিষ্ণু ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাসমঃ। মহাভারতে-র মধ্যে অপূর্ব্ব কথন। সার কথা তার মধ্যে বৈষ্ণব ভোজন ॥ ৪৮ ॥ বৈষ্ণব প্রমা ণ নিত্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। সার জানি ভক্ত পদ করিবে আশ্রয় ॥ ৪৯ ॥ রাম কৃষ্ণ শিশু আদি গোপ গোপীগণ। বৈষ্ণব পূজিয়া সবে করে আলিঙ্গন ॥ ৫০ ॥ বৈষ্ণ ব মীলিয়া স্তুতি করে বার বার। তখন জানিল নন্দ কৃষ্ণ সর্ব্ব সার ॥ ৫১ ॥ ভক্ত পদ ধূলি গুণে নন্দ পায় জ্ঞান। জগত আধার হরি এই নিত্য ধ্যান ॥ ৫২ ॥ পর ম পুরুষ তুমি জানি নিজ সুতে। তথাচ বাৎসল্য ভাব নাপারে ছাড়িতে ॥ ৫৩ ॥ বৈষ্ণবের পদ ধূলি যতনে লইয়া। রাম কৃষ্ণ অঙ্গে দিল কল্যাণ লাগিয়া ॥ ৫৪ ॥ এই মতে জন্ম পূজা করি সমাপন। বৈষ্ণবে আদর করি রাখে নিকেতন ॥ ৫৫ ॥ রাধিকা প্রেমের গুরু জানি ভক্ত জন। অভয় চরণে দিল সঁপি প্রাণ মন ॥ ৫৬ ॥

গীত। রাগিণী আসওয়ারি। তালসম ॥ ভকত মণ্ডলি মীলিঃ নন্দ ঘরে করে কে লিঃ রাধা কৃষ্ণ গুণ গাই আনন্দে বিভোল ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সখা রূপ হেরি হেরিঃ নাচে কৃষ্ণ ঘেরি ঘেরিঃ পদে রাখি তাল মান প্রেমেতে বাউল ॥ চিতান ॥ পীতা ম্বর পরিধান। অঙ্গ চন্দনে লেপন। তিলক মালায় তনু পরম উজ্জল ॥ ১ ॥ উত্তরী সুন্দর পীত। দুলিছে জানুলম্বিত। ধরণী হৃদয় সুখী পাই পদতল ॥ ২ ॥ সাঙ্গ ॥

অথ বৈষ্ণব পূজা লিখ্যতে। শ্রীনারায়ণ পাদাব্জং প্রণম্য কুরুতে ব্যয়ং। করুণা নিধান কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবকাননু সেবিতুং ॥ অনুজ্ঞয়া বৈষ্ণবস্য নৃপনারায়ণ স্যচ। জ য়নারায়ণ শ্রীমান্ বৈষ্ণবার্চ্চন চন্দ্রিকাং ॥ নিমন্ত্রিতান্ স্বাগতাংশ্চ সর্বানে বহিবৈ ষ্ণবান্। উত্থায় স্বাগতং প্রশ্নং কৃত্বোক্ত্বা হরয়ে নমঃ ॥ পাদ্যং দদ্যাৎ প্রথমতো বি ধায় সুসমাদরং। যেষাংসংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধন্তি বৈগৃহাঃ। কিংপুনর্দ র্শন স্পর্শ পাদ সম্বাহনা দিভিঃ ॥ অনেন পাদ্যং দত্বাথপিবেৎ পাদোদকং সুধীঃ। ততআলিঙ্গনং কৃত্বা পাদ স্পর্শন পূর্ব্বকং ॥ আসনে সুপবিষ্টেষু মন্ত্র মেতমুদীর য়েৎ। যেষাংক্ষণ নিবাসেন গৃহাঃ পূতা ভবন্তিহি। তেবৈষ্ণবা যূয়মস্মিন্নাসনেনি বসন্ত্বিহ ॥ চিত্তে সদা হরি সুখং যেষাং প্রেম হরৌ সদা। তেষাংবোবৈষ্ণবা নাস্

স্বাগতং সর্ব্ব দৈবহি ॥ মম ভাগ্যোদয়ং জাতং ঈশ্বরেণৈব তৎকৃতং। পাদোদকং বৈষ্ণবানাং শিরসাযদ্ধৃতং ময়া ॥ ইতি পাদ ক্ষালনন্তু স্মৃত্বার্ঘ্যং বিনিবেদয়েৎ। অর্ঘ্যদানস্য সময়ে শ্রীকৃষ্ণ চরণোদকং। বাল্য ভুক্তস্য কৃষ্ণস্য ফাণিতাদিক লড্ডুকং। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদত্ত্বাতু তত আচমনীয়কং॥ যেষামর্হণতো নিত্যং কৃষ্ণপ্রেম সুনং যুজাং। শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীণাতি তথানিজ পূজন তোভবেৎ ॥ অনেনার্ঘ্যং প্রদায়ৈবমন্ত্রেণাচমনং ততঃ। যেষাং দর্শন মাত্রেণস্পর্শ মাত্রেণ কর্হিচিৎ। বৈষ্ণবানাং কৃতার্থাঃ স্যুস্তেষামাচমনং ত্বিদং ॥ মধুপর্কমহং তেভ্যোদধিমধ্বাদি সংযুতং। নিবেদিতং শ্রীকৃষ্ণায় গৃহ্নন্তু তদিদং মম ॥ তত আচমনং দত্ত্বা ভগবন্নীতি কীর্ত্তনে। সামগ্রী ভূত যন্ত্রাদি মৃদঙ্গাদি নিবেদয়েৎ ॥ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রস্য রাজভোগোনজায়তে। রাজভোগেতুসংজাতে তত আরাত্রিকোৎসবে। জাতে শঙ্খোদকৈস্তেষাং অভ্যসিঞ্চেৎ শিরাংসিতু॥ যেকুর্ব্বন্তি সদাভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে তজ্জনে পিচ। তেস্নাতাসর্ব্ব তীর্থেষু স্নানং শঙ্খোদকৈঃ পুনঃ ॥ স্নানী যমিতি হত্বাথ ততো বস্ত্রং নিবেদয়েৎ যস্যযাদৃক্ পরীধানং তস্মৈ তস্মৈ তথাতথা। কৃষ্ণপ্রসাদ ভূতানি বস্ত্রাণি ভবদঙ্গকে। শোভন্তাস্তো মহা ভাগাঃ শ্রীরাধা কৃষ্ণ চিন্তকাঃ। অনেন দত্ত্বা বস্ত্রাণি তত আভরণানিচ। দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ তুলসী মালিকা পিচ। শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পৃষ্টাই মাতুলসী মালিকা॥ ভূষণানিচ দিব্যানি কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনানিচ। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ সমুত্তীর্ণ ততোগন্ধং নিবেদয়েৎ ॥ গন্ধস্য। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গাৎ সমুত্তীর্ণং কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়কং। সুগন্ধং সর্ব্বতো ব্যাপি মম গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥ পুষ্পানি সুবিচিত্রাণি মাল্যাকারাণি বৈষ্ণবাঃ। মম গৃহ্নন্তু গোবিন্দ তনু সঙ্গগতানিতু ॥ ধূপস্য। বনস্পতি রসোদ্ভবো গন্ধাঢ্যঃ সুমনো হরঃ। নিবেদিতঃ প্রাক্ কৃষ্ণায় ধূপোয়ং প্রতি গৃহ্যতাং ॥ দীপস্য। সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ। আরাত্রিকে হরৌ দত্তো বৈষ্ণবৈঃ প্রতি গৃহ্যতাং ॥ দত্ত্বৈব ধূপ দীপৌতু ভক্ষ্যপাত্রং নিবেদয়েৎ। ততঃ কৃষ্ণ প্রসাদন্তু ভক্ষ্যং তোয়মনে কথা ॥ মিষ্টান্নানিচ সর্ব্বানি ফল মূলানি যানিচ। ঘৃত পায়স সর্পিং সিদ্ধ্যাৎ সম্ভক্ত তুষ্টয়ে ॥ নৈবেদ্যস্য। শ্রীকৃষ্ণ ভুক্ত মন্নাদি পায়সাজ্য ফলাদিকং। কৃষ্ণ প্রসাদ সন্তুষ্টা ভক্তা গৃহ্নন্তু মামকং। ইত্যুক্ত্বা পাত্র মধ্যেতু

সর্বমন্ত্রাদিকং ন্যসেৎ। তেপি সঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যুর্যাবৎ স্যাৎ পরিবেশনং॥ পরস্পরং প্রীতি যুক্তান্ প্রীতি যুক্ত স্তথাস্বয়ং। ভোজয়েচ্চ প্রসাদস্য মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্ শৃণ্বন্॥ তাম্বূলস্য। ততস্তানবৈ সমাচান্তান্ তাম্বূলাদ্যৈঃ সমর্চিতান্। কৃষ্ণ প্রসাদৈঃ পুষ্পৈশ্চ বৃষ্টিং তদুপরিন্যসেৎ॥ ততস্তু প্রার্থনা স্তোত্রং কথিত্বা্যাননুব্রজেৎ॥ প্রদক্ষিণং। যেকণ্ঠ সক্ত তুলসী নলিনাক্ষ মালা যেবাহু মূল পরি চিহ্নিত শঙ্খ চক্রাঃ। যেবাললাট ফলকে লসদূর্দ্ধ পুণ্ড্রাস্তেবৈষ্ণবা ভুবন মাশু পবিত্রয়ন্তি॥ যে ভক্তি প্রভবিষ্ণু তাকবলিতক্লেশোর্মিয়ঃ কুর্বতে দৃক্পাতেপিঘৃণাং কৃত প্রণতিষুপ্রায়েণ মোক্ষাদিষু। তান্ প্রেম প্রসবোৎ সবস্তবকৃত স্বান্তান্ প্রমোদা শ্রুভির্নির্দ্ধৌ তা স্যত টান্ মুহুঃ পুলকি নোধন্যাম্মসস্কুর্মহে॥ ততঃ প্রার্থনা। ভুক্তি মুক্তি কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব সিদ্ধি দায়িকা। কামকর্ম লোভ মোহ দুঃখ বৃন্দ নাশিকা। রাধিকাদি সর্ব ভক্ত সৌভগর্দ্ধি সাধিকা। কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভক্ত ধূলি রস্তু মালিকা॥ যৎ কৃতাং ঘসাং শলেশতোপি দুঃখ সঞ্চয়স্তত্র মানমস্তি দুর্বিকাশনোম্বুরীষতঃ। যৎ কৃপৈক লেশ মাত্র ভাজনো পিদুর্জনঃ সাধু পুন্য যুগ্ভবে চ্যুতক্রমান মস্তিতু॥ ব্যাধ বংশ সম্ভবোপি নিত্যহিংসয়ান্বিতঃ সজ্জনেন মান্য তেস নারদানু কম্পয়া। নিত্য সিদ্ধ ভক্তি শক্তি মুচ্য সর্ব পাতকং শর্ব সর্ব সিদ্ধ ঋদ্ধ সার মাপ সদ্গুণঃ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ তৃষ্ণ ধর্ম কর্ম শর্মদ ত্র্যক্ষ পক্ষ দক্ষ তোপি সদ্গুণৈক সম্পদ। দৃষ্ট হৃষ্ট কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বর্ণ সর্বদা সন্ত বৃন্দ নন্দ নন্দ নোভাব দোভব॥ অথৈভ্যঃ পরিতুষ্টেভ্যঃ পূজকোদক্ষিণাং ন্যসেৎ। ততো নিপাত্য কৌকায়ং প্রণমে স্তক্ত ভক্তিমান্॥ দ্রব্যোর্মন্ত্রৌ। কায় বাঙ্মন সারুদ্ধ্যাযৎ সুখং ভগবদ্গতং। তদন্বিত দ্রব্য জাতং দক্ষিণায় দদাম্যহং॥ শ্রীমন্নারায়ণ পদযুগ ধ্যান নিষ্ঠৈক ভাবং ভক্তং বন্দে গিরিশ শরণং বাসুদেবৈকধাম। ত্যক্ত্বা ব্রহ্মা ক্ষর মবিষমং স্বর্থ পূর্ণং ভজন্তং শ্রীমন্নামোদ্ভ তরসনয়া প্রাপ্তু মিচ্ছুঃ কৃতজ্ঞং॥ নবনব রসমাধুরী কৃতজ্ঞান্ প্রণয় করম্বি তান্তরঙ্গান্। নিজ শরণ তয়া হরিং প্রপন্নান্ প্রণমত তানধোক্ষজৈক ভাবান্॥ উদ্বাসয়েত্ততোধাম্নি নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ॥ মন্ত্রঃ। গোলোক বাশিনঃ সর্বে বৈষ্ণবাযইহা গতাঃ। অপসার্য্যা পরাধং মে গচ্ছন্তু নিজ মন্দিরং॥

প্রসাদ ভক্ষণং কুর্য্যাত্ততো বন্ধুগণৈঃ সহ ॥ মন্ত্রঃ। কৃষ্ণ ভুক্তাবশেষং যৎ ভক্ত ভুক্তং মহৎপদং। ভোক্ষ্যেহং পুণ্ডরীকাক্ষপ্রেমদৃষ্টি প্রদোভব ॥ ঋতুভেদেন যদ্দে য় ভক্তেভ্যো নিবেদ্যতেধুনা। প্রাধান্যতঃ শাস্ত্র দৃষ্ট্যাকরুণা সাগরাজ্ঞয়া ॥ বসন্তে গোধূমচূর্ণ পিষ্টক পসূক্ষ্ম বস্ত্রাণি দদ্যাৎ। নিদাঘে আম্র পনস ছত্র পাদুকাব্য জনানি। বর্ষায়াং মুদ্গ বটক তাল পিষ্টক কাষ্ঠপাদুকা ছত্রাণি। শরদি। কর্কটী ফল পদ্মবীজ মালা শ্বেত বস্ত্রাণি। শিশিরে। নাগরঙ্গ তিলপিষ্টক রঙ্গবস্ত্রাণি। হেমন্তে তিল লড্ডুক দুগ্ধ পিষ্টক গাত্রাচ্ছাদক বস্ত্রাণি। ভোজয়িত্বা দদ্যাদিতি সর্ব্ব ত্রানুসঙ্গঃ ॥ ❀ ॥ ইতি শ্রীবৈষ্ণব পূজা পদ্ধতিঃ সমাপ্তা ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ❀ ॥ ❀ ॥

বিশ্বরূপকে স্তুতি বৈষ্ণবেরা করেণ ॥ ❀ ॥ গগণের শোভা আভা নানান প্রকার। দিবসে তপন গোল হরে অন্ধকার ॥ ১ ॥ আকাশে চলিছে মেঘ ধুঁয়ার আকার। কখন রজত জিনি বীচিকা সঞ্চার ॥ ২ ॥ কখন জলদঘেরি রাখয়ে তপনে। কখন বারিদ হন কোন কোন স্থানে ॥ ৩ ॥ গগণেতে পক্ষী উড়ে বহুশোভা তার। কখ ন করকা বৃষ্টি কভু ধূলাকার ॥ ৪ ॥ প্রাতের সুস্নিগ্ধ শোভা জগত জাগায়। সন্ধ্যা র শোভার আভা নানা রঙ্গ তায় ॥ ৫ ॥ দিবসে প্রহণ তায় আকাশ মণ্ডলে। শ্যাম রূপে সুখ দেন সব মহীতলে ॥ ৬ ॥ কখন নক্ষত্র ক্ষেত্র তাহে দেখাযায়। মনোরম্য শোভা আখি হেরিয়া জুড়ায় ॥ ৭ ॥ প্রভুর চরণ রজে ইহার প্রকাশ। কিকব নিশির শোভা যাতে লীলা রাস ॥ ৮ ॥ থরে থরে ছোট বড় বহু তারা গণ। মাধুরী তাহার আভা জুড়ায় নয়ন ॥ ৯ ॥ কলা কলা হ্রাস বৃদ্ধি হরণ পূরণ। শশধর নাম তার অমৃত ধারণ ॥ ১০ ॥ নিশিতে শয়নে চিত্ত বিষয়ে রহিত। নি শাচর কত পক্ষী নিশিতে রাজিত ॥ ১১ ॥ পদতল রজ হৈতে আকাশ নির্ম্মাণ। কিম্বা প্রভু অঙ্গ হইতে দেখি বিদ্যমান ॥ ১২ ॥ বুদ্ধি মত বিশ্ব রূপ বিরাট বাখা নে। বহু গ্রন্থ বহু দেশে কহে অনুমানে ॥ ১৩ ॥ আজ্ঞায় হইল সৃষ্টি পঞ্চ ভূত দিয়া। অবাক হইল দাস আকাশ দেখিয়া ॥ ১৪ ॥ দেখিয়া ধরণী শোভা কিদিব উপমা। শ্যাম রূপ সব তরু শীতল মহিমা ॥ ১৫ ॥ সাগরের ভিন্ন গতি অতুল গরিমা। পলা মোতি কড়ি শঙ্খ বিতরে অসীমা ॥ ১৬ ॥ নদ নদী ঝিল ঝোরা

রম্য স্থানে স্থানে। সকলি সমুদ্র গামী ঋতু পরিমাণে ॥ ১৭ ॥ ঘুর্ণা আদি পাক জল ডহর জলেতে। আশ্চর্য্য তাহার জোর তরঙ্গ সহিতে ॥ ১৮ ॥ জল জন্তু নানা ভাঁতি জলেকরে বাস। জলের বিচিত্র স্বাদু বৃদ্ধি হ্রাস নাশ ॥ ১৯ ॥ পদবজে কিম্বা ঘর্ম্মে এসব সৃজন। পশু নর কীট আদি ইহাতে শোভন ॥ ২০ ॥ জলে স্থলে কত রত্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ। অনন্ত অনন্ত দেখি গুণেতে অনুপ ॥ ২১ ॥ তব সৃষ্টি মোর দৃষ্টি স্বভাব পৃথক। ভিন্ন ভিন্ন রূপগুণ একই নায়ক ॥ ২২ ॥ আকাশ ধরণীমধ্যে পবনের গতি। দেহ বিনা বলবান দেখি স্তব্ধমতি ॥ ২৩ ॥ ব্যাপক পবন রূপ স র্ব্বত্র বেষ্টনে। ইহার সৃজন রীত তোমার চলনে ॥ ২৪ ॥ অধিক আশ্চর্য্য দেখি অ নন্তের গুণ। অন্ধকার আল করে যথা পরিমাণ ॥ ২৫ ॥ জলে স্থলে স্থিতি করে দীপ্ত লুপ্ত কায়। কোন অঙ্গ ছটা এই বুঝা নাহি যায় ॥ ২৬ ॥ ধরণীর মধ্যে গিরি ঘোপা আদি যত। নানা দেশে নানা শোভা নেত্র প্রমোদিত ॥ ২৭ ॥ পঞ্চ ভূত ফের ফারে আর যত তত্ব। সকলি ইহাতে ভুক্ত স্বভাবেতে নিত্য ॥ ২৮ ॥ পরস্প র হিংসা প্রেম দুই যুক্ত জীব। বোধের প্রকাশ শব্দ করে মন্দ শিব ॥ ২৯ ॥ কি বা কাল কিবা শব্দ স্বভাবেতে ভুক্ত। স্বভাব সৃজন কথা সর্ব্ব কালে গুপ্ত ॥ ৩০ ॥ সংযোগ বিযোগ ভাব জড়েতে চৈতন্য। অতএব বিশ্ব রূপ কর্ত্তা তুমি ধন্য ॥ ৩১ ॥ তোমা ভিন্ন জড়া জড় চৈতন্য রহিত। তুমি মাত্র সর্ব্ব এক চৈতন্য বেষ্টিত ॥ ৩২ ॥ নমস্তে পরম কর্ত্তা সর্ব্ব জীব গতি। কৃষ্ণ রূপে গোপ কুলে এবে ব্রজ পতি ॥ ৩৩ ॥ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ তব কিছু নাহি জানি। অতএব বিশ্ব রূপ সার অনুমানি ॥ ৩৪ ॥ শ্রীগুরু চরণ বন্দি লইল শরণ। অপরাধ ক্ষমা কর সত্য নারায়ণ ॥ ৩৫ ॥ বিশ্ব রূপ স্তুতি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ শরৎ কানন লীলা ॥ রাগ মেঘ মল্লার। তাল আড়া তেতালা ॥ নবমে নূতন লীলা নবীনা সহিত। ব্রজেতে বিহারী কৃত শুণহ চরিত ॥ ১ ॥ বরষা বিশ্রামে ঋতু শরৎ সুহৃত। যুবতি যৌবন বৃদ্ধি করে মনোনিত ॥ ২ ॥ অষ্ট সহচরী সঙ্গে রঙ্গ বাড়াইতে। বহু কলা প্রকাশিল মোহন মোহিতে ॥ ৩ ॥ স্থানে স্থানে বন মধ্যে শোভা কুসুমেতে। সরোবরে ইন্দীবর শোভা কুমুদেতে ॥ ৪ ॥ রক্ত উৎপল আদি শোভা নীর মাঝে। বহু ভাঁতি জল চর নীরেতে বিরাজে

॥ ৫ ॥ জল স্থল হাস্য যুক্ত কুসুম সমাজে। কোটি চন্দ্র জিনি আভা শশী স্থির
সাজে। ৬॥ পশু পক্ষী রবতাহে অনঙ্গে জাগায়। শ্রীঅঙ্গ সৌরভ যায়্যা লাগে কৃ
[illegible] ॥ ৭ ॥ শ্রীমতী করেণ গতি সখী সঙ্গে যায়। অন্তর্যামী জানি আগে মুরলী
বাজায় ॥ ৮ ॥ [illegible] তে দুই পক্ষ অঙ্গের ছটায়। সমদীপ্ত সুধা আভা কাননেতে
ছায় ॥ ৯ ॥ বিপিন বিহারী একা রূপ রসময়। শরৎ কাননে আসি হইল উদয় ॥
১০ ॥ শরতের মধ্যে যত নিত্য দীপ্ততায়। ভক্ত জন দেখ শোভা মনো রচনায় ॥
১১ ॥ ॥ কামিনী দামিনী জিনি রতি আবাহনে। রূপ ছটা ভেদি ঘটা চমকে সঘনে
॥ ১২ ॥ চরণ রতন বাদ্য মীলি বংশীতানে। আনন্দ প্রেমেতে নাচে সোহাগ সুগা
নে ॥ ১৩ ॥ ভিন্ন ভিন্ন বেদী কুঞ্জ সরোবর কূলে। সুধাসিন্ধু পীঠাধিক শোভা এই
স্থলে ॥ ১৪ ॥ দুর্লভ বিহার ঋতু হর্ষে অনুকূলে। তুষিল যুগলরূপে রহি পদমূলে ॥
১৫ ॥ রাধা কৃষ্ণ মধ্যে রাখি ঘেরি সহচরী। বিরহ অনলে দিল নির্ব্বাণের বারি ॥ ১৬
॥ দোহা ॥ ❁ ॥ পরস্পর আখি হৃষ্ট মধুপানে ভোর। উভয় কমল লোচন ভৃঙ্গ কর
তঁহি কোর ॥ ❁ ॥ কবিতা ॥ ❁ ॥ কন্দর্প দর্প দলিত রূপ ভূপ জিতিয়া। ত্রিভঙ্গ
ভঙ্গ কটাক্ষে রাধা মনে পশিয়া। রাস রসে যুক্ত হৈল সুধা ধার পাইয়া। ভোগ
যোগ ছন্দ বন্দ কামকলা সাধিয়া ॥ ১ ॥ ❁ ॥ পদাবলি ॥ ❁ ॥ রাগ সোরঠ মল্লার
তাল মধ্যমান ॥ গদ গদ রসরাজঃ প্রেমানন্দে লুপ্ত লাজঃ বিনোদিনী অঙ্গ পরশিয়া
। শরদে শারদা যুক্তাঃ চুম্বনে বিতরে মুক্তাঃ অঙ্গসঙ্গে হরিত ভাঁতিয়া। সখী কহে
কিদিব উপমা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বিজলী মেঘেতে খেলেঃ ততোধিক ভূমণ্ডলেঃ কেলিকরে
রাধা মোহনিয়া। সখীজানে ইহার গরিমা ॥ ২ ॥ ইচ্ছাশক্তি ইচ্ছামতঃ যোগাইছে
অবিরতঃ ভোগ দ্রব্য বিচিত্র আনিয়া। উপমিতে নাহি পাইসীমা ॥ ৩ ॥ জল স্থলে
দিবা নিশিঃ কুমারে কুমারী পশিঃ করেকেলি যুগল মীলিয়া। হেরিহারে ত্রিলোক
মহিমা ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগ জয়ন্তী মল্লার ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ সুধা জিনি
শ্বেত বরণ। বৃন্দাবনে কৌমুদী কিরণ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ কৈবল্য অধিক সুখঃ হেরি
রাধা কৃষ্ণ মুখঃ ব্রজ গোপী আনন্দে মগন ॥ ১ ॥ কমলে কুমুদে যেনঃ রবি শশী
সুখ দেনঃ ততোধিক দোঁহার বয়ান ॥ ২ ॥ দিবাচর নিশাচরেঃ পাই দিন সুধাক

রেঃ সুখাচারী গোপিনী তেমন ॥ ৩ ॥ এক ধনে সবে ধনীঃ সেই ধন নীল মণিঃ ম হীপরে সকল জীবন ॥ ৪ ॥ ❁ ॥ দোসরা গীত । রাগ গান্ধার । তালসম । আজু কুমুদ কাননেঃ নব বৃন্দাবনেঃ বিরাজিত মোহন মোহিনী । কলঙ্ক রহিত শশীঃ হাজারে হাজারে বসিঃ শোভা করে জিনিয়া চান্দনী ॥ ১ ॥ কত ভ্রমর গুঞ্জরেঃ অতিসুন্দর সুস্বরেঃ পূর্ণমাসী সুভাঁতি রজনী । তাহে বাঁশী বাজাইয়াঃ অবলারে ভুলাইয়াঃ হরি বিতরিল প্রেম রাশি রাশি ॥ ২ ॥ ❁ ॥ কার্ত্তিক মাসের দেওয়ালি লীলা । রাগিণী । বাগেশ্বরী কানড়া । তাল মধ্যমান ॥ কার্ত্তিক সুমাসঃ গোপিকা উল্লাসঃ রচিল দেওয়ালি লীলা । দীপের মালায়ঃ নিকুঞ্জ শোভায়ঃ সাজাইল স বে মীলা ॥ ১ ॥ তাসের অম্বরেঃ রতন ঝালরেঃ ঘেরিলেক তরুবর । আব রকটা টিঃ মিনা পরিপাটীঃ জগমগ মনোহর ॥ ২ ॥ বেলবুটা রঙ্গেঃ লেখে তার অঙ্গেঃ সীসিশ্রেণি রঙ্গে ভরা । তার পাছে দীপঃ শোভিল অনুপঃ ঘরে ঘরে তারা কারা ॥ ৩ ॥ অভ্রের কাগজেঃ ফানস বিরাজেঃ তরু শাখে দীপ্ত অতি । দর্পণের ফুলেঃ সা জাইল মূলেঃ শশী ভানু জিনি জ্যোতি ॥ ৪ ॥ মখমল নানাঃ মোহিত বিছানাঃ সিংহাসন নানা ভাঁতি । মধ্যে মধ্যে জলেঃ কুমুদ কমলেঃ শোভিছে সুন্দর কান্তি ॥ ৫ ॥ হেরি চন্দ্রক্ষয়ঃ পড়িল হেতায়ঃ গগণে আন্ধার নিশি । অমরের আখিঃ তারা হয়্যা দেখিঃ রহিল আকাশে বসি ॥ ৬ ॥ সাজাইয়া বনঃ বহু সখীগণঃ বা জার করিল আসি । মিষ্টান্ন খেলনাঃ অপার গণনাঃ দোকানেতে রাশি রাশি ॥ ৭ ॥ উপর চান্দনিঃ বিচিত্র শোভনিঃ রূপসী দোকানি তায় । কত সখী মীলিঃ ক রে জুয়া কেলিঃ বহু বাক ছল তায় ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরঃ যত অবতারঃ প্রকাশ হইয়াছিল । সেরূপ পুতলীঃ রচিল সকলিঃ বাজারে লইয়া থুইল ॥ ৯ ॥ গত লীলা যতঃ কৈল নন্দ সুতঃ গড়িয়া সেসব মূর্ত্তি । বাজারে বেচিতেঃ গোপের দুহিতেঃ ক রিল নূতন কীর্ত্তি ॥ ১০ ॥ বাজার বিহারঃ আনন্দ অপারঃ ভুলাইতে কৃষ্ণ মন । র চি বৃন্দাবনেঃ যত গোপীগণেঃ করি বহু আকিঞ্চন ॥ ১১ ॥ বাজায়্যা মুররীঃ চতু র্দোলোপরিঃ বসাইল যত্নকরি । গোপী কান্ধেকরিঃ বাজারেতে ফিরিঃ দেখায় প্রে মের পুরী ॥ ১২ ॥ চামর ব্যজনঃ পতাকা নিসানঃ করে লয় ব্রজনারী । আসা সো

টা ধরেঃ নকিব ফুকারেঃ পদাতিক সারি সারি ॥ ১৩ ॥ সওয়ারি করিয়াঃ সব গোপী লয়্যাঃ পুরুষ কেবল হরি। দেখি দুই পাশঃ কৃষ্ণের উল্লাসঃ হেন কালে কোথা প্যারী ॥ ১৪ ॥ শ্রীরাধা সুন্দরীঃ গোপী মনোহারীঃ অনুপমা ব্রজে শ্বরী। দেওয়ানির বেশঃ সাজায় বিশেষঃ রাখি বিমান উপরি ॥ ১৫ ॥ অতুল সওয়ারিঃ হর্ষে গর্ব্ব করিঃ চলিছে বাজার ভরি। হেরি ব্রজরায়ঃ প্রেমে মোহ যায়ঃ রহে আপনা পাসরি ॥ ১৬ ॥ বিমানে বিমানঃ মীলিত যখনঃ উদয় সুখেররাশি। গোপিনীর গুণঃ বাখানে দুজনঃ মধুর মধুর হাসি ॥ ১৭ ॥ রাই কহে নাথঃ চল মোর সাতঃ দেখহ বাজার রঙ্গ। ছাড়িয়া বিমানঃ চলিল তখনঃ প্রেমে ডগ মগ অঙ্গ ॥ ১৮ ॥ লখিয়া পুতুলঃ হাসিয়া বিকলঃ ঈষত কহিছে রাই। যেদেখ সকলঃ তোমারি নকলঃ আমিহেরি লজ্জা পাই ॥ ১৯ ॥ পয়ার ছন্দ। রাগিণী আড়ানা। তাল আড়াতেতালা। কহেন শ্রীবনমালী শুণ ব্রজ রাণী। এসব রূপের কথা আমি ভাল জানি। অপূর্ব্ব কাহিনি ॥ ২০ ॥ মাধুর্য্য দ্বিভুজ রূপ তব সুখ লাগি। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে অনুরাগী ॥ ২১ ॥ ধর্ম্ম হানি লোক যবে হয় উপ স্থিত। রক্ষাজন্য মম রূপ হয় সেই মত ॥ ২২ ॥ দেবা সুর নর আদ্দি পরা ক্রম দেখি। সেই রূপে করে পূজা কালে হই সুখী ॥ ২৩ ॥ স্বধর্ম্ম করিয়া রক্ষা হই অন্তর্ধান। পুনরপি আর তারা নাকরে সন্ধান ॥ ২৪ ॥ জগত উদ্ধার হেতু দয়া কৈলাতুমি। অত এব নিত্য রূপে ব্রজ ভূমে আমি ॥ ২৫ ॥ বাজারেতে অদ্য গোপী রূপ রচে যত। অবনিতে পূজিবেক একপ সতত ॥ ২৬ ॥ দোকানে দোকানে কৃষ্ণ খরিদ করিছে। আলিঙ্গন পণ গোপী জনে জনে দিছে ॥ ২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণে বাসনা অতি এই পণ দিতে। গলাধরি রাখে রাই নাপারে ছাড়িতে ॥ ২৮ ॥ যত অবতার মূর্ত্তি ছিল স্থানে স্থানে। রাই দিল প্রাণ শক্তি কৃষ্ণ নাহি জানে ॥ ২৯ ॥ শূকর মকঠ মীন ধাইল সঘনে। পলাইছে গোপীগণ ভয় যুক্ত প্রাণে ॥ ৩০ ॥ বিকট নৃসিংহ ধরি গোপীলয় কোলে। বামন ভিক্ষার লাগি ফিরে স্থলে স্থলে ॥ ৩১ ॥ খড়্গলই রাম ধায় ব্রজ গোপী পাছে। রাধা বিনা এমন কৌতুকী কেবা আছে ॥ ৩২ ॥ বুদ্ধ রূপধরি গোপী করে বলাৎকার। হেরিয়া কহেন কৃষ্ণ একিচমৎকার

৩৩ ॥ রঘুনাথ সীতাবলি কান্দি বনে বনে। দেখিয়া অস্থির গোপী পুতলী চলনে ॥ ৩৪ ॥ বলাই মুষল হাতে চলিল যখন। লজ্জিতা হইয়া রাধা পলায় তখন ॥ ৩৫ ॥ ঘোড়ার উপরে কড়ি ফিরিতে লাগিল। সব গোপী আসি কৃষ্ণ বেড়িয়া রহিল ॥ ৩৬ ॥ মায়ার প্রবল ছল শ্রীনাথ বুঝিয়া। পূর্ব্ব মত পুতলীকে দিল বসাইয়া ॥ ৩৭ ॥ জুয়ারি গোপিনী ফড়ে বসাইল ডাকি। এই ফড়ে খেল কৃষ্ণ কিছু পণ রাখি ॥ ৩৮ ॥ যৌবনে যৌবনে পণ রাখিয়া খেলিল। সকল যৌবন কৃষ্ণ জিতিয়া লইল ॥ ৩৯ ॥ চন্দ্রাবলী ফড়ে যবে খেলিতে লাগিল। আপনি হারিল কৃষ্ণ রাইকে ছলিল ॥ ৪০ ॥ গলাধরি চন্দ্রাবলী লইয়া চলিল। অবাক হইয়া রাধা উপায় রচিল ॥ ৪১ ॥ অষ্ট সখী লই রাই ফড়ে বসাইল। চন্দ্রাবলী সহ কৃষ্ণ তথায় আইল ॥ ৪২ ॥ ষোল কলা ষোল কড়ি রাই ফেলাইল। তিন কাতে একেবারে সাতে জিনি নিল ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণকরধরি রাধা বিমানে চড়িল। চন্দ্রাবলী মোর ছল করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ সকল বাজার ফিরি মণ্ডলে বসিল। সকল যুবতি মীলি আনন্দে মজিল ॥ ৪৫ ॥ দেওয়ালির রীত নীতকরে গোপী মীলি। একমুখে কবকত দেওয়ালির কেলি ॥ ৪৬ ॥ সুরস পক্কান্ন আদি ভোজন করায়। রতন ঝারিতে গোপী সুবারি যোগায় ॥ ৪৭ ॥ অপূর্ব্ব মসালা যুক্ত খিলিকরি পান। শ্রীকৃষ্ণঅধরে গোপী করিছে প্রদান ॥ ৪৮ ॥ দক্ষিণ করেতে কৃষ্ণ খাদ্য বস্তু লই। রাধার অধরে দিছে আনন্দে যোগাই ॥ ৪৯ ॥ পুন দুই জনে দেন অমৃত প্রসাদ। খাইল সকল গোপী করিয়া আহ্লাদ ॥ ৫০ ॥ ভোজন করিয়া সাঙ্গ আচ মন করি। তাম্বূল চর্ব্বণ করে কিশোর কিশোরী ॥ ৫১ ॥ গীত। রাগিণী বাহার। তাল তেওট। পাশা খেলে সুন্দর সুন্দরী। ষোল সখী ঘুটী রঙ্গ তাহে চারি চারি। দুইজনে দান ফেলিঃ নিজ বুদ্ধে বল চালিঃ বলে বল করে মারামারি ॥ ১ ॥ নিজ তনু রাখিপণঃ ফেলাইল দুইজনঃ নারী ছল নাবুঝে বিহারী ॥ ২ ॥ অষ্ট সখী কৃষ্ণ বলঃ চালনে করিয়া ছলঃ জিতি নৈল কিরীতি কুমারী। কৃষ্ণকে জিতিয়া রাধাঃ পূরাইল মনসাধাঃ জুয়ারাজ বশ হৈল হারি ॥ ৩ ॥ পদাবলি ॥ ॥ রাগিণী গুজ্জরী। তাল দশকুশি। শ্রীদাম সুদাম বসুদাম প্রভৃতিতে। সাজিয়া গোপের শিশু গাইতে বাজাতে। চলিল নন্দের ঘরে দেওয়ালি খে

লিতে ॥ ১ ॥ তথা শুনি শ্রীকৃষ্ণ খেলিতে বরষাণে। একেলা গিয়াছে তার কেহ না
হি সনে। ব্রজ বাল গেল চলি ভাবিতে ভাবিতে ॥ ২ ॥ যাইতে বরষাণে নিশি অ
বসান প্রায়। সেখানে শুনিল কুঞ্জে খেলে ব্রজরায়। দেওয়ালি বাজারে শিশু আ
ইল ভোরেতে ॥ ৩ ॥ সখীরা কহিল কৃষ্ণ খেলায় হারিল। পুন ধন পাই রাধা য
তনে রাখিল। তব সখা আর তোরা নাপাবি দেখিতে ॥ ৪ ॥ গোপাল সীলিয়া
কয় খেল সম সঙ্গে। রাধা কৃষ্ণ পণ রাখে আমাদের অঙ্গে। জিতিপাব দাস হব
গোপী যদিজিতে ॥ ৫ ॥ খেলাড়ি আইলে খেলা খেলিতে উচিত। সদাকাল এই
রীতি জগতে বিদিত। অতএব বলি খেল মোদের সঙ্গেতে ॥ ৬ ॥ লাচার হইয়া
গোপী খেলে পূরমুট। রাখালে জিতিল পুন করি বহু কুট। গোপী ধায় রাধা কৃষ্ণে
ত্বরিত আনিতে ॥ ৭ ॥ যখন যাহার মনে হয় নিষ্ঠা জোর। রাধা কৃষ্ণ তার কাছে
আনন্দে বিভোর। সখী সখা কান্দিয়া হেরিছে ত্রিনেত্রেতে ॥ ৮ ॥ প্রেমের বাজার
নব বৃন্দাবন ধাম। মনপণে কিনিলয় রাধাকৃষ্ণ নাম। জীবন দেহেতে মোর থাকি
তে থাকিতে ॥ ৯ ॥ দেওয়ালি লীলাসাঙ্গ ॥ দ্যূত প্রতিপদের পাশাখেলা লীলা ॥
রাগিণী আড়ানা। তাল চালি ॥ পাশাখেলে মোহিনী মোহন। চারিকম শতপরি
মাণ। চারি ছক ঘরেতে রচন। মধ্য ঘর বিশ্রাম কারণ ॥ ১ ॥ চারি রঙ্গে বলের
শোভন। শ্বেত লাল পীত কালজান। রাধাকৃষ্ণ খেলে দুইজন। চারি যুগে ষোল বি
দ্যমান ॥ ২ ॥ পোয়া বন্দি ইহার আখ্যান। চতুর্ব্যূহ অবতার শুণ। চারিযুগে
ষোল সংখ্যা জ্ঞান। ষোল ঘুঁটি চলন সমান ॥ ৩ ॥ তিন গুণে পাশার নির্ম্মাণ ॥
তিন পাশা অষ্টাদশ দান। বিংশতি তাহার গণন। দান পড়ে দৈব সমাধান।
যাহা হৈতে ঘুঁটির চলন ॥ ৪ ॥ পয়ার ছন্দ ॥ রাগিণী পরজ। তাল আড়াতে
তালা ॥ প্রকৃতি পুরুষ দুই খেলা আরম্ভিল। পোয়া যুক্ত দান ফেলি রঙ্গ চালাই
ল ॥ ৫ ॥ মায়াতে প্রথম বল আগে বাড়াইল। পশ্চাৎ কৃষ্ণের বল প্রকাশ পাই
ল ॥ ৬ ॥ ইচ্ছামত পাশা যার সুদান ফেলিল। সদাই তাহার জিত খেলায় হই
ল ॥ ৭ ॥ কিন্তু যদি ভাল মতে চালিতে নারিল। পাশা গুণে বৃথা তার সফল ন
হিল ॥ ৮ ॥ স্বভাবে সকলে যেনযুক্ত ভূমণ্ডলে। আঠার অধিক দাননহে পাশা মূলে

॥ ৯ ॥ দান ফেলা পাশা চালা এইকর্ম্ম মূল। খেলাড়ির বুদ্ধি মত হয় চুক ভুল ॥ ১০ ॥ যুগ নাহি মারা পড়ে শুণহ কৌশল। শরণ মনন দুই এই যুগ স্থূল ॥ ১১ ॥ মরাঘুঁটি বৈসে পুন রঙ্গে অনুকূল। জন্ম মৃত্যু পাশা গুণে বুঝি দেখ স্থূল ॥ ১২ ॥ যার বল আগে উঠে নাহি কাঁচে পুন। মুক্তি জিত খেলা সেই জিতে সহপণ ॥ ১৩ ॥ বিবিধ প্রকার পণ দাওসে আখ্যান। সবল হইলে ঘুঁটি রাখে ঐজন ॥ ১৪ ॥ খেলিবার মূল সদা আনন্দ কারণ। হারিলে তাহাতে দেখি খেদিত বদন ॥ ১৫ ॥ তথাচ জিতের আশা হয় বলবান। রাধা কৃষ্ণে দেখে ভক্ত খেলাড়ি সমান ॥ ১৬ ॥ পরস্পর হারি জিত দেখে বহু জন। সেই শিক্ষা ত্রিভুবনে হইল ঘটন ॥ ১৭ ॥ তিন গুণ পাশা ঘুঁটি থনিতে স্থাপন। সেই কালে পাশা খেলা হয় নিবারণ ॥ ১৮ ॥ মারি পিট কাঁচা পাকা অথবা উঠন। তাবত ঘুঁটির ভোগ যাবত খেলন ॥ ১৯ ॥ দ্যূত প্রতিপদে পাশা খেলার সৃজন। মনের আনন্দ লাগি খেলে দুই জন ॥ ২০ ॥ নিত্য ধামে রাধা কৃষ্ণ খেলায় মগন। সৃষ্টি স্থিতি লয় তাহে হইতেছে সঘন ॥ ২১ ॥ সংক্ষেপেতে এই লীলা কৈল নিবেদন। বিস্তারিয়া কহিবেন নিজ ভক্তগণ ॥ ২২ ॥ পাশা খেলা লীলা সাঙ্গ ॥ ❁—❁ ॥ অথ ভাই দ্বিতীয়া লীলা ॥ সুভদ্রা ভদ্র দিনে মঙ্গল আচার। দ্বিতীয়াতে ভাই ফোঁটা করিল বিচার ॥ ১ ॥ যদ্যপি সময় নহে ব্রজেতে যাইতে। তথাচ আইলা ভদ্রা ভাইকে তুষিতে ॥ ২ ॥ গোপতে আসিয়া দেখে প্রেমের বাজারে। রাধা কৃষ্ণ লই খেলা ব্রজ বাসী করে ॥ ৩ ॥ গোপের বিভোগ দেখি হইল লজ্জিতা। রত্ন বস্ত্র আনে যাহা দিতে সঙ্কুচিতা ॥ ৪ ॥ ভগিনীর ভাব দেখি ভুবন মোহন। গোপ গোপী সখ্য ভাব দেখায় তখন ॥ ৫ ॥ কুলাচার মত কৃষ্ণ ভগিনী পূজিল। চন্দন তিলক ভালে অঙ্গুলীতে দিল ॥ ৬ ॥ বসন ভূষণ ভোজ গণ্ডূষ সহিত। স্বর্ণ পীঠে বসাইয়া দিল পঞ্চামৃত ॥ ৭ ॥ এই মত বলরামে আর সখাগণে। তুষিল তিলক দিয়া বসন ভূষণে ॥ ৮ ॥ সুভদ্রার পূজা কৈল বেদ বিধি মতে। পরীহাস করে গোপী ঈষদ ইঙ্গিতে ॥ ৯ ॥ গোপী সহ রাধিকারে সুভদ্রা তুষিল। এই দুই ভাই মোর ব্রজেতে রহিল ॥ ১০ ॥ সহজ ভাবেতে সদা পালিবে সুন্দরি। ইহা বলি চলে ভদ্রা উচ্চরি শ্রীহরি ॥ ১১ ॥

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার লীলা সংক্ষেপে রচিল। অধিক গাইবে ভক্ত এই নিবে দিল ॥ ১২ ॥ ভাই দ্বিতীয়ার লীলা সাঙ্গ ॥ গীত। রাগিণী ঝিঝট। তাল চলতা ॥ সকল গুণ ধামা মনোরমা শ্যাম চিত হারিণী। কুহক রজনী জিনিয়া রজনী বরণী ভামিনী ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ সগুণে করিয়া বশ। বিতরিল প্রেম রশ। বৃন্দাবন লীলা চারিণী ॥ ১ ॥ রাখিয়া দক্ষিণ ভাগে। পিরীতের অনুরাগে। শ্যাম আগে কহে সুধা বাণী ॥ ২ ॥ রূপসী যতেক সখী। ভাল করি দেখ দেখি। মনোমত কেহয় কামিনী ॥ ৩ ॥ হরি কহে তব সব। ইহাতে সমান ভাব। কেলি কর পোহায় রজনী ॥ ৪ ॥ মহা রাস ॥ রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল চৌতাল ॥ পূর্ণশশী পশিঃ শরদের নিশিঃ ব্রজ গোপী উল্লাসিনী। শুনিয়া মোহন বাঁশী। ভূষি নিজ অঙ্গঃ চন্দন অনঙ্গঃ মাখিল সর্ব্বাঙ্গ সবে রতি রথে চলে হাসি ॥ ১ ॥ শ্রীরাস মণ্ডলেঃ কল্পতরু তলেঃ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হই দাড়াইয়া রহিয়াছে আসি। হেরিয়া নাগরীঃ ছল করি হরিঃ হিত উপদেশ ভাষি সবে করিল নৈরাশী ॥ ২ ॥ হরি পদে মনঃ দিল যেইজনঃ নৈরাশ করিতে নাপারে গোকুল বাসী। পূরাইল কামঃ গোপী লয়্যা শ্যামঃ যত গোপী তত কৃষ্ণ সুখদিছে রাশি রাশি ॥ ৩ ॥ দোসরাগীত ॥ সোরঠ রাগ। তাল আড়াতেতালা ॥ কভু করে কর ধরিঃ যত নারী তত হরিঃ নৃত্যতি রাস মণ্ডলে সুখচারী। কভু গোপী গলা ধরিঃ নাচত প্যারা প্যারীঃ কভু হৈয়া সারি সারি বসন্ত বিহারী ॥ ১ ॥ তরু তল ছায়া গেলঃ ভূষণে হইল আলঃ ছয় মাস বিভাবরী মনোহারী। কোটি কাম জিনি কামঃ পূরাইল মনস্কামঃ নিত্য সুখী অবিরাম রাস কারী ॥ ২ ॥ সুদীনের গেল দিনঃ তিমির হইল ক্ষীণঃ মহা রাস নিশি শশী দীপ্তকারী। যেদেখিল একবারঃ জিতে নাপাসরে আরঃ জুড়াইল আর আখি হেরি হেরি ॥ ৩ ॥ তেসরা গীত ॥ রাগিণী আসওয়ারি। তাল চলতা ॥ বিহরতি রাসরসে রসিকা রসিক শিরোমণি। মধুর মধুর মুরলী ধ্বনি ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ডগ মগ সব অঙ্গ যত প্রিয়সিনী। চাঁদ পায়্যা সুধা পানে মত্ত চকোরিণী ॥ ১ ॥ নীল কান্ত মাঝে যেন জড়া লাল মণি। শ্যাম বেড়া রৈল যেন স্থকিত দামিনী ॥ ২ ॥ তমালে কনকলতা জড়িত যেমনি। কালিন্দী কমলে শোভা হেন অনুমানি ॥ ৩ ॥

দুর্লভ বল্লব লীলা তুষিতে কামিনী। সমূহ ধরিল তনু সমূহ গোপিনী ॥ ৪ ॥ ● ॥ এই স্থানে দাসের উক্তি স্তুতি। অনাদি নিত্যং পর মেশ সত্যং জগদীশ ব্রহ্ম শরণাগতোহং। কৃতাপরাধং ক্ষমস্ব নাথ। ত্বমেব বন্ধু স্তমেব তাতঃ ॥ ● ॥ বসন্ত রাগ। তাল দশকুশি। ভগ্নছন্দ পদাবলি। পাই চিন্তামণি। যতেক রমণী। রাসেতে বিলাস। হাস পরি হাস। করিছে সঘনে। মোহনের সনে। ধুয়া ॥ ● ॥ তরুবর তলেঃ লুকাচুরি খেলেঃ যেজন হারিবেঃ সেজন রহিবেঃ তাহার ভবনে। কেহ ধরি করঃ লইছে অন্তরঃ কেহ রূপ হেরিঃ আপনা পাসরিঃ মোহিত সঘনে ॥ ১ ॥ কভু একাহরিঃ সঙ্গে বহু নারী। কভু একানারীঃ সঙ্গে করি হরিঃ বিহরে বিপিনে ॥ ২ ॥ কহে ব্রজে শ্বরীঃ চলিতে নাপারিঃ লও কান্ধে করিঃ শুনহে মুরারিঃ ব্যথিত চরণে ॥ ৩ ॥ দেখি অভিমানঃ হৈল অন্তর্ধানঃ বিরহ তখনঃ অনল উঠিলঃ নীর বহে লোচনে ॥ ৪ ॥ হাকৃষ্ণ বলিয়াঃ কান্দে ফুকারিয়াঃ ক্ষণেকে পড়িয়াঃ ক্ষণেকে উঠিয়াঃ ডাকিছে সঘনে ॥ ৫ ॥ দয়ালতা গুণেঃ নন্দের নন্দনেঃ তুষি গোপী গণেঃ ধরিলেক গলেঃ আসিয়া তখনে ॥ ৬ ॥ মানুষ ভাবেরঃ লীলা সুখ সারঃ নাহি পারা পারঃ দাস মুখে ইহাঃ কেমতে ভনে ॥ ৭ ॥ কল্পতরু তলে রাস লীলা। রাগ সোরঠ। তাল আড়াতেতালা। চল চল ধাযা চল ব্রজ বাসী গণে। হেরিব মনের সাধে নব বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥ কল্পতরুর তলে করুণানিধানে। মহা রাস লীলা করি গোপিনীর সনে ॥ ২ ॥ ঘুমি ঝুমি নাচে হরি বাঁশীর বাদনে। প্রতি গোপী দেখে কৃষ্ণ আপন দক্ষিণে ॥ ৩ ॥ কোটি কোটি কাম রাজ অঙ্গের কিরণে। রতি জিনি বহু রতি গোপীর নয়নে ॥ ৪ ॥ নব জলধর যেন উদয় গগণে। ততো ধিক স্থির শোভা কৃষ্ণের বরণে ॥ ৫ ॥ স্থকিত দামিনী তাহে গোপী জনে জনে। বসণ ভূষণ ছটা তিমির নাশনে ॥ ৬ ॥ আনন্দ বিছানা বলি রহিব চরণে। সুরেতে রচিল স্বর নূপুর বাজনে ॥ ৭ ॥ কৌতুক যৌতুক দিয়া রহিল রসনে। সকল গোপীর আখি জিতিল খঞ্জনে ॥ ৮ ॥ পলক নাচায় গোপী হেরি কৃষ্ণ পানে। ভঙ্গিতে হইল ভৃঙ্গ কৃষ্ণের লোচনে ॥ ৯ ॥ মধু পানে প্রবেশিল বালা পদ্ম বনে। কমলে ভ্রমর শোভা দেখ বিদ্যমানে ॥ ১০ ॥ কমল হৃদয় কলি শ্রীকর পাতনে।

প্রফুল্ল করিছে যেন প্রভাত তপনে ॥ ১১ ॥ কুহূর নিশিতে তারা শোভিত গগণে ॥ হরি ঘেরি হেন শোভা গোপিনী বেষ্টনে ॥ ১২ ॥ তাল মানে যন্ত্র বাজে রাগ আলা পনে। গোপিকার বেশ ধরি গায় পঞ্চাননে ॥ ১৩ ॥ ছয়রাগ ছত্তিশ রাগিণী পরি মাণে। তুষিতে নাথের মন গায় গোপী গণে ॥ ১৪ ॥ রাগ মালা শুণাইছে যুক্ত করি তানে। দেবা সুর ভেক ধরি শুণিছে শ্রবণে ॥ ১৫ ॥ শ্রীগৌরী পুরবী আর ইমন কল্যাণে। হাম্বির কানড়া টোড়ি মঙ্গল আড়ানে ॥ ১৬ ॥ হিণ্ডোল সঙ্কটা দেশ কালাকাঁড়া গানে। আসওয়ারি সিন্ধু কাফি ভীমপলাশনে ॥ ১৭ ॥ সোরঠ মল্লার মেঘ পরজ সুধানে। খামাজ সুহিনি মালকোষ বাখানে ॥ ১৮ ॥ কেদার বেহাগ ধনাশ্রী আলাপনে। ঝিঝট ললিতসর ফরদা সোহনে ॥ ১৯ ॥ কর্ণাট পঞ্চমসোহা সুখরাই ভনে। হিণ্ডোল ইমন খট ভূপালি সমানে ॥ ২০ ॥ রাম কেলি প্রভাতিতে আলৈয়া মিসানে। দেস্ত গিরি বেলাওর কামোদ ভাজনে ॥ ২১ ॥ গুজ্জরী মাউর আর গান্ধার মোহনে। ছায়ানট বড়ারিতে সারঙ্গ উদ্দানে ॥ ২২ ॥ মালশীক কণা গারা ধান সীরসনে। শ্রীজয়জয়ন্তী ঘাঁটো ভাটিয়ারি ধ্যানে ॥ ২৩ ॥ দীপক বসন্ত সুধাবা হার রচনে। মোলতান জারি আদি সংখ্যাকেবা জানে ॥ ২৪ ॥ প্রভাতে ভৈরব আর ভৈরবীর গানে। ত্রিলোক মোহিত করে গোপী বৃন্দাবনে ॥ ২৫ ॥ অহংবিলাতিরাগ দ্বাদশ বিধানে। আস্তব্যস্তে গায় গোপী নিয়ম নামানে ॥ ২৬ ॥ কামোদ কুকভপরি নায়িকি মীলানে। শ্রীপঠমুঞ্জরী মধুমাধুরী উড্যানে ॥ ২৭ ॥ বাঙ্গালি প্রসভাগোঁড় অসংখ্যা আখ্যানে। সপ্তসুর তিন গ্রাম একইশ মূর্চ্ছনে ॥ ২৮ ॥ বাইশ সুরত খাদনাদ অতিদূনে। নারদ তুম্বুরু আদি দেব পঞ্চাননে ॥ ২৯ ॥ নাদ বিদ্যা বেদে কহে এই সবে জানে। ততোধিক রাগ সহ রাগিণী গায়নে ॥ ৩০ ॥ ব্রজ গোপী ধন্য মান্য সকল ভুবনে। ঋতুকাল পরিমিত যেছিল বিধানে ॥ ৩১ ॥ বিপরীত কালে গোপী গাইল সঘনে। তুষিল মোহন মন নব নব তানে ॥ ৩২ ॥ পূর্ব্ব কৃষ্ণ দ্রবহন শিবের গায়নে। গোপী গানে সেই প্রভু দেখ বিদ্যমানে ॥ ৩৩ ॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ হন গান গুণে। নিতি নিতি নব লীলা নব বৃন্দাবনে ॥ ৩৪ ॥ রাগের প্রমাণ ॥ ভৈরব মালব গৌড় হিণ্ডোল দীপক। শ্রীসার মেঘ রাগ

এই ছয় নায়ক ॥ ১ ॥ পঞ্চস্ত্রী ভৈরবী বাঙ্গালা মধুমাধুরী। বড়ারী সিন্ধুড়ী আর ভৈরবের নারী ॥ ২ ॥ বেলায়ল দেশ দেব গান্ধার বিভাস। ভৈরবের পাঁচ পুত্র কহিল নির্য্যাস ॥ ৩ ॥ রামকেলি সুখরাই পঠমুঞ্জরিণী। টোড়ি চুহ এই পাচ পুত্র বধূগণি ॥ ৪ ॥ ইহাতে অনেক সৃষ্টি নাহয় গণনা। নানা দেশে বাস করে নাহি যায় জানা ॥ ৫ ॥ খাম্বা বতী শ্যাম কলী গুজ্জরী ভূপালী। গৌরী সহ পাঁচ দারা মালকোষ বলি ॥ ৬ ॥ বাঙ্গাল কুকভ আর সোম বত হংস। প্রসভ লইয়া পাঁচ পুত্রের বিলাস ॥ ৭ ॥ আসওয়ারী এমনা সোরঠী করুণা। গৌড় গিরী পুত্র বধূ এ পাঁচ গণনা ॥ ৮ ॥ হিণ্ডোলের পাঁচনারী শুণ তারনাম। বেলায়লী জীওনপূরী ভীম পলাশন ॥ ৯ ॥ দেশাক্ষা ললিতা এই লই পাঁচ জন। তার পুত্র রত্নহংস লোক হাসমান ॥ ১০ ॥ উপহংস শ্রীকন্দর্প ললিত আখ্যান। হিণ্ডোলের পাঁচ পুত্র লোক করে গান ॥ ১১ ॥ কেদারী কামোদী আর বিহাগ পরজ। কাফি সহ পুত্র বধূ পাঁচের বিরাজ ॥ ১২ ॥ কামোরী মল্লারী নটকে দারিকাদসী। দীপকের পাঁচনারী গান শাস্ত্রে ভাষি ॥ ১৩ ॥ সোরঠ হামির মারু সুচারু কল্যাণ। দেশ গারা এই পাঁচ পুত্রের প্রমাণ ॥ ১৪ ॥ দেব শিব কর্ত্তরাজী সিন্ধুড়া বড়ারী। বড় দৃশী পুত্র বধূ পাঁচ সংখ্যা করি ॥ ১৫ ॥ বাসন্ত মালোয়া আর মাল শ্রীমল্লারী। গারুয়া লইয়া পাঁচ শ্রীরাগের নারী ॥ ১৬ ॥ ইমন ধনাশ্রী নট সঙ্করা ভরণ। ছায়ানট এই পাঁচ পুত্রের গণন ॥ ১৭ ॥ শ্যাম গুজ্জরিণী আর গৌড় গিরি পূরিয়া। আড়ানা সহিত পাঁচ পুত্রের নারিয়া ॥ ১৮ ॥ মেঘ মল্লারের শুণ পরিবার বাণী। সারঙ্গ কেদারী আরটঙ্ক মুলতানী ॥ ১৯ ॥ গোঁড় মল্লারিণী সহ মেঘের রমণী। হিন্দূ স্থানে গুণী মুখে এই নাম শুণি ॥ ২০ ॥ কামোদ ফল শ্রীমাননট নারায়ণ। নাগ শব্দ এই পাঁচ পুত্র পরিমাণ ॥ ২১ ॥ জয় জয়ন্তী বাহাদুরী গান্ধারী চইতী। পূরবী মীলিয়া পাঁচ পুত্র বধূ সতী ॥ ২২ ॥ গরুড় পুরাণে আর সংগীত দামোদরে। ভিন্ন ভিন্ন রাগ মালা অনেক প্রকারে ॥ ২৩ ॥ প্রধান নায়ক যত করিল গণন। সংক্ষেপে ভক্তের আগে করিল জ্ঞাপন ॥ ২৪ ॥ তাল মানে মত্ত রামা মজি রস গানে। উপজেতেগি টকারি উঠিছে রসনে ॥ ২৫ ॥ পরস্পর নিত্য সুখী শুণিয়া শ্রুবণ। শুদ্ধ মুদ্রা যুক্ত

গানকরে গোপীগণ ॥২৬॥ রাগ সাঙ্গ ॥ মানের ছাপের নাম। রাগিণী সিন্ধু তাল
চলতা ॥ গানের বিবিধছাপ লেখানাহি তার। নানাদেশে নানামতে বিবিধপ্রকার
॥ ১ ॥ নব বৃন্দাবন ধামে গান সুধাসার। ধুরপদ ফাকতাই খেয়াল ধামার ॥ ২ ॥
গীত ছন্দ ধুয়া টপ্পা প্রবন্ধ বিস্তার। তাল ফেরা নাম মালা রাগের সাগর ॥ ৩ ॥
তেলেনা মোকাম পশতো সোরঠা সোহর। কবিত কৌল রেক্তা গাহা মনোহর ॥
৪ ॥ আসওয়ারি কলবানা গজল অপার। বারমাস্যা কাহারুয়া রোবাই গঁওয়ার
॥ ৫ ॥ বরোয়া থুমরি ঘাঁট চৈতি অসুমার। দাদরা নেকটা ওক গাই বার বার ॥
৬ ॥ বিদ্যাপতি দোহা জতি গানের সঞ্চার। লাওলি কীর্ত্তন আলাতেওট উগার
॥ ৭ ॥ নায়েকি অস্তুত নুরা বাঁধাই সুতার। হিণ্ডোলা চৌপাই নানা বিরহ বেহার
॥ ৮ ॥ দেবি গর্ব্বা বিষ্ণুপদ ছাপ্পান্ন সোহর। চান্দুনি উরুবাহনি ভরথ বিসার ॥
৯ ॥ জঙ্গম সুথুরাসাহি অহিমহ য়ার। কাশী মধ্যে অল্প এই ছাপের সুমার ॥
১০ ॥ চতুরঙ্গ পাঁচ রঙ্গ গানের কৌশল। ঢাড়ি কলওয়াতে নব রচয়ে বিমল ॥ ১১
॥ ইন্দুস্থানে শুণি ইহা করিল প্রচার। বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার ॥
১২ ॥ সংকীর্ত্তন নানাভাঁতি অপূর্ব্ব সুন্দর। গড়া হাটী রাণিহাটী বিরহ মাথুর ॥
১৩ ॥ অভিসার মীলনাদি গোষ্ঠের বিহার। কবি পশতো তালফেরা শুণিতে মধুর
॥ ১৪ ॥ পাঁচালি অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর। কত কথা তরজাতে শাড়িতে প্রচুর
॥ ১৫ ॥ ভবানী ভবেরগান মালসী মায়ূর। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর ॥
১৬ ॥ বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর। গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর ॥১৭
॥ চৈতন্য চরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর। শ্রবণে যাহার গান ভকত আতুর ॥ ১৮ ॥
কালিয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর। রচিল চৈতন্যযাত্রা রসেপরিপূর ॥ ১৯ ॥ সাপ
ড়িয়া বাদিয়ার ছাপের অহর। বাঙ্গালার নবগান নূতন ঝুমর ॥ ২০ ॥ রাসের উ
ল্লাসে গোপীঃ গান করে মন সঁপীঃ নব বৃন্দাবনে সুখী ভক্ত পরিপূর ॥ ২১ ॥ ❁ ॥
তাল পরিমাণ। রাগ ললিত। তাল তেওট ॥ সঙ্গীতের কততাল ভিন্ন দেশেদেশে
। নৃত্য গান সবতালে ব্রজে কৈল রাসে ॥ ১ ॥ এইক্ষণে কিছু শুণি নববৃন্দাবনে। উন
কোটী তাল মধ্যে দেয় গুণি জনে ॥ ২ ॥ ব্রহ্ম রুদ্র মহাতাল চৌতালা তেতালা।

আসওয়ারি আড়া যতি মধ্যমান তালা॥ ৩ ॥ সুরফাক্তা ফরদস্ত চলতা বিশাবা ॥ রূপকাদি সম কাহারুয়া ঝপতালা ॥ ৪ ॥ কন্দর্প পড়তা তাল তুমড়ি ধামার ॥ একতালা দুইতালা সওয়ারি অপার ॥ ৫ ॥ চালি নেক্টা বৃন্দাবনি ধিমা তিনতালা ॥ দশকুশী বিদ্যাচালি দামামা করালা ॥ ৬ ॥ এইতাল ফেরফারে তাল অগণন। প্রথমে বৃজেতে সৃষ্টি কৈল গোপীগণ ॥ ৭ ॥ অদ্যাবধি সেই ছায়া জগতে প্রকাশ। হিন্দুস্থানে বাঙ্গলাতে অনেক বিশেষ ॥ ৮ ॥ চীন আদি বিলায়তে উড়িয়া সমাজে। এইতাল ফেরফারে সর্ব্ব দেশে বাজে ॥ ৯ ॥ হ্রস্ব দীর্ঘ গানমতে কাল নিরূপণ। সুললিত বাদ্য সেই যাতে সম জ্ঞান ॥ ১০ ॥ যত যন্ত্রে গোপী যন্ত্রী তাল নহে ভঙ্গ। রসিক রাজের আগে বাজন তরঙ্গ ॥ ১১ ॥ বুদ্ধি মত তাল মান লিখিল কিঞ্চিত। প্রভুর ভকত জনে করিবে পূর্ত্তিত ॥ ১২ ॥ নাচের পরিমাণ। রাগ ভৈরব তাল একতালা ॥ অপ্সরী কিন্নরী জিনি নাচে বৃজ নারী। সঙ্গিত মোহন নাচ নাচে রাস ধারী ॥ ১ ॥ ভকতিয়া ভাঁড় নাচে নকল বিহারী। মান্দরাজি কর্ণাটক নাচে কাসমেরি ॥ ২ ॥ কাহারু নাচিল বহু নানা ভঙ্গি করি। যোগী বেশে বহু নাচ নাচে ভরথরি ॥ ৩ ॥ ইঙ্গরাজী মোঙ্গলাই উড়িয়া পর্ব্বতি। বেদিয়ার বহু নাচ নাচিল যুবতি ॥ ৪ ॥ গন্ধর্ব্বিনী নারী নাচ রঙ্গিনী নাচিল। ঝুমর মাথুরি নট অনেক রচিল ॥ ৫ ॥ চৌষষ্টি অঙ্গের কলা চৌষষ্টি লোচনে। কামকলা বোল তাহে নাচনের সনে ॥ ৬ ॥ কিঞ্চিৎ গতের নাম ভক্ত মনোহারী। কহি তাহা গন্ধর্ব্বের পুস্তক বিচারি ॥ ৭ ॥ ময়ূরী চকোরী হংসী খঞ্জনী ঘুটনি। সঙ্গীত হিল্লোল গত সুখোদয় মানি ॥ ৮ ॥ পদ চালি কুম্ভচাক কপোত পঞ্জিনী। ঘুঙ্গুরী বিলম্ব গত কর প্রসারণী ॥ ৯ ॥ এক পদিবঙ্ক পদি সুস্থিরা দামিনী। এক অঙ্গি বহু ভঙ্গি সুদেশ ভাজনি ॥ ১০ ॥ হরিণী তাড়নি গত চঞ্চলা মোহনী। লক্ষ্মী ঝম্পিনী আর গত বিনোদিনী ॥ ১১ ॥ আকর্ষিণী বিমোহিনী দুর্ল্লভা শোভনি। বিচিত্র নাচিল গত গোকুল রমণী ॥ ১২ ॥ যততাল ততগত নাম নাহিজানি। পশু পক্ষী নামে গত লোক মুখে শুণি ॥ ১৩ ॥ নাচনের অঙ্গ মুদ্রা এই সুখ সার। নেত্র মুদ্রা কর মুদ্রা চরণে বিস্তার ॥ ১৪ ॥ গলায় কমরে মুদ্রা কৈল বহু ভাঁতি। মস্তক অঙ্গুলী মুদ্রা মুক্তা নানা জাতি ॥ ১৫

॥ তুষিতে কৃষ্ণের মন গোপিনী রচিল। বর্ণ্তি বারে সাধ্য নাহি বিধি মূর্খ কৈল ॥
১৩॥ নাচের কৌশল। যথা রাগ তাল তথা ॥ অপূর্ব্ব রচনা কৈল এক সখী জন।
মস্তকে বান্ধিয়া পাগড়িয়ের গাথন ॥ ১ ॥ মুখেতে মোতির হার গাথয়ে হেলায়।
করেতে পাগের ফুল নাচিয়া বনায় ॥ ২ ॥ অষ্টভাঁটা গোলা কারি লোফে দুই করে
কদা চিত নাহি পড়ে ধরণী উপরে ॥ ৩ ॥ অষ্ট খানি ছুরি খেলে সঘনে গগণে।
কিকব করের গুণ অভয় পতনে ॥ ৪ ॥ কোন সখী অঙ্গুলীতে থালিকা ঘুরায়।
আকাশে কেলিয়া পুন অঙ্গুলীতে লয় ॥ ৫ ॥ মুখের ভিতরে অগ্নি খেলে অবি
রত। রসিক দেখিয়া ইহা হইল চকিত ॥ ৬ ॥ কোন সখী থাল পরি রাখিয়া চরণ
। থালের সহিত নাচে নাহয় পতন ॥ ৭ ॥ থালে জল মধ্যে দীপ করে তলয়ার।
নাচিতে অপূর্ব্ব শোভা নূতন প্রকার ॥ ৮ ॥ বাজিগরী কুস্তিগিরী যোগাসন আদি
মোহন তুষিতে গোপীকরে নানাবিধি ॥ ৯ ॥ সখীর নির্ম্মিত নাচ শিখি মান্দরাজী
। করুণা নিধানে কৈল অনায়াশে রাজি ॥ ১০ ॥ কল্প তরুর শোভা। রাগিণী
কেদারা। তাল আড়াতেতালা। দারুতে মণ্ডল গোল উচ্চ তিন হাত। বেষ্টন
বিংশতি হাত উপরেতে ছাত ॥ ১ ॥ ছাত মধ্যে কাষ্ঠ তরু উচ্চ মাপ যত।
তাহাতে লোহার ডাল চব্বিশ গণিত ॥ ২ ॥ নানা রঙ্গ দিয়া তায় ডাল রাঙ্গাইল
। অভ্রেতে মিনার ফুল তাহাতে রচিল ॥ ৩ ॥ সবজ মিনার পাত তাহে নানা জাতি
। রজত হাটক আর জগ জগা পাতি ॥ ৪ ॥ কাঁচামিনা রঙ্গ দিয়া ফুল পরি পাটী
। নানা ফুলে গন্ধ দিল পুষ্প গন্ধ বাটি ॥ ৫ ॥ লাহাতে করিয়া রঙ্গ ফুল বহু ভাঁতি
। বিচিত্র বেদীর পরে শোভে নানা কান্তি ॥ ৬ ॥ বহু জাতি পক্ষী তায় দিল বসা
ইয়া। বেষ্টিত সকল বেদী বনচর দিয়া ॥ ৭ ॥ কাঞ্চন বসন জড়াএ গোল মণ্ডল
। তোর্ষার ঝালর তাহে করে ঝলমল ॥ ৮ ॥ তরুর শিখায় শিখী করিছে নর্ত্তন
। কৃত্রিম কল্পতরু কলেতে রচন ॥ ৯ ॥ মধ্যে চাক কলে ফেরে অষ্ট সখী সঙ্গে।
করুণা নিধান রাজে দেখ নব রঙ্গে ॥ ১০ ॥ কলেতে ঘুরায় সখী ভিতরে পশিয়া।
আনন্দিত কৃপানাথ চাতুরী দেখিয়া ॥ ১১ ॥ এই মত বহু ভাঁতি রচি কল্পতরু।
কৃষ্ণ সহ কেলি করে রাধা প্রেম গুরু ॥ ১২ ॥ এই ছায়ানতে তরু নব বৃন্দাবনে।

রচিল ভকত দাস জয় নারায়ণে ॥ ১৩ ॥ গীত । রাগিণী ভীম পলাশ । তাল আড়া তেতালা । কভু নাচ কভু গান কভু বাজে যন্ত্র । যখন বাজায় হরি রাধা নাম মন্ত্র ॥ ১॥ অতুল রসের বৃদ্ধি গোপিনীর অঙ্গে । প্রতি রোম কূপে আসি ঘেরিল অনঙ্গে ॥ ২ ॥ মহা রাস সুখ লীলা গুপ্ত বৃন্দাবনে । ধ্যান গম্য এই লীলা গোপিনীর সনে ॥ ৩ ॥ নব বৃন্দাবন ধামে কল্পতরু ঘেরি । রঙ্গে ভঙ্গে নাচে গায় দিয়া শত ফিরি ॥ ৪ ॥ বল বল জয় জয় করুণা নিধান । প্রাণ মন দিয়া পদে-লওরে শরণ ॥ ৫ ॥ করিতে বিহাররাস পরীক্ষা লইতে । চন্দ্রাবলী সহ কৃষ্ণ চলে আচম্বিতে ॥৬॥ কোন গোপী নাহি জানে কৃষ্ণ কোথা গেল । রাধাকে লইয়া গোপী হইল ব্যাকুল ॥ ৭॥ ॥ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান । রাগিণী জারি । তাল মধ্যমান । সখী কেন অন্তর্ধান হৈল চিতচোরা । গোপী মীন জল বিনা প্রাণে হবে মরা ॥ ১ ॥ তিলেনা দেখিলে যারে নয়ন চকোরা । লোচন থাকিতে অন্ধ চাঁদ হই হারা ॥ ২ ॥ প্রেমের আধার জানি প্রাণ সঁপিলাম । আধারেতে অনাধার এবে বুঝিলাম ॥ ৩ ॥ সুকণ্ঠ ভ্রমরা জানি স ঙ্গ করিলাম । হৃদি পদ্ম মধু ভরি তাহারে দিলাম ॥ ৪ ॥ মধু পান করি শেষে ছা ড়িবে সন্ধ্যায় । জানিলে ভ্রমরা গুণ করিত উপায় ॥ ৫ ॥ যতন পাথড়ি দিয়া মুদিতাম তায় । সময়ে ভুলিয়া মোর ঘটে এই দায় ॥ ৬ ॥ কমল স্বভাব হেতু মুদিত নিশিতে । ভ্রমরা ছাড়িয়া গেল ইহারি দোষেতে ॥ ৭ ॥ চাতকী জলদ হা রা তথাচ বাঁচিতে । নাহি পিয়ে অন্য বারি পরাণ থাকিতে ॥ ৮ ॥ শ্যাম মেঘ সেই দশা আমারে করিল । মীলন সুধার কণা প্রাণার্থে হইল ॥ ৯ ॥ শ্যাম শ্যাম বলি বলি ধৈরয ছাড়িল । মণি হারা ফণী যেন গর্জনে চলিল ॥ ১০ ॥ যা বৎ দারুর মধ্যে অগ্নি করে বাস । অধিক পালন করে নাহি করে নাশ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ হেন শ্রীমতী বিলাস । সেঅগ্নি বাহির হৈলে দারুর নৈরাশ ॥ ১২ ॥ বিরহ অনল এবে সেই মত হয় । মীলন সুবারি বিনা নাহিক নিবায় ॥ ১৩ ॥ তৃণ তরু গুল্ম লতা পশু পক্ষীচয় । জিজ্ঞাসিল যত ছিল বৃন্দাবন ময়ময় ॥ ১৪ ॥ নী লকান্ত হৃদি ভূষা এই বনে আছে । দেখি থাক দেহ কহি রাই এই যাচে ॥ ১৫ ॥ তড়াগ বাপিকাকূপ যাই তার কাছে । নীলকান্ত দেহ মোরে আছে তোর কাছে

॥ ১৬ ॥ এই কুঞ্জ রথ আদি যাহা যাহা দেখে। দেহি দেহি নীলমণি রাই এই
ভাখে ॥ ১৭ ॥ নীলকান্ত মণি কৃষ্ণ সর্ব্বস্থানে পেখে। কৃষ্ণ এইনাম রাধা নিজঅঙ্গে
লেখে ॥ ১৮ ॥ ব্যাকুল দুকূল পড়ে সুধ বুধ নাই। সঘনে ডাকিছে রাধা কানাই
কানাই ॥ ১৯ ॥ ব্যাকুল হইয়াসখী কান্দিছে সবাই। অহেকৃষ্ণ বলআসি কিদোষে
হারাই ॥ ২০ ॥ চারি ফল ত্যাগকরি ধরিলাম মূল। দিলাম যৌবন রস করিবারে
স্থূল ॥ ২১ ॥ এইমূলে প্রেমতরু হইবে অতুল। গোপী লাগি নিত্যানন্দ হবে ফল
ফুল ॥ ২২ ॥ অঙ্কুর হইতে তরু জারিল তপনে। ত্বরিতে তাহাতে অম্বু নাহিদিল
ঘনে ॥ ২৩ ॥ বিচ্ছেদ তপনে দহে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে। রন্ধনের অগ্নিযেন লাগিল ভবনে
॥ ২৪ ॥ ভাবিয়া কৃষ্ণের গুণ অবাক অবলা। মনে করি চাঁদ মুখ কান্দে ব্রজবালা
॥ ২৫ ॥ কৃষ্ণের সোহাগ কথা আর লীলাখেলা। মনে করি সুখাইল গোপিনী অ
বলা ॥ ২৬ ॥ কৃষ্ণের চাতুরী বাণী করিয়া বিচার। লোমাঞ্চিত দেহ কম্পাহয় বার
বার ॥ ২৭ ॥ ভৎর্সনা করিয়া পুন স্তম্ভিত আকার। কৃষ্ণকোথা বলিবলি নেত্রেবহে
ধার ॥ ২৮ ॥ বিরহ দুর্জ্জনব্যাধি কৈল অতিক্ষীণ। পথেতে পতন গোপী জলবিন্দু
যেন ॥ ২৯ ॥ উদ্দেশ নাপাই গোপী করি অন্বেষণ। হাকৃষ্ণ বলিয়া মূর্চ্ছা হইল
তখন ॥ ৩০ ॥ কৈলাসে বসিয়া সতী দেখিয়া সতীত্ব। চৈতন্য দিলেনআসি দিয়া
প্রেমনিত্য ॥ ৩১ ॥ চৈতন্য পাইয়া গোপী কৃষ্ণ ভাবে মত্ত। হৃদয় মাঝারে দেখে
কৃষ্ণরূপ সত্য ॥ ৩২ ॥ ভগবতী উপদেশ দিলেন কহিয়া। চরণের চিহ্ন দেখি কৃষ্ণে
ধর যায়্যা ॥ ৩৩ ॥ সতী জানে সত্যতত্ত্ব স্বনাথ লাগিয়া। গোপিনীর কৃষ্ণ স্বামী
পরম রসিয়া ॥ ৩৪ ॥ খুজিতে পদের চিহ্ন পাইল মোহিনী। ধ্বজবজ্র তিল যব নি
শান নিশানি ॥ ৩৫ ॥ অর্দ্ধচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ছত্র শোভা তায়। মীনআদি কত রেখা
হেরিয়া জুড়ায় ॥ ৩৬ ॥ চিহ্ন ধরি সব গোপী আগে চলিযায়। গতি শ্রম বেদ্য
নহে মীলন আশায় ॥ ৩৭ ॥ চরণের চিহ্ন পরি বহু চুম্বদিয়া। পদ ধূলি চক্ষে
দিল অঞ্জন করিয়া ॥ ৩৮ ॥ চরণ পরশ হৃদে সুখে ছোঁয়াইয়া। বিরহ অশেষ
দুঃখ দিল ঘুচাইয়া ॥ ৩৯ ॥ ভক্তের জীবন জন্য লুকাইতে নারি। পদ চিহ্ন ধরা ম
ধ্যে রহে দীপ্ত করি ॥ ৪০ ॥ এক মনে গোপী গণে বুহ খেদ করি। খুজিতে খুজিতে

শেষে পাইল শ্রীহরি ॥ ৪১ ॥ ছলি বলি চন্দ্রাবলী প্রেমে বশ কৈল। অধিক ভক্তির জোরে এসুখ ভোগিল ॥ ৪২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে করি রাধিকা বাঁচিল। চন্দ্রাবলী কেলি কথা সকলি ভুলিল ॥ ৪৩ ॥ সখী সহ আহ্লাদিতা প্রেমে বিনোদিনী। মহারাসে মত্ত সবে লই গুণ মণি ॥ ৪৪ ॥ মীলনের নিত্য সুখ কিরূপে বাখানি। কৈবল্য হইতে সুখ সার অনুমানি ॥ ৪৫ ॥ সতী পায় নিজ পতি কিদিব উপমা। জন্ম অন্ধে পায় আখি তবু নহে সীমা ॥ ৪৬ ॥ বহু ধনী বন্ধ্যা মানি তাহাতে গরিমা। সুত প্রাপ্তি ততোধিক মীলন মহিমা ॥ ৪৭ ॥ কারাগার হইতে মুক্ত জিত বিবাদেতে। নির্দ্ধনের হয় ধন আরাম ব্যাধিতে ॥ ৪৮ ॥ ততোধিক আনন্দিত স্বামীর সাক্ষাতে। রাধা কৃষ্ণ ব্রজ গোপী হেরি লোচনেতে ॥ ৪৯ ॥ ওরে মন নেত্র সহ যুক্ত কর সার। হেরহ যুগল রূপ অন্তর বাহির ॥ ৫০ ॥ মরণে জীবন নিত্য হবে এই বার। রাধা কৃষ্ণ রূপ বনে দেওরে সাঁতার ॥ ৫১ ॥ রূপের মাধুরী ছটা অমিয়া অঞ্জন। নয়নে কাজল কর সুদৃষ্ট কারণ ॥ ৫২ ॥ অনিমিখে হের আখি অভয় চরণ। মন দিয়া মনে রাখ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥ ৫৩ ॥ বিষয় জুয়ার খেলা লাভা লাভ তায়। খেলরে নূতন জুয়া সত্য জিত যায় ॥ ৫৪ ॥ রাধা কৃষ্ণ পণ রাখি খেলি বারে চায়। জুয়া রাজ দুই জন যদি সাত পায় ॥ ৫৫ ॥ বিশ্বাস সুদান যেই দিতে পারে তারে। পারিশদ হবে সেই প্রভুর সংসারে ॥ ৫৬ ॥ প্রাণ মন দুই জন থাকি এক ঘরে। ভাগ্যেতে খেলহ অদ্য পণ অনুসারে ॥ ৫৭ ॥ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ পদে বিশ্বাস করহ। লোচন প্রহরি করি তাহাতে রাখহ ॥ ৫৮ ॥ খেলাড়ির গুণ কথা শ্রবণে শুণহ। রসনাকে সাক্ষী করি প্রতিজ্ঞা পালহ ॥ ৫৯ ॥ দেহ গেহ পরিবার আর ধন জন। বিশ্বাস সহিত সত্যেকর সমর্পণ ॥ ৬০ ॥ জয়জয় রাধা কৃষ্ণ করুণানিধান। বিচ্ছেদ মীলন পুন অমৃত আখ্যান ॥ ৬১ ॥ যার কৃষ্ণ সেই লয় কর আকিঞ্চন। যতনে রতন মীলে বেদের ভাষণ ॥ ৬২ ॥ টপ্পা। রাগ সোরঠ মল্লার তাল আড়াতেতালা ॥

পাইয়া হারাণ নিধি সানন্দে বিভোরা। যুড়ি যুড়ি পাণি পাণিঃমাঝেরাখি গুণমণিঃ নাচিছে ঘেরিয়া চাঁদ যেমন চকোরা ॥ ধুয়া ॥ ॥ রাস লীলা রাগিণী বাহার। তাল সম। তৃতীয় রাসেতে লীলা দেব অগোচর। শ্রীনাথ জানকী নাথ একত্রে বি

হার ॥ ১ ॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ সাধ পূরাইতে। মহা রাসে কেলিযুক্ত আনন্দ প্রমেতে ॥ ২ ॥ হেন কালে বিনোদিনী কর ধরি কয়। সীতা রূপে মন দুখ কিরূপে তেযায় ॥ ৩ ॥ কৃপাকরি রাম রূপ হও এই কালে। বাম ভাগে সীতা সতী রবে কুতূহলে ॥ ৪ ॥ বানর নাচিবে সঙ্গে হইবে কৌতুক। দয়া করি পূর্ণ কর ঘুষিবেক লোক ॥ ৫ ॥ ইচ্ছাময় রাম রূপ হইল তখন। রাধার দ্বিতীয় রূপ সীতা দেবী হন ॥ ৬ ॥ অঞ্জনা নন্দন আর সুগ্রীবাদি যত। সকল বানর নাচে লীলার সম্মত ॥ ৭ ॥ মুকুট কিরীট ভাঁতি দুর্লভ শোভন। নব বৃন্দাবনে দেখ প্রভু ভক্ত জন ॥ ৮ ॥ একে বহু রূপ ধারী পুন একা জান। জনক নন্দিনী অদ্য আনন্দে মগন ॥ ৯ ॥ ❁ ॥ গীত। রাগ বসন্ত। তাল ধামার ॥ যেই রাম সেই শ্যাম শুণ্যা ছিলাম কাণে। প্রভুর কৃপায় তাহা দেখিল নয়নে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রূপের গরিমা সীমা তুলনা দিব কোন খানে। যুগল যুগল ভাঁতি। মনে রাখ দিবা রাতি। মত্ত হও এই গুণ গানে ॥ ১ ॥ দোসরা লীলা। রাগিণী সুঘরাই। তাল তেতালা। রাম অবতারে সীতা উদ্ধার করিয়া। অনলে পরীক্ষা দিয়া লৈল আদরিয়া ॥ ১ ॥ সীতা দেবী মনোদুঃখ কহিল সকল। শুণিয়া শ্রীরামচন্দ্র হাসিয়া বিকল ॥ ২ ॥ কালে সুখ কালে দুখ আমার রচনা। কাল সহ কালে সুখ পাবে সুলোচনা ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণরূপে রাধা সহ নব বৃন্দাবনে। হইবে আশ্চর্য্য লীলা আনন্দ কারণে ॥ ৪ ॥ নিজ রূপে বহু রূপ হইব তখন। মোর প্রিয়া নিত্য সুখী হইবে সগণ ॥ ৫ ॥ এই কথা মনে করি রাসের সময়। রামকৃষ্ণ সীতা রাধা হইল উদয় ॥ ৬ ॥ রাম রূপে সীতা সহ হরি ভক্ত সঙ্গে। রাধা কৃষ্ণ বসি যথা আইলেন রঙ্গে ॥ ৭ ॥ বহু রাধা বহু সীতা করে কর ধরি। মহা রাসে মহানন্দ সঙ্গে সহচরী ॥ ৮ ॥ মধুর মধুর যন্ত্রে সুমধুর তান। লঘু গুরু জ্ঞানে নৃত্য সুধা কণ্ঠে গান ॥ ৯ ॥ কোথা রাম কোথা কৃষ্ণ কোথা সীতা রাধা। ভক্তে সুখ দিতে প্রভু পূরাইল সাধা ॥ ১০ ॥ রাগিণী করুণা। তাল আড়াতেতালা ॥ সকল ব্রজের যুবতি গোপিনীর বিরহ ॥ কত লীলা করে কিশোর কিশোরী। শুণিয়া শ্রবণে যাই বলি হারী। ধুয়া ॥ ❁ ॥ নাচিতে নাচিতে রাধা কৃষ্ণ মীলি। যুকতি করিল করিবারে কেলি ॥ ১ ॥ হৈল অন্তর্ধান রাধা বন

মালী। গোপী ধায় পাছে পাছে বলি ॥ ২ ॥ শাড়ী ধড়া ধরি ধরিয়া আনিল। পুন রপি সবে নাচিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ মোহন মোহিনী জানে ইন্দ্র জাল। ভুলাইয়া পুন দোঁহে লুকাইল ॥ ৪ ॥ গুপ্ত নিধুবনে যুগল বিহারী। বিলসতি অতি মন্মথমারী ॥ ৫ ॥ সখী গণ মন বুঝিতে বিচারী। বিরহ অনল প্রকাশিল হরি ॥ ৬ ॥ রাধা কৃষ্ণ বিনা হৈল অন্ধকার। তপন বিহনে দিনে দেখা ভার ॥ ৭ ॥ পূর্ণ শশী হীনে তিমির প্রচার। ততোধিক তমো নেত্রে সবাকার ॥ ৮ ॥ নাদেখি যুগলে হৈল হা হাকার। ললিতা বিষথা ডাকে বারবার ॥ ৯ ॥ হেকৃষ্ণ হেকৃষ্ণ গোপিনীর প্রাণ। হেরাধে হেরাধে গোপীর নয়ন ॥ ১০ ॥ সঙ্গের সঙ্গিনী ত্যজিয়া কোথায়। কোন কুঞ্জে গেল লই যদুরায় ॥ ১১ ॥ প্রাণ মন সঁপি দিয়াছি তোমায়। পায়্যা নষ্ট করা উচিত নাহয় ॥ ১২ ॥ তব রূপ জালে ফান্দাইয়া মোরা। যত্নে ধরি ছিল কালিয়া ভ্রমরা ॥ ১৩ ॥ সেজাল লইয়া গেল কৃষ্ণ চোরা। প্রাণে মরি এবে হই জাল হারা ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণ রূপ সুধা করিবারে পান। তব দাসী হইআছি সর্ব্ব ক্ষণ ॥ ১৫ ॥ গোকুল সাগর করিয়া মন্থন। কালিয়া অমিয়া করিল সাধন ॥ ১৬ ॥ সবে মীলি পান করিব সমান। তাহে কেন কৈলা প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন ॥ ১৭ ॥ দৈত্যে কুল নহি ক রযে এমন। সুধাপাই সুরে কৈল প্রতারণ ॥ ১৮ ॥ এসুধা মন্থনে গোপিনী সকল। নিশি দিসি তব সঙ্গেতে ব্যাকুল ॥ ১৯ ॥ মোরা মীন সবে তুমি তাহে জল। কৃষ্ণ সরো বর জীবনের স্থল ॥ ২০ ॥ তিল আধ কভু তোমা ত্যাগ নাই। কৃষ্ণ হারা হই মোরা মরি নাই ॥ ২১ ॥ মরণ নিকটে আইল ঘনাই। এবে এই দশা তোমারে হারাই ॥ ২২ ॥ চন্দ্রাবলী কহে ধরিব যতনে। সবে মীলি হও নির্ভয় মরণে ॥ ২৩ ॥ হেরিকাল সুধা কেহ নাহি মরে। প্রাণাধিক গুণ কাল সুধা ধরে ॥ ২৪ ॥ বিরহ অনল ত্যজে ব্রজ নারী। চলিল গহন বনে সারি সারি ॥ ২৫ ॥ চরণের চিহ্ন আভা দীপ্ত কারী। মঁণি কান্তি জিনি শোভা তিমিরারি ॥ ২৬ ॥ লোহিত কমল চারু পদ তল। হেরিয়া কামিনী হইল বিহ্বল ॥ ২৭ ॥ কোন গোপী চুম্ব খায় চিহ্ন পরি। হৃদয়ে মাখিল অতি প্যার করি ॥ ২৮ ॥ মস্তকে ধারণ করে বহু নারী। কেহবা কাজল পরে নেত্র ভরি ॥ ২৯ ॥ ধ্বজ বজ্র সঙ্খ চক্র ধনুক অঙ্কুশ

। উর্দ্ধরেখা ছত্র যব সুচারু কলস ॥ ৩০ ॥ ত্রিকোণ কমল জম্বুফল মীন আদি। গোষ্পদ পূর্ণ চন্দ্র গদা অঙ্ক নিধি ॥ ৩১ ॥ রতন বেদীর চিহ্ন দেখিয়া জানিল। মন চোর এই পথে আজি পলাইল ॥ ৩২ ॥ পুন দেখে রাধি কার চরণের রেখা। একে একে সব সখী মীলি করে লেখা ॥ ৩৩ ॥ রতন পর্ব্বত অষ্ট কোণ বিরাজিত। ময়ূর নাচিছে তায় ললিত অঙ্কিত ॥ ৩৪ ॥ নীল পদ্ম চন্দ্র হাস বলয় সহিত। উর্দ্ধরেখা মীন তাহে লতা সুশোভিত ॥ ৩৫ ॥ নিশান উড়িছে তায় আকাশ চুম্বিত। মনোহর রথ যব তাহে পরিমিত ॥ ৩৬ ॥ শঙ্খ বাণ অর্দ্ধ চন্দ্র হেরে মনোনিত। চরণের চিহ্ন হৃদে করিল চিহ্নিত ॥ ৩৭ ॥ গদা পাশ রত্ন ছত্র প্রণব আকার। মাঝে মাঝে তিল চিহ্ন দেখে বার বার ॥ ৩৮ ॥ দুইরূপ পদচিহ্ন লখিয়া গোপিনী। যুগল চাতুরি জ্ঞাত হইল তখনি ॥ ৩৯ ॥ নিগূঢ় প্রেমের গুণ জ্যোতিষ অধিক। গোপিনী মনেতে জানে কৃষ্ণের কৌতুক ॥ ৪০ ॥ অন্তরে করিয়া ধ্যান করিয়া সন্ধান। নিধু বনে ধরে যায়গা মোহিনী মোহন ॥ ৪১ ॥ লজ্জায় লজ্জার মুখ সখী মুখ হেরি। কৃষ্ণের লম্পট কথা কহে ব্রজেশ্বরী ॥ ৪২ ॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ হইল মুরারি। পূরাইল সর্ব্ব সাধ রাস কেলি করি ॥ ৪৩ ॥ যতনে রাখিল গোপী হৃদয় উপরি। বিহারের বহু যুক্তি করিল শ্রীহরি ॥ ৪৪ ॥ কমল মালেতে যেন ভ্রমরা রজাল। কুসুম শ্রেণিতে শোভাপ্রজা পতি ভাল ॥ ৪৫ ॥ তমাল কাননে যেন হরিণীর বাস। ময়ূরী ময়ূর বহু করয়ে বিলাস ॥ ৪৬ ॥ বহু কৃষ্ণ বহু গোপী ততোধিক শোভা। বিরাট বিভূতি বুঝি ভক্ত মনোলোভা ॥ ৪৭ ॥ প্রকৃতি অধীন কৃষ্ণ মহা রাসে দেখি। কেপারে বুঝিতে ইহা কর্তৃ কৃত ফাঁকি ॥ ৪৮ ॥ গোপী অনুগত হই এই সাধ মনে। দিবা নিশি পড়ি থাকি নব বৃন্দাবনে ॥ ৪৯ ॥ পদ চিহ্ন ধরি নাথে গোপিনী পাইল। দীন হীন লাগি দয়া ভবে প্রকা শিল ॥ ৫০ ॥ রাধা কৃষ্ণ দুই রূপ প্রতিমা রচিল। যতনে দেখিতে ইহা যেজন সাধিল ॥ ৫১ ॥ মরণান্তে প্রাপ্তিহবেগোলোক নিশ্চয়। যাদৃশী ভাবনাকরে তাহা সিদ্ধহয় ॥ ৫২ ॥ ভৃঙ্গভাবি হয় ভৃঙ্গী দেখ সেই ক্ষণে। কৃষ্ণ ভাবি রাধা কৃষ্ণ নাহি পাবে কেনে ॥ ৫৩ ॥ দিবা নিশি হের সবে যুগল নয়নে। পরাণের নাথ মোর করুণানিধানে ॥ ৫৪ ॥ জীবের

তারণ জন্য কলিতে উপায় । রসনাতে গুণ গাই শ্রবণ জুড়ায় ॥ ৫৫ ॥ অহো রাত্র কৃষ্ণ লীলা করহ রচন । আনন্দে কাটাও কাল তাপ নিবারণ ॥ ৫৬ ॥ মীন কচ্ছপ কোল নৃসিংহ বামন । পরশুরামের লীলা রচহ সঘন ॥ ৫৭ ॥ রাম বলরাম বৌদ্ধ কল্কি রূপ শেষ । দশ অবতার লীলা রচহ বিশেষ ॥ ৫৮ ॥ পূর্ণ্ণ তম অব তার রাধাকৃষ্ণ নিত্য । দেবের দুর্ল্লভ লীলা বৃন্দাবনে সত্য ॥ ৫৯ ॥ পুরাণ প্রমাণে লীলা প্রেমের সহিত । ভক্ত জন মীলি কর লইয়া সুহৃত ॥ ৬০ ॥ চৈতন্য বল্লভ লীলা কলিতে প্রকাশ । কর্ত্তার সকলি লীলা কভু নহে শেষ ॥ ৬১ ॥ বংশী চুরি লীলা । রাগিণী পরজ । তাল তেতালা । অন্তর্ধান পরে হরি মীলিল আসিয়া । আনন্দে মগন গোপী কৃষ্ণকে লইয়া ॥ ১ ॥ বিরহের অভিমান রাধিকা ভাবিয়া । কৃষ্ণের পিরীতি বস্তু মনে বিচারিয়া ॥ ২ ॥ মুরলী কৃষ্ণের প্রাণ সুস্থির করিয়া । কৌশলে করিল চুরি গোপিনী মীলিয়া ॥ ৩ ॥ লইব বিরহ দাদ বাঁশী লুকাইয়া । নাচে রাধা কৃষ্ণ কর দুখানি ধরিয়া ॥ ৪ ॥ কমর হইতে বাঁশী ললিতা লইয়া । সখী হাতে হাতে দিয়া দিল চালাইয়া ॥ ৫ ॥ প্যারী মুখ নিরখই নিজ পাসরিয়া । শ্যাম ভৃঙ্গ মুগ্ধহেল আসব লাগিয়া ॥ ৬ ॥ চৈতন্য রূপিণী রাধা সময় পাইয়া । বাজাইতে কহে বাঁশী চিবুক ধরিয়া ॥ ৭ ॥ নাচিব বাঁশীর গীতে শুণ মোহনিয়া । বাজাইতে মন দিল সন্তোষ হইয়া ॥ ৮ ॥ লজ্জিত হইল অর্তি বাঁশী নাপাইয়া । অঙ্গনে অঙ্গনে আর স্থান বিচারিয়া ॥ ৯ ॥ কোথায় নাদেখি বাঁশী ফিরে তলা সিয়া । চোর বাদ ঘুচাইতে বসন খুলিয়া ॥ ১০ ॥ প্রতি গোপী ঝাড়া দিল কৃষ্ণে দেখাইয়া । আশ্চর্য্য মানিল কৃষ্ণ বংশী হারাইয়া ॥ ১১ ॥ ● ॥ গীত । রাগ ললিত । তাল সম ॥ মুরলী মুরলী বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে । কোথারে রহিলা বাঁশী ছাড়িয়া আমারে ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ যুবতিকে বশকর । পশু পক্ষী মনহর । বিধাতা দিয়াছে বাঁশী এগুণ তোমারে ॥ ১ ॥ তোমার আশ্চর্য্য রায় । যমুনা উজান বায় । সাগরের তরঙ্গ নিবারে ॥ ২ ॥ অকালে ফুটাও ফুল । ডাকি আন ধেনু কুল । রাধা বলি ভুলাও রাধারে ॥ ৩ ॥ তোষ ঋষি গণ মন । ব্রহ্মা আদি পঞ্চানন । বশ কর ইচ্ছা করি যারে ॥ ৪ ॥ দোসরা গীত । রাগিণী রামকেলি । তাল আড়াতে

তালা ॥ বাঁশের স্বভাব বাঁশী ছাড়িতে নারিলে। সুজড় কঠোর হই কার হাতে রৈলে ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ আমি নহি পর বশ কভু কোন কালে। বশী করি গুণ তোরে দিয়াছিরে ভুলে ॥ ২ ॥ পাছে কার মুখে বসি ডাক কৃষ্ণ বল্যা। করিবে তেমন দশা যেন বলি ছল্যা ॥ ৩ ॥ গোপিনীর মুখে বাজ তরল সরলে। তবু দুঃখ নাই দুখ অন্য মুখে গেলে ॥ ৪ ॥ তেসরা গীত। রাগিণী। প্রভাতি ॥ তাল ধিমা তেতালা ॥ রাধেতোরে তিলআধ আরকভু ছাড়িয়া যাবনা। বাঁশীদিয়া প্রাণনাথ স্থিরহই করি তব মনোরঞ্জনা ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ তোমাবিনা বংশী চোর ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা। মম ত্রুটি ক্ষমাকর গুণ গেলজানা ॥ ১ ॥ চতুর্থ গীত। রাগিণী ভৈরবী ॥ তাল তেওট ॥ ❀ ॥ চোর হৈয়া চোর বাদ দেও বংশীধারী। কেহ মোরা ভুলি নাই মাখনের চুরি ॥ ১ ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ পর মন হরি বারে সাধ নাহি করি। গোচারণে নাহি যাই কিকায মুররী ॥ ২ ॥ বাঁশী বাজাইয়া মোরা উদর নাভরি। বংশ কাটি বহু বংশী বনাইতে পারি ॥ ৩ ॥ মুখ শশী তাহে বাঁশী ভাল না বিচারি। বিধাতা আসিয়া বুঝি লইলেক হরি ॥ ৪ ॥ কিম্বা বশ করিবারে নৈল ত্রিপুরারি। মিছা কেনে আমা সনে করহে চাতুরী ॥ ৫ ॥ গোঠে মাঠে ফিরিয়াছ আপনা পাসরি। লাজ নাই অবলাকে চোর কহ হরি ॥ ৬ ॥ দুর্ব্বলা অবলা বালা অঙ্গ দেখিলে টাটরি। পিরীতি লাগিয়া এতসহে ব্রজনারী ॥ ৭ ॥ নাচ গান রঙ্গ ভঙ্গ করহে মুরারি। পাবার হইলে পাবে সময়ে মুররী ॥ ৮ ॥ গোপীদ্দের জবানি সাঙ্গ ॥ গীত। রাগিণী আলৈয়া। তালসম। যেখানে নিশ্চয়করে যদুরায়। সেইস্থান হইতে গোপিনী ছাপায়। বহু কাল যায়ঃ বংশী নাহিপায়ঃ ধরিরাধা পায় হরি বাঁশী চায় ॥ ১ ॥ আপন মায়ায়ঃ আপনা ভুলায়ঃ কৌতুক আশয় বুঝা বড়দায়। রসিকা ইহায়ঃ বিলম্ব নাশয়ঃ হাসি কথা কয়ঃ সুধা সুখ তায় ॥ ২ ॥ আনি ব্রজ গোপীঃ বাঁশী দিল সঁপিঃ রাধা গুণ কৃষ্ণ বাঁশীতে বাজায়। করি কোলা কোলিঃ নাচে সবে মীলিঃ আনন্দে অমর ফুল বরিষায় ॥ ৩ ॥ কড়ার বাঁশেতেঃ এত গুণ দিতেঃ তোমা বিনা নাথ কেজানে উপায়। বিশ্ব তব পায়ঃ তুমি ধর পায়ঃ এত অনুচিত উচিত নাহয় ॥ ৪ ॥ বংশী চুরি লীলা সাঙ্গ ॥ শতরঞ্জ খেলা। রাগিণী

কামোদ। তালতেতালা॥ বিনোদিনী বিনোদ লাগিয়া। চৌষটি কলায়রচে শত রঙ্গ পাতিয়া॥ ধুয়া॥ ॥ শ্যাম রঙ্গে রাধা ঘুঁটি রাঙ্গাইয়া॥ পরজাতা॥ অহ ঙ্কারে কৈল রাজা নৈত্র হিংসাময়। আশা নেশা দুই হাতী লোভ ক্ষোভ হয়॥ ১ ॥ মোহ মিথ্যা নিন্দা মদ ভ্রান্তি আর জাতি। তয় ক্ষয় আদি অষ্ট এই তার রথী ॥ ২ ॥ রতি কাম দুই তরি সব ঘরে গতি। ষোল কল্লা ষোল ঘরে করিল বসতি॥ ৩ ॥ প্রকৃতি দলেরসজ্জা মায়া তারখ্যাতি। রচিয়া সন্তোষ যুক্তা ত্রিজগত সতী॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ কৈল মন রাজা মন্ত্রিণী যুকতি। জ্ঞান ভক্তি হাতী দুই অশ্ব মতি রতি॥ ৫ ॥ কৃপা দয়া দুই নৌকা অষ্ট পদাতিক। অষ্ট সিদ্ধি নাম তার শোভা অলৌকিক ॥ ৬ ॥ শতরঞ্জ খেলে হরি প্রেম তায় রঙ্গ। ষোল ঘর পূর্ণ কৈল কৌতুক তরঙ্গ॥ ৭ ॥ বত্রিশের রঙ্গ ভূমি প্রপঞ্চ ভঞ্জিতে। একুনে চৌষটি ঘর রচিল যাহাতে ॥ ৮ ॥ যুগল স্বরূপ তাহে নরদ ফেরায়। মুখ হেরা হেরি সদা চৌষটি কলায়॥ ৯ ॥ সদ সৎ ঘুঁটি তাহে চলিতে লাগিল। নিজ নিজ ইচ্ছা মত বলে বল দিল॥ ১০ ॥ এক দিকে মায়া বল চলে বহু রঙ্গে। আর দিকে মায়া কাটে বুদ্ধের তরঙ্গে॥ ১১ ॥ শ্রেষ্ঠ নীচ ঘুঁটি মরে রহে এক ঠাই। উত্তম ঘরেতে গেলে উত্তম বড়াই॥ ১২ ॥ হারি জিত আত্ম হাতেযতন বিধানে। খেলার কৌশল কর্ম্ম দেখ ত্রিভুবনে ॥ ১৩ ॥ চতুর খেলাড়ি কৃষ্ণ মায়াকে জিতিল। দেখাদেখি ভক্তজন খেলায় মাতি ল ॥ ১৪ ॥ খেলা সাঙ্গ পরে বল ঝাঁপি মধ্যে থাকে। দ্বেষা দ্বেষ নাহি তথা বুঝ হ কৌতুকে॥ ১৫ ॥ খেলাড়ির দুই দল সম পরিমাণ। হারি জিত জন্ম মৃত্যু দু দিকে সমান॥ ১৬ ॥ বল চালা মাত আদি খেলাড়ির হাত। নরদ জগত জীব খেলে তাত মাত॥ ১৭ ॥ শতরঞ্জের চৌষটি ঘরের নাম। সংযোগ বিয়োগ চিন্তা অচিন্তা ভয়া ভয় সুসঙ্গ কুসঙ্গ ৮ ইচ্ছা অনিচ্ছা ভ্রান্তি অভ্রান্তি সম বিসম দান অদান রঙ্গ ৮ প্রেম অপ্রেম দৃষ্ট অদৃষ্ট রিষ্ট অরিষ্ট ভাল মন্দ ৮ শ্রবণাশ্রবণ ভোজনা ভোন যশোযশ আনন্দ নিরানন্দ ৮ টীকা অষ্ট সিদ্ধির নাম॥ অনিমাদি ১ ল ঘিমা ২ মৃত সঞ্জীবনী ৩ সমাধি ৪ পরকায় প্রবেশ ৫ ইচ্ছা মত প্রাপ্তি ৬ অ ন্তর্ধান ৭ প্রকাশ ৮ কৃপা অকৃপা ধন নির্দ্ধন পূজা অপূজা যুদ্ধাযুদ্ধ ৮ বাক্য

বাক্য লজ্জা বিলজ্জা ধৈর্য্যাধৈর্য্য রঙ্গ বেরঙ্গ ৮ মানাপমান সাধ্যাসাধ্য কৌশ লাকৌশল রীতি কুরীতি ৮ বুদ্ধি কুবুদ্ধি মেল গরমেল দণ্ডাদণ্ড ত্বরিতাত্বরিত ৮ চৌষট্টি ঘরের এই প্রকার নাম ॥ বল চলনের নাম ॥ সোহাগাসোহাগ ক্রমাক্রম তেজোতেজ কালাকাল সিদ্ধি অসিদ্ধি সৎকর্ম্ম কুকর্ম্ম অভ্যাস অনভ্যাস সোজা বাঁকা লম্বা খাট জীবন মরণ সন্তোষা সন্তোষ মঙ্গলামঙ্গল এই রূপ অনেক মত চালন তাহার নাম লিখিতে বিস্তার হয় কেবল প্রভুর খেলার কৌশলের কিঞ্চিৎ সূত্র মাত্র লিখিলাম ॥ ❁ ॥ গীত ॥ রাগিণী ভীমপলাশ। তাল আড়াতেতালা ॥ রাধা কৃষ্ণ লীলা খেলা কেহ নাহি জানে। শতরঞ্জ মনোরঞ্জ জ্ঞানের কারণে ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ চৌষট্টি ঘরেতে হয় চলিছে যেমন। চালাইতে নাহি পারে বিহীন সন্ধান ॥ ১ ॥ ভকতি বিজ্ঞান যেই সাধিবে যতনে। রাধা কৃষ্ণ লীলা খেলা হে রিবে তখনে ॥ শতরঞ্জ খেলা সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ হিতোপদেশ লীলা। রাগিণী রাম কেলি। তালতেতালা ॥ বংশী চুরি লীলা পরে রাসের বিলাস। গোপিনীর মনো মত পূরাইল আশ ॥ ১ ॥ কুতূহলে জল কেলি করি ব্রজরায়। নিকুঞ্জে বিরাজমান গোপী ঘেরা তায় ॥ ২ ॥ হেন কালে এক গোপী কৈল নিবেদন। কৃপাকরি নাথ কহ প্রেমের লক্ষণ ॥ ৩ ॥ ভক্তি যুক্তি নাহি জানি নাজানি সাধন। তথাচ অবলা গণে দিলে আলিঙ্গন ॥ ৪ ॥ এতেক পিরীতি নাথ কর দাসী সনে। কারণ শুনি তে বাঞ্ছা সুধার বদনে ॥ ৫ ॥ গোপী বাণী শুনি কৃষ্ণ স্বীকার করিল। প্রেম ভ ক্তি হিতকথা সর্ব্বে শুনাইল ॥ ৬ ॥ আমার প্রিয়সী রাধা প্রেমের আধার। আধার হৃদয়ে বাস সদাই আমার ॥ ৭ ॥ বস্তুতে স্বভাব যেনক্ষণ নহে ছাড়া। প্রেমের আ ধারে আমি ততোধিক জড়া ॥ ৮ ॥ রাধা অনুগত গোপী ব্রজ মাঝে যত। প্রেমা ধারে পর শিয়া হৈল প্রেমে রত ॥ ৯ ॥ অতএব আমি তব হই অনুগত। যে তনু প্রেমেতে লগ্ন তাহাতে সতত ॥ ১০ ॥ এক রূপে বহু রূপ কিম্বা ছায়া দিয়া। প্রেমিক জনারে রাখি আপন করিয়া ॥ ১১ ॥ শুনি গোপী পুন কহে শুন গো পীনাথ। প্রেম ময়ী সুধা রাধা সদা তব সাত ॥ ১২ ॥ তার সঙ্গি দাসী হই পা ইল তোমায়। জন্য জীব প্রেম পায় করহ উপায় ॥ ১৩ ॥ দয়াল রসিক রাজ

ভুবন কাণ্ডারী। কেবল প্রেমের বশ প্রেম অধিকারী ॥ ১৪ ॥ পিরীতি নিয়ম কৃষ্ণ জীব নিস্তারিতে। বিস্তারিয়া গোপী প্রতি লাগিল কহিতে ॥ ১৫ ॥ জাত কর্ম্ম জীব বদ্ধ সদা কর্ম্ম যুক্ত। ফলা ফল সেই মত কভু নহে মুক্ত ॥ ১৬ ॥ বৈকুণ্ঠ কৈলাস ব্রহ্ম দেব লোক আদি। সৎকর্ম্ম ভোগে জীব যথা কাল বিধি ॥ ১৭ ॥ পাপের পরম ক্লেশ দুখ নানা জাতি। যম লোকে শাস্তি তার নরকেতে স্থিতি ॥ ১৮ ॥ ভোগা ভোগ নাশ হয় আমার স্মরণে। তাহার উপায় কহি শুণ সাবধানে ॥ ১৯ ॥ গোলোক অগম্য স্থান সব কর্ম্মি জনে। জীবআত্মা যাবে তথা স্মরণের গুণে ॥ ২০ ॥ এই শিক্ষা দিতে আমি দীপ্ত বৃন্দাবনে। তোমরা আইলা সঙ্গে প্রেম দিতে জনে ॥ ২১ ॥ আত্ম সমাপন ভক্তি প্রেম পাঁচ ভাবে। স্মরণ ইহারে বলি ত্বরাই তেজীবে ॥ ২২ ॥ শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর। ব্রজ ভূমে উৎপন্ন হইল অঙ্কুর ॥ ২৩ ॥ সগুণের সার রূপ ধরিণু যেমত। তব সব রীতিমত ভাবিবে সতত ॥ ২৪ ॥ মম মূর্ত্তি রচি কিম্বা মনে করি ধ্যান। প্রপঞ্চ ছাড়িয়া মোর করিবে স্মরণ ॥ ২৫ ॥ নিত্য গোলোকেতে বাস নাহবে পতন। কোনজীব যেইক্ষণে লইবে স্মরণ ॥ ২৬ ॥ তার রক্ষা কারী সদা চক্র সুদর্শন। স্মরণের রীতি বাণী শুণ বিবরণ ॥ ২৭ ॥ বৃন্দাবন লীলা খেলা সদা করে গান। কিম্বা জীব মন দিয়া করয়ে শ্রবণ ॥ ২৮ ॥ অথবা প্রতিমা রচি করয়ে সেবন। কিম্বা মম রূপ মনে সদা করে ধ্যান ॥ ২৯ ॥ লোচনেতে মম রূপ করে নিরীক্ষণ। অথবা আমার গুণ করয়ে শ্রবণ ॥ ৩০ ॥ বিশ্বাস করিয়া পুন নাদেখি আমায়। গোপীর বিরহমত করেহায় হায় ॥ ৩১ ॥ অথবা আমার লীলা করিয়া রচন। আনন্দে পুলক থাকে করি দর শন ॥ ৩২ ॥ ত্রুটি করি ক্ষত্ত হয় শেষে মোরে ভজে। কোন রূপে মোর রসে জীব যদি মজে ॥ ৩৩ ॥ সংক্ষেপে উপায় এই শুণ প্রিয় ধনী। আমারে ভজিয়া সুখী হইবে অবনি ॥ ৩৪ ॥ আমা ছাড়ি অন্য দেবে নাকরে পুজন। প্রেমের পরম গুরু রাধি কারে জান ॥ ৩৫ ॥ ধন জন প্রাণ মন আমারে সঁপিয়া। যেজন ত্যজিবে প্রাণ আমারে ভাবিয়া ॥ ৩৬ ॥ জীবন মুকতি তার মম সঙ্গে বাস। প্রেমের উপায় এই দুখের বিনাশ ॥ ৩৭ ॥ সর্ব্ব পাপ ছাড়ি ধর্ম্ম করিবে যতনে। সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি

ুন রহিবে স্মরণে ॥ ৩৮ ॥ স্মরণের তরু বরে প্রেম ফল ফলে। নিত্য সুখ রস তাহে পান অবি কলে ॥ ৩৯ ॥ সংক্ষেপে নিগূঢ় কথা কহিল বিশেষ। ক্রমে ক্রমে এই কথা হবে দেশ দেশ ॥ ৪০ ॥ শুনিয়া রমণী গণ দিয়া প্রাণ মন। প্রেম মধু পানে মত্তহইল তখন ॥ ৪১॥ ইতি হিতোপদেশ লীলাসাঙ্গ ॥ ❀ ॥ শীত কালের গুপ্ত রাস লীলা। রাগিণী সুহিনি। তাল তেতালা। মার্গ শীর্ষ কৃষ্ণ পক্ষ হেমন্ত ঞ্চার। গুপ্ত মহা রাস লীলা আনন্দ বিহার ॥ ১ ॥ পৌষ সুদি পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত অপার। নিতি নিতি নব লীলা করিল বিস্তার ॥ ২ ॥ এক নিশি ব্রজে লীলা ছয় মাস লোকে। সেই লীলা তিন মাস হইল কৌতুকে ॥ ৩ ॥ নব বৃন্দা বনে শোভা প্রথম কার্ত্তিকে। অব শেষ দুই মাস পূর্ণ হেমন্তকে ॥ ৪ ॥ মনো রম কুঞ্জ বেড়ি পরদা ঘেরিল। নানা রত্ন জরি দিয়া জড়িত করিল ॥ ৫ ॥ বিজলী াটিয়া বস্ত্র সখীতে রঙ্গিল। কুঞ্জের ছাতেতে সখী মীলি টাঙ্গাইল ॥ ৬ ॥ লাল শ্বেত পীত রঙ্গে বাটী বনাইল। বিনা ধুম সব কুঞ্জে উজ্জ্বল করিল ॥ ৭ ॥ চন্দ্র মল্লি কায় মালা সুন্দর গাথিল। রম্ভা তরু থাম্বা করি তাহাতে মুড়িল ॥ ৮ ॥ পাঁচ ভাগ সম করি দিল বাঁশ খিল। লাহরিয়া করি মালা তাহে জড়াইল ॥ ৯ ॥ এক থর দিয়া পরে দিল লাল ফুল। লাল মুণ্ডি নাম তার গুল মখমল ॥ ১০ ॥ োহারা গাথিয়া হার থাম্বায় রচিল। লাহরিয়া মনো রম থাম্বায় সাজিল ॥ ১১ ॥ উজ্জ্বল কনকে যেন মাণিক মণ্ডিত। দুই রঙ্গ ফুলে থাম্বা শোভিল তেমত ॥ ১২ ॥ দুই ফুলে জাল গাথি বেদী ছাত পাশ। সাজাইল মনো মত কামে করি ত্রাস ॥ ১৩ ॥ পারিজাত গেঁদা ফুলে মগজি বিন্যাস। মনোরম মগজি বান্ধিল চারি পাশ ॥ ১৪ ॥ শালের যমাট দিয়া বিছানা পাতিল। তূষের তাকিয়া তাহে বিচিত্র রাখিল ॥ ১৫ ॥ হেমন্ত হরণ রত্ন জড়িত তাহায়। মৃগ মদে ভূষি অঙ্গ অনঙ্গ জাগায় ॥ ১৬ ॥ তার মধ্যে রাধা কৃষ্ণ রূপের আধার। সমবয়ো সব সখী স্বরূপ আকার ॥ ১৭ ॥ গরম মিষ্টান্ন মেওয়া ক্ষীর নানা জাতি। রতন ভাজনে রাখি যোগায় যুবতি ॥ ১৮ ॥ ঈষদ গরম জলে জল আচরণ। গরম মসালা যুক্ত তাম্বূলা চর্ব্বণ ॥ ১৯ ॥ যন্ত্র যন্ত্রী সখী গণ তুষিতে মোহন। নির্যাস রসের গান রসেতে

মগন ॥ ২০ ॥ কামনা পূরায় কৃষ্ণ সুধা আলিঙ্গন। প্রেম কণা ঘর্ম্ম তাহে হইছে পতন ॥ ২১ ॥ রতি কাম নানাভাঁতি তাহাতে সৃজন। রতি কামে উপমিত নাহয় কখন ॥ ২২ ॥ যুগল কিশোর রূপ করিতে বর্ণনা। ফল ফুলে ধাতুমূলে নাহয় তুলনা ॥ ২৩ ॥ রবি শশী তারা মেঘে উপমা নাহয়। রতি কাম ঈশ শেষ সম নহে তায় ॥ ২৪ ॥ শ্রীচরণ রজ হৈতে সব বস্তু হয়। ছায়াদিয়া রূপ গুণ কেবা কোথা কয় ॥ ২৫ ॥ শোভার আধার যত যাহার আধার। আধার জিনিয়া শোভা শ্রী অঙ্গে বিস্তার ॥ ২৬ ॥ বাক্য গম্য রূপ নহে দৃষ্টান্ত রহিত। ধ্যান গম্য এই রূপ ভকতি সহিত ॥ ২৭ ॥ রাসের উল্লাস রস গুপ্ত রসময়। রসিকা রসের পানে রসের উদয় ॥ ২৮ ॥ সখী অনুগত যদি হয় কোনমতে। ভক্ত আখ্যা হয় তার এতিন জগতে ॥ ২৯ ॥ দুই মাস শীতকাল এই নিত্য ব্রত। নব বৃন্দাবন ধামে হইল সতত ॥ ৩০ ॥ নিজ দাস সুখ লাগি নিভৃত বিলাস। আশার পূরিল আশা হেরিয়া প্রকাশ ॥ ৩১ ॥ করুণানিধান নাথ মোহিনীর অঙ্গ। সংক্ষেপে রচিল রাস লীলা হইল সাঙ্গ ॥ ৩২ ॥ গীত। রাগিণী করুণা স্তুতি। তাল জগঝম্পে ॥ জয় জয় বল্লভ পরম পুরুষোত্তম জয় জয় বিঠল সকল মঙ্গল ধাম। ত্রিভুবন হিতকারী জয় জয় অভিরাম। ভকতি মুকতি দাতা জয় জয় রাধা শ্যাম ॥ ১ ॥ তাপ নিবারণঃ দুঃখ বিভঞ্জনঃ রক্ষরক্ষ দীননাথ। অভয় চরণেঃ কায়মন প্রাণেঃ নিতিনিতি প্রণিপাত। আদি অন্ত তুমিঃ বিশ্ব অন্তর্যামীঃ বিহার ভকত সাত। তুমি সারাৎসারঃ ভাগবতাধারঃ তুমি গুরু সাধু তাত ॥ ২ ॥ ❀ ॥ শীতকালের গোষ্ঠলীলা আনন্দ রাস ॥ রাগিণী টোড়ি ॥ তাল খেমটা ॥ নিভৃতে করিল যুক্তি মোহন মোহিনী। নাহয় বিরহতাপ দিবস রজনী ॥ ১ ॥ মায়েরে বুঝায় কৃষ্ণ যতনে আপনি। শীত কালে সুখ লাগি চলগো জননী ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনে কর বাস গোপ গোপী লৈয়া। সবাকার ধেনু বৎস আন একাইয়া ॥ ৩ ॥ রচির পত্রের ঘর সকলে মীলিয়া। জ্বালাব সুখান কাষ্ঠ আনন্দ করিয়া ॥ ৪ ॥ বাথানে রাখিব গরু চরিবে সেখানে। একত্র থাকিব মাতা ব্রজ শিশু সনে ॥ ৫ ॥ নাচিব গাইব মাতা তুষিব তোমায়। হেমন্ত বাথানে বাস অতি সুখ তায় ॥ ৬ ॥ যদুনাথ যাদু বাণী শুনি যশোদায়।

গোপী গোপবৃন্দ মীলি চলিল তথায় ॥ ৭ ॥ অগ্রহায়ণ পৌষমাস বৃন্দাবনকুঞ্জে। কেলিকরি রাধা কৃষ্ণ গোপী মনোরঞ্জে ॥ ৮ ॥ নিতি নিতি করে রাস নব নবস্থানে বাৎসল্য ভাবক জনে কেহ নাহি জানে ॥ ৯ ॥ শীতকালে উপযুক্ত বসন ভূষণ। ঋতু মত উপযুক্ত শয়ন ভোজন ॥ ১০ ॥ নারাঙ্গী কমলা আতা রম্ভা নানা জাতি। পেয়ারা পেয়াল টেঁটি মিঠা শরবতি ॥ ১১ ॥ ফল মূল ছলে তোলে যুগলের রঙ্গ। অষ্টযাম ইহা হেরি নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥ ১২ ॥ বিস্তারিয়া বলিবারে আমি কিবা পারি। রসিক ভকত জন দেখ ধ্যান করি ॥ ১৩ ॥ দুর্ল্লভ বল্লব লীলা দেব অগোচর। ধন্য ধন্য ব্রজবাসী প্রভু যার ঘর ॥ ১৪ ॥ দুই মাসে ষাটি দিন চারি শত আশী। যামে যামে গোষ্ঠ লীলা সুখ রাশি রাশি ॥ ১৫ ॥ সুখড় ভকত মীলি রচনা করিও। সূত্র মাত্র দীন দাসে রচিল জানিও ॥ ১৬ ॥ রাধার কুটীর কাছে কৃষ্ণ কুঞ্জে ঘর। সুড়ঙ্গ তাহার তলে রচে মনোহর ॥ ১৭ ॥ রসের বোতল চোর করে রস চুরি। চোর ধরা মন্ত্র ভাল জানে ব্রজেশ্বরী ॥ ১৮ ॥ বন দেখিবার ছলে রাই সঙ্গে যায়। সঙ্গের সঙ্গিনী জানে রাসের উপায় ॥ ১৯ ॥ নিশি শেষে তপ্ত হয় সরোবর বারি। স্নানছলে জলে কেলিকরে মনোহারী ॥ ২০ ॥ খেলাছলে রাই লইয়া গহন বিপিনে। মনোমত করে কেলি মোহিনী মোহনে ॥ ২১ ॥ মূল পত্র তরু শাখে কখন চড়ায়। সেই শাখে কত লীলা বলা নাহি যায় ॥ ২২ ॥ কখন পর্ব্বত গুহে করিয়া গমন। ছলে কলে করে লীলা সদাই গোপন ॥ ২৩ ॥ সদাই যুবক্ত কাল যুগল শরীরে। শিশু কাল উপলক্ষ লোক ভুলাবারে ॥ ২৪ ॥ বাৎসল্য ভাবের ভক্তে করিতে নিস্তার। শিশু কালে শিশু মত হন অবতার ॥ ২৫ ॥ শিশু ছলে দুইজনে আনন্দে বিহার। নিজদাস ভক্ত জনে জানিছে বিস্তার ॥ ২৬ ॥ যেই লীলা সত্য ধামে আনন্দ বিলাস। সেই লীলা ব্রজ ভূমে করিল প্রকাশ ॥ ২৭ ॥ ব্রজ বাসী পদে আশ মন কর সার। ভক্ত জন কৃপা বিনা গতি নাহি আর ॥ ১৮ ॥ গীত। রাগিণী টোড়ি ॥ তাল চলতা ॥ চারি দিকে ধেনু গণ দাঁড়াইল সারি সারি। তাত মাত সবাকার রহিলেক ঘেরি ঘেরি ॥ ১ ॥ তৃতীয় পংক্তিতে সব কুমার কুমারী। নাচিছে গাইছে পরস্পর করধরি ॥ ২ ॥ গীতসাঙ্গ ॥ চতুর্থ মণ্ডল